বাঙলা শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক সরকারী ও সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত
উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে লাইব্রেরীর ও প্রাইজ-বই-এর জন্য
অনুমোদিত—(বেঙ্গল এডুকেশানাল গেজেট, জুলাই ১৯৪৫ দ্রষ্টব্য)

১৩৫৩

সম্পাদক

শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী বি, এ,

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীসুনীলচন্দ্র বিশী এম্, এস্-সি,

শ্রীঅসিতকুমার রায় বি, এস্-সি,

১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ

কলিকাতা

১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা হইতে সংস্কৃতি বৈঠকের
পক্ষে শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।
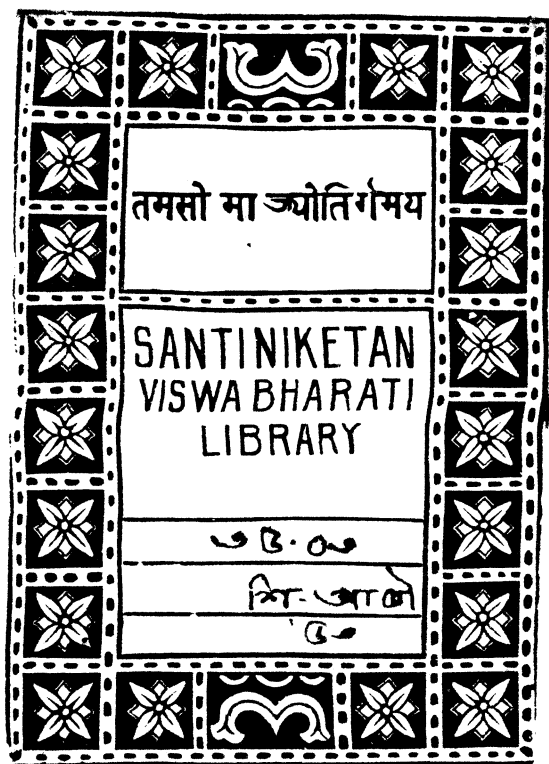
১—৯৬ পৃঃ শ্রীকামাখ্যা সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬৪-এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতার বিচিত্রা প্রেসে, দিনপঞ্জী অধ্যায় শ্রীসুকুমার গুপ্ত কর্তৃক ৫২।৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতার প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং য়্যাণ্ড হাফটোন লিমিটেড এ এবং ৯৭—১৮৪ পৃঃ ও বিজ্ঞাপন সমূহ ২১, পটুয়াটোলা লেনস্থ ক্লাসিক প্রেস হইতে শ্রীতেজেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

প্রথমেই আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপন-দাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আমাদের নববর্ষের অভিবাদন জানাইতেছি। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাংলা বর্ষলিপি তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল।

প্রথম বৎসরের ন্যায় দ্বিতীয় বৎসরের বর্ষলিপিও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বাংলার প্রধান সাময়িক পত্রিকাসমূহের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এই বৎসরের বর্ষলিপির আয়তন বর্দ্ধিত করা হইয়াছে—দিনপঞ্জী ও অন্যান্য অনেক নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইল। ছাপাখানার গোলযোগের জন্য পুস্তক প্রকাশে সামান্য বিলম্ব ঘটিল। গত বৎসরে অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন যে 'বর্তমানের বিশিষ্ট-বাঙালী' অধ্যায়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম বাদ পড়িয়াছে; কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে ইঁহাদের কয়েকজনের নিকট হইতে বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহা ব্যতীত অনেক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতেও বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হই নাই। আশা করি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া পাঠক-পাঠিকারা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করিবেন এবং বর্ষলিপি পূর্বের ন্যায় তাঁহাদের সমাদর লাভে করিবে।

বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ বিভিন্ন বিভাগের মূল্যবান্ তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন—ঐ বিভাগকে আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীই প্রথম—অধ্যায়ের জন্য শ্রীযুক্তা হিমাংশুবালা ভাদুড়ীকে আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটিসমূহ, বিভিন্ন জেলা বোর্ড, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান, ও দেবেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী স্মৃতি-গ্রন্থাগার আমাদের সংবাদ-সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সকলকেই আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা হইতেও যে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি, তাহা ধন্যবাদ সহকারে স্বীকার করিতেছি।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যদি গ্রন্থে কোন ভুল-ভ্রান্তি লক্ষ্য করেন, তাহা আমাদের জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

বৈশাখ ১৩৫৩। সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বঙ্গদেশের মানচিত্র	
বন্দেমাতরম্	১
বঙ্গদেশ	২
করদ ও মিত্র রাজ্য	৫
বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা	৬
বাংলার উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ	৭
আদম সুমারী, ১৯৪১—	
বাংলার বিভিন্ন জেলাসমূহের লোকসংখ্যা	১৬
বয়স ও সম্প্রদায় অনুসারে শিক্ষিতের সংখ্যা	১৮
সহরবাসী ও গ্রামবাসী	১৯
ভারতের প্রদেশসমূহের লোকসংখ্যা	২০
ভারতের সহরসমূহের লোকসংখ্যা	২১
কলিকাতা	২১
বাংলাদেশ	২১
ভারতবর্ষ	২২
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন	২২
প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ	২৭
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ	২৮
কাউন্সিল অব স্টেট্	৩০
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা	৩২
ওজন ও মাপ	৩৩
পৃথিবীর বৃহত্তম, দীর্ঘতম প্রভৃতি	৩৫
ভারতের বৃহত্তম, দীর্ঘতম প্রভৃতি	৩৬
ভারতের সুদীর্ঘ সেতু সমূহ	৩৭

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভারতের বড়লাটগণের নাম	৩৮
কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র-দিগের নাম	৩৯
ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীই প্রথম	৪০
বিভিন্ন দেশের পার্লামেণ্টের নাম	৪৩
বৃটিশ পার্লামেণ্টের ভারতীয় সদস্যগণ	৪৩
রয়েল সোসাইটির ভারতীয় সদস্যগণ	৪৩
বৃটিশ য়্যাকাডেমীর ভারতীয় সদস্য	৪৩
পৃথিবীর মৌলিক পদার্থগুলির নাম	৪৪
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	৪৫
নোবেল পুরস্কার	৪৭
,, পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম	৪৭
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস	৫০
বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতিগণের নাম	৫০
কাউন্সিল অব্ সাইন্টিফিক্ য়্যাণ্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ	৫২
বৃটিশ মন্ত্রী সভা	৫৩
ইণ্ডিয়া অফিস	৫৪
স-পরিষদ বড়লাট বাহাদুর	৫৫
ফেডারল কোর্টের বিচারপতিগণ	৫৬
কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ	৫৬
শিক্ষা	৫৭
বাংলাদেশের বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা	৬০
বাংলাদেশে শিক্ষাবাবদ ব্যয়	৬৪
বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৬৪
বাংলার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী	৬৪
বাংলার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	৬৫
বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদ	৬৫
ভারতের বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, ভাইস চ্যান্সেলরের নাম ও গ্রন্থ সংখ্যা	৬৬

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলরদের নাম	৬৭
কৃষি	৬৮
বাংলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ	৭০
বিবিধ খাদ্যশস্য ও দ্রব্যের পরিমাণ	৭০
ডাকমাশুল	৭১
জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের নাম ও আয়	৭২
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী	৭৪
খেলা-ধূলা	৭৪
ফুটবল	৭৪
হকি	৭৮
ক্রিকেট	৭৯
টেনিস	৮৩
ব্যাডমিণ্টন	৮৫
টেবল টেনিস	৮৭
অলিম্পিক অনুষ্ঠান	৮৮
চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য—	
বাংলার হাসপাতালের সংখ্যা	৮৯
বাংলার জন্ম ও মৃত্যুর হার	৯১
ভোর কমিটির রিপোর্ট	৯২
রেড্ ক্রস্ সোসাইটি	৯৩

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কলিকাতা ইমপ্রুভ্মেণ্ট্ ট্রাষ্ট	৯৪
প্রাঃ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সংখ্যা	৯৫
কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	৯৬
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	৯৭
কংগ্রেসের সভাপতিগণের নাম	১০৪
হিন্দু মহাসভা	১০৭
মুসলিম লীগ	১০৯
ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি	১১২
র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি	১১২
বাংলা সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা	১১৩
কলিকাতা কর্পোরেশন	১১৭
বাংলার মিউনিসিপালিটি-সমূহের চেয়ারম্যানের নাম, আয় ও লোক সংখ্যা	১১৯
শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য	১২৪
বাংলার বহির্ভারতীয় বাণিজ্য	১৩১
দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সমস্যা	১৩৩
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অধ্যায়	১৩৮
সান্ ফ্রান্সিসকো সম্মেলন	১৪০
সিমলা সম্মেলন	১৪০
বৃটিশ পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন	১৪২
বৃটিশ মন্ত্রী প্রতিনিধি দল	১৪২
আজাদ হিন্দ্ ফৌজ	১৪৩
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু	১৪৫
আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট	১৪৬
,, ,, ফৌজের সমর সঙ্গীত	১৪৬
,, ,, ,, বিচার	১৪৭
১৩৫২ সালের ঘটনা প্রবাহ	১৪৮
প্রাদেশিক গভর্ণর ও মন্ত্রী সভা	১৬০
সিনেমা	১৬২
ভারত সরকারের বাজেট	১৬৪
বাংলা ,, ,,	১৬৪
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নাম	১৬৫
১৩৫২ সালে বিশিষ্ট বাঙালীদের মৃত্যু	১৬৭
বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙালী	১৬৯
দিনপঞ্জী	পরিশিষ্ট

ভ্রম সংশোধন

পৃঃ ৩০—বোম্বাই, মোট আসন—২৬ স্থলে ১৬ হইবে।

পৃঃ ৪৯—১ম লাইন—১৯৪৪ স্থলে ১৯৪৩ হইবে।

সুখে অথবা অসুখে
লিলি
ব্যাণ্ড
বার্লি
LILY BRAND
BARLEY
TRADE MARK
FINEST FOOD DRINK
LILY
BRAND
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
THE LILY BISCUIT CO.
PROPS = P. SETT & CO.
ULTADANGA. CALCUTTA
ভারতের শ্রেষ্ঠ
পানীয় অথচ খাদ্য

ক্যালকেমিকোর

মার্গো সোপ

সুগন্ধি নিমের সাবান

নিমের সুগন্ধি অঙ্গ প্রসাধনী, যার শ্রেষ্ঠতা সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাইরে খ্যাতিলাভ করেছে।

রেণুকা

নিমের টয়লেট পাউডার

নিমের সুগন্ধি টয়লেট পাউডার। এর নিত্য ব্যবহারে ঘামাচি প্রভৃতি হয় না।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কলিকাতা

PHARMACEUTICALS...

SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, manufactured in our well-equipped laboratories under the supervision of expert chemists.

Only the best and select raw materials are used in manufacture, to ensure guaranteed standards.

We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential Oils and Laboratory Reagents.

ASK FOR PRICE LISTS

THE CALCUTTA CHEMICAL CO. LTD. CALCUTTA

গুপ্তপ্রেস
ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা
দুর্গাচরণ গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত
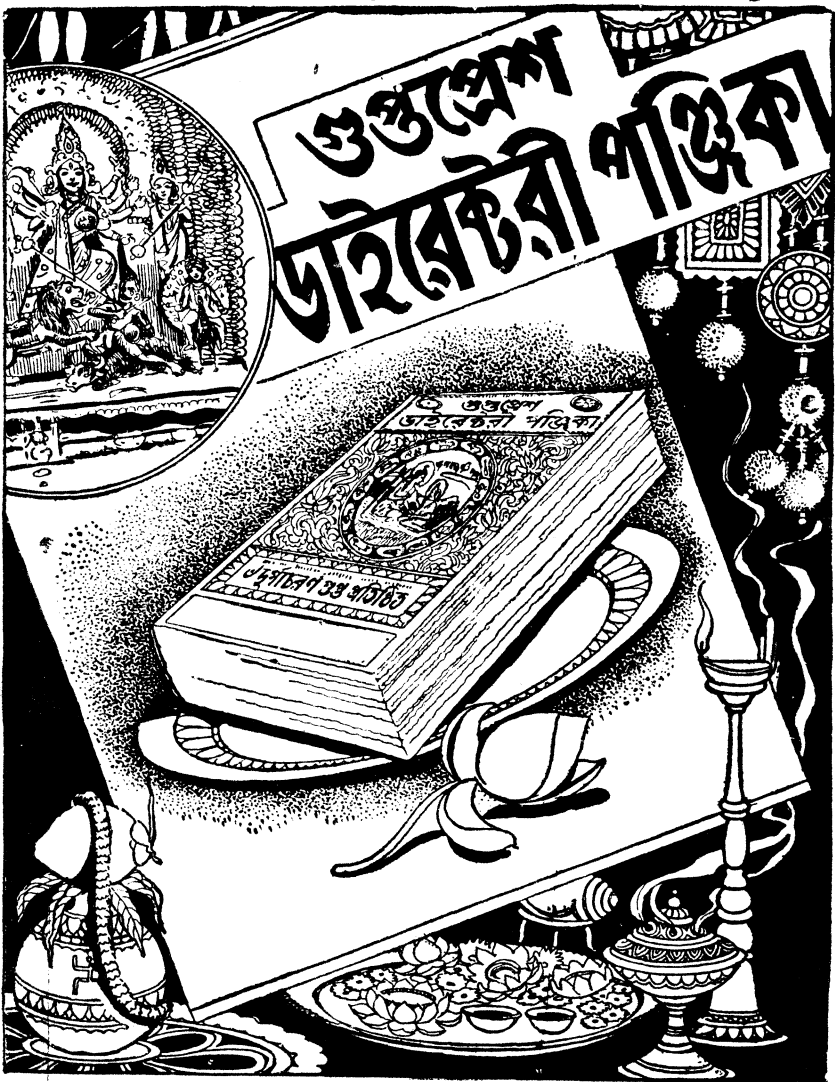
মায়ের দাবী

✻

সন্তানজন্মের পর সাধারণতঃ প্রসূতির যে দুর্বলতা দেখা দেয় বহুক্ষেত্রেই তার পরিণতি ঘটে মাতা ও শিশু উভয়ের সর্বনাশে। মৃতসঞ্জীবনী সুরা এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মায়েদের রক্ষাকবচ। সকল প্রকার দৌর্বল্যে ও রোগব্যাধির হাত থেকে মাতাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে মৃতসঞ্জীবনী সুরা গৌরবময় মাতৃত্ব সম্ভব ক'রে তোলে।

শক্তির মৃতসঞ্জীবনী সুরা

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর

শক্তি ঔষধালয়, ঢাকা।

I always rely on Susama

শ্রীসুনীল চন্দ্র বিশী ও
শ্রীঅসিতকুমার রায়:

ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ

আজকালকার দিনে মনোবিদ্যা সম্বন্ধে খানিকটা অন্তত জ্ঞানলাভ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনোবিদ্যার 'term'-গুলি আজকাল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় ও বাংলা সাহিত্যেও বেশ চালু হয়ে উঠেছে। মনোবিদ্যার তথ্যগুলি জানা থাকলে নিজের পরিচিত লোকেদের বোঝা অনেক বেশী সহজ হয়।...এই পুস্তকে ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত মনঃসমীক্ষণ, কামশক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য, স্বপ্নবিশ্লেষণ, দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি, রসিকতা, মানসিক রোগলক্ষণ প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ ও মনঃসমীক্ষকদের আবিষ্কৃত অন্যান্য তথ্যের আলোচনা বিশদভাবে করা হইয়াছে।...ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেনের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের অংশ-বিশেষের প্রাঞ্জল অনুবাদ। য়্যান্টিক্ কাগজে ছাপা, বোর্ডে বাঁধাই। মূল্য ১॥০

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় ভূমিকায় লিখেছেন—'...আমাদের ভাষায় অনূদিত হলে শুধু আমাদের সাহিত্যই সমৃদ্ধিশালী হবে না, সমাজের উপকারও যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।...যে রকম সহজ সরল ভাষা তাঁরা বরাবর ব্যবহার করেছেন তাতে এই অত্যন্ত জটিল বিষয়টি বোঝা কারও শক্ত হবে না বলেই মনে করি।...'

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরীর

ইঙ্গিত

(২য় সংস্করণ)

কৃষ্ণদাসবাবুর ছোট্ট গল্পের এই সংগ্রহটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালে। তখনকার দিনে এই ধরণের ছোট-গল্প ছিল সম্পূর্ণ নতুন। পুস্তকটি সেদিনকার সাহিত্য-রসিকদের যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল।...প্রথম সংস্করণ বহুদিন পূর্বে নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও লেখকের ঔদাসীন্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। কালের ব্যবধানেও এই গল্পগুলির রসাস্বাদের কোন অভাব হবে না বলেই আমরা পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছি। অনেকগুলি নতুন গল্প এই সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। য়্যান্টিক্ কাগজে ছাপা, বোর্ডে বাঁধাই। মূল্য ১৷৹

* * *

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"...ইহার ইঙ্গিতগুলি বিচিত্ররসে পূর্ণ।"

প্রবাসী (১৩৩২) বলেন—"...গল্পগুলি হৃদয়কে স্পর্শ করে, আনন্দিত করে, ম্রিয়মান করে, মুগ্ধ করে। ...বইটি কাব্য রসিকের পাঠ্য।"

উত্তরা (১৩৩৩) বলেন—"...কৃষ্ণদাস বাবুর বইখানি আমাদের তুক্ করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।"

সংস্কৃতি বৈঠক

১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা।

বঙ্গদেশ
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার রাজ্য
রংপুর
দিনাজপুর
মালদহ
বগুড়া
রাজসাহী
পাবনা
মুর্শিদাবাদ
ময়মনসিংহ
ঢাকা
ত্রিপুরা রাজ্য
বর্দ্ধমান
নদীয়া
বাঁকুড়া
যশোহর
ফরিদপুর
হুগলী
নোয়াখালী
হাওড়া
মেদিনীপুর
২৪ পরগনা
খুলনা
বাখরগঞ্জ
চট্টগ্রাম
বঙ্গোপসাগর

বাংলা বর্ণলিপি

১৩৫৩

—(*)—

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্যশ্যামলাম্ মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীম্ সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটির্ভুজৈধৃত খর করবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহু বলধারিণীম্ নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীম্ মাতরম্।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিনী
কমলা কমলদল বিহারিনী

বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্
সুজলাম্ সুফলাম্ মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাম্ সরলাম্ সুস্মিতাম্ ভূষিতাম্
ধরণীম্ ভরণীম্ মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।

—বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্গদেশ

মানবের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ ভারতের প্রধান ১১টি রাষ্ট্রীয় প্রদেশের অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রাজা রামমোহন রায়, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ প্রখ্যাতনামা-মনীষীদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের উত্তরে গিরিরাজ হিমালয়, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি ও রাজমহল পাহাড়, দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যার পাহাড়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়শ্রেণী।

বাংলাদেশের আয়তন প্রায় ৮৩ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ছয় কোটি তিন লক্ষের কিঞ্চিদধিক।

বাংলার দক্ষিণে প্রায় দুইশত মাইল দীর্ঘ এক গভীর অরণ্য রহিয়াছে—ইহাই সুন্দরবন নামে পরিচিত। বাংলার ন্যায় এত অধিক-

সংখ্যক নদনদী ভারতের আর কোথাও নাই। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এই তিনটি নদীর সহিত বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশেষভাবে জড়িত।

পাহাড়পুর, গৌড় প্রভৃতি স্থানের ধ্বংশাবশেষ হইতে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। কুটির শিল্পে বাংলার স্থান যে কত উচ্চে ছিল তাহা ঢাকার মস্‌লীন বস্ত্রের উৎকর্ষতা হইতে ভালভাবে অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা পৃথিবীর সর্বত্রই সমাদৃত হইত। এখনও ঢাকা, টাঙ্গাইল্, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বিষ্ণুপুরের রেশমীবস্ত্র, ঢাকার শাঁখা ও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প এই উৎ-কর্ষতার নিদর্শন বহন করিয়া আসিতেছে।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের পাট জগতের সমস্ত স্থানের চাহিদা পূরণ করিয়া আসিতেছে। রাণীগঞ্জ, আসানসোল প্রভৃতি স্থানের খনিজ সম্পদ শিল্পপ্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ভাষা এই বাংলাভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের দ্বারা পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্য ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী সাহিত্য।

সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, আচার-ব্যবহারে বাংলার বৈশিষ্ট্য সকলেই স্বীকার করেন। ভারতে আর্য অনার্য সভ্যতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশ বহন করিয়া আসিতেছে। সমস্ত দিক হইতে দেখিলে বাংলাদেশকে সর্বাপেক্ষা প্রগতিসম্পন্ন বলিলে ভুল হয় না।

মৌর্যগণ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেন। মৌর্যযুগের পর গুপ্তবংশ, পালবংশ ও সেন বংশের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাংলাদেশ পাঠানগণের অধিকারে আসিলেও বাংলাদেশের প্রকৃত মালিক বাঙ্গালীরাই ছিল। সুলতানগণ দিল্লীর অনুমোদন সাপক্ষে গৌড়ের রাজত্ব করিতে লাগিলেন। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক

সহযোগিতা ছাড়া বাংলা শাসন অসম্ভব বুঝিতে পারায় হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় এবং তাহারা মিলিতভাবে দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। পাঠানগণের দুইশত বৎসর রাজত্বের পরে বাংলাদেশ মোগলের অধিকারে আসে। মোগলগণের আমলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রতাপাদিত্য, ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি বার-ভুঁইয়া—যাঁহারা পাঠান আমলে সসম্মানে বাংলাদেশ শাসন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই মোগলের আমলে ক্ষমতাচ্যুত হইলেন।

ইহার পর সিরাজদ্দৌলার আমলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশে সুশাসন চলিতে লাগিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজের সহিত যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হন এবং বাংলার শাসনভার বিদেশীগণের হস্তে চলিয়া গেল।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ"। আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি। বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ। ভগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। অর্থের জন্য লালায়িত হয়ে যদি প্রাণের সম্পদ হারাতে হয় তবে অর্থে আমাদের প্রয়োজন নেই।

বাঙ্গালীকে এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্ত্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে।

—সুভাষচন্দ্র

করদ ও মিত্ররাজ্য

বাংলাদেশে করদ ও মিত্ররাজ্য দুইটি—কুচবিহার ও ত্রিপুরা।

কুচবিহার :—

কুচবিহার উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। আয়তন ১৩১৮ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৬,৩৯,৮৯৮। বার্ষিক আয় ৭৯,৩২,০০০ টাকা। বর্তমান শাসন কর্তার নাম ক্যাপ্টেন হীজ্ হাইনেস্ মহারাজা স্যার জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর। বর্তমান বয়স ২৯ বৎসর। রাজকার্য পরিচালনায় মহারাজকে সাহায্য করার জন্য চারিজন মন্ত্রী লইয়া একটি মন্ত্রীমণ্ডলী আছে। প্রধান মন্ত্রী সর্দার ডি, কে, সেন ব্যবস্থা পরিষদের সহকারী সভাপতি। এখানকার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, পাট, তামাক ও সরিষাই প্রধান। এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, নয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি বৃহৎ হাসপাতাল আছে। মহারাজার খেলাধুলায় খুব আগ্রহ, বিশেষতঃ ক্রিকেট খেলায় এঁর পারদর্শিতা আছে। রণজি প্রতিযোগিতায় ইনি বাংলা দলের অধিনায়কত্ব করেন। ইনি বৃটিশ সরকারে নিকট হইতে ১৩টি তোপের সম্মানের অধিকারী।

ত্রিপুরা :—

ত্রিপুরারাজ্য বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। রাজ্যের লোকসংখ্যা ৫,১৩,৯৫২। রাজ্যের আয়তন ৪,১১৬ বর্গমাইল। রাজধানীর নাম আগরতলা। বার্ষিক আয় ৪০ লক্ষ টাকা এখানকার বর্তমান শাসন কর্তার নাম মেজর হীজ্ হাইনেস্ বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মন বাহাদুর। ইনি ১৯০৮ সালের ১৯শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৩ সালের ১৩ই আগষ্ট সিংহাসনে আরোহন করেন, ১৯২৯ সালে বলরামপুরের ষষ্ঠ মহারাজকুমারী সাহেবার পাণিগ্রহণ করেন এবং মহারাণীর মৃত্যুর পরে পুনরায় ১৯৩১ সালে পান্না রাজ্যের মহারাজার প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে ১৩টি তোপের সম্মানের অধিকারী।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা

জেলা		মহকুমা
প্রেসিডেন্সি বিভাগ		
(১) কলিকাতা	—	বাংলাদেশের রাজধানী।
(২) ২৪ পরগণা	—	আলিপুর, বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট ও ডায়মণ্ডহারবার।
(৩) খুলনা	—	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট।
(৪) যশোহর	—	যশোহর, নড়াইল, বনগাঁ, মাগুড়া ও ঝিনাইদহ।
(৫) নদীয়া	—	কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, কুষ্ঠিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা।
(৬) মুর্শিদাবাদ	—	বহরমপুর, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কাঁদি।
বৰ্দ্ধমান বিভাগ		
(৭) বীরভূম	—	সিউড়ি ও রামপুরহাট।
(৮) বৰ্দ্ধমান	—	বৰ্দ্ধমান, আসানসোল কালনা ও কাটোয়া।
(৯) বাঁকুড়া	—	বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর।
(১০) মেদিনীপুর	—	মেদিনীপুর, তমলুক, ঘাঁটাল, কাঁথি ও ঝাড়গ্রাম।
(১১) হুগলী	—	হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ।
(১২) হাওড়া	—	হাওড়া ও উলুবেড়িয়া।
ঢাকা বিভাগ		
(১৩) ঢাকা	—	ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ।

(১৪)	ফরিদপুর	—	ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জ।
(১৫)	বাখরগঞ্জ	—	বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও ভোলা।
(১৬)	মৈমনসিং	—	মৈমনসিং, জামালপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা।

রাজসাহী বিভাগ

(১৭)	রাজসাহী	—	রাজসাহী, নাটোর ও নওগাঁ।
(১৮)	পাবনা	—	পাবনা ও সিরাজগঞ্জ।
(১৯)	বগুড়া	—	বগুড়া।
(২০)	দিনাজপুর	—	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ ও বালুরঘাট।
(২১)	রংপুর	—	রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারী।
(২২)	জলপাইগুড়ি	—	জলপাইগুড়ি ও আলিপুর-দুয়ার।
(২৩)	দার্জিলিং	—	দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়ং ও শিলিগুড়ি।
(২৪)	মালদহ	—	ইংরেজবাজার।

চট্টগ্রাম বিভাগ

(২৫)	ত্রিপুরা	—	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
(২৬)	নোয়াখালী	—	সুধারাম ও ফেণী।
(২৭)	চট্টগ্রাম	—	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার।
(২৮)	পার্বত্য-চট্টগ্রাম		রাঙ্গামাটি ও রামগড়।

"যার সঙ্গে মানুষের লোভের সম্বন্ধ তার কাছ থেকে মানুষ প্রয়োজন উদ্ধার করে, কিন্তু কখনো তাকে সম্মান করে না। যাকে সম্মান করে না তার দাবিকে মানুষ যথাসম্ভব ছোটো করে রাখে; অবশেষে সে এত সস্তা হয়ে পড়ে যে তার অসামান্য অভাবেও সামান্য খরচ করতে গায়ে বাজে।"

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলার উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

কলিকাতা:—ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর এবং বাংলা-দেশের রাজধানী। আয়তন ৩৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ২১ লক্ষের অধিক। সহরের নাগরিক জীবনের ভার কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত আছে। কর্পোরেশনের বার্ষিক আয় প্রায় দুই কোটি টাকা। বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। সহরের বিশিষ্ট দ্রব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বিশ্ববিদ্যালয়, বসুবিজ্ঞান-মন্দির, বিজ্ঞান কলেজ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, নবনির্ম্মিত হাওড়ার পুল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, হাইকোর্ট, ইডেন উদ্যান, ফোর্ট উইলিয়ম, কাউন্সিল হাউস, হগ সাহেবের বাজার, অক্টরলোনি মনুমেণ্ট, সেণ্ট পল্‌স গীর্জা, কালীঘাটের মন্দির, নাখোদা মসজিদ, আলিপুরের চিড়িয়াখানা, খিদিরপুরের ডক্ সমূহ, দেশবন্ধু স্মৃতি-সৌধ, বালিগঞ্জের লেক সমূহ, পরেশনাথের মন্দির, গৌড়ীয় মঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও রমেশ ভবন ও টালার ট্যাঙ্ক (পৃথিবীর বৃহত্তম জলাধার)।

কার্সিয়ং (দার্জিলিং):—এই স্বাস্থ্যকর পার্বত্য-সহরটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৪,৮৬৪ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহা দার্জিলিং জেলার একটি মহকুমা সহর। ইহার চারিদিকে অসংখ্য চা-বাগান। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

কালিম্পং (দার্জিলিং):—সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩,৯৩৩ ফিট উচ্চে এই স্বাস্থ্যকর সহরটি অবস্থিত। তিব্বতীয় রীতিতে নির্মিত এখানে একটি ভিক্টোরিয়া স্মৃতি তোরণ আছে। তিব্বত ও সিকিম যাইবার পথ এইস্থান হইতেই বাহির হইয়াছে। এখানকার বনানী ও তুষারাবৃত পর্বতের দৃশ্য অপূর্ব।

তমলুক (মেদিনীপুর):—এখানে বহু প্রাচীনকালের কয়েকটি মন্দির আছে। ইহাদের স্থাপত্য-শিল্প খুঁবই চমৎকার। তমলুক

পুরাকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। সে সময়ে তমলুক সমুদ্রতীরবর্তী একটি প্রধান বন্দর ছিল।

তারকেশ্বর (হুগলী) :—তারকেশ্বর হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। এখানকার শিবলিঙ্গ তারকনাথ দর্শনের জন্য বহুদেশ হইতে যাত্রী সমাগম হয়। শিবরাত্রি ও চড়কপূজা উপলক্ষে এখানে খুবই সমারোহ হয়। শিবমন্দিরের নিকটে দশভূজার একটি মন্দির আছে।

ত্রিবেণী (হুগলী) :—ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি নদী যুক্তপ্রদেশে একত্রে মিলিত হইয়া এইস্থানে আসিয়া পুনরায় পৃথকধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। মকর-সংক্রান্তি, বিষুপদী সংক্রান্তি, গ্রহণ প্রভৃতি শুভলগ্নে বহু পুণ্যলোভাতুর হিন্দু নরনারী এখানে স্নান করিতে আসেন।

দক্ষিণেশ্বর (২৪ পরগণা) :—দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য বস্তু। দ্বাদশ শিবমন্দির বেষ্টিত এই কালীমন্দির গঙ্গার উপরেই অবস্থিত। রাণী রাসমণি ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এই কালীবাড়ীরই পূজারী ছিলেন এবং এইখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

দার্জিলিং :—সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬,৮১২ ফিট উচ্চে হিমালয়ে এই পার্বত্য সহরটী অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। এ স্থান হইতে হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলির চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ে। এখানকার দর্শনীয় স্থান—লয়েড বোটানিকাল গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, অবজারভেটরী পাহাড় প্রভৃতি। দার্জিলিং চায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইহা বাংলা গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস।

নবদ্বীপ (নদীয়া) :—গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গমস্থলে বৈষ্ণবদের এই তীর্থস্থানটি অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে বৈষ্ণবদের অনেক মন্দির আছে। সংস্কৃত ও বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। বৈষ্ণবদের সমস্ত পর্বেই এখানে নানাস্থান হইতে বহুলোক সমাগম হয়। বহু বৈষ্ণবভক্ত এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন।

নাটোর (রাজসাহী) :—ইহা একটি মহকুমা সহর। অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর রাজধানী এইখানেই ছিল এবং এখনও তাঁহার বংশধরগণ এখানে বাস করেন। এখানকার বিগ্রহ জয়কালী ও শ্যামসুন্দর বিখ্যাত। এখানকার দুগ্ধজাত মিষ্টদ্রব্য প্রসিদ্ধ।

নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) :—ইহা পূর্ববঙ্গের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। বহুলক্ষ টাকার পাট প্রতিবৎসর এইস্থান হইতে রপ্তানি হয়। এখানে কয়েকটি কাপড়ের ও প্যাটের কল আছে।

পলাশী (মুর্শিদাবাদ) :—বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সহিত ইংরাজের শেষ যুদ্ধ এই পলাশীতে হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এখানে একটি বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

পাহাড়পুর (রাজসাহী) :—পাহাড়পুর হিন্দু সংস্কৃতির লুপ্ত গৌরবের প্রাচীন নিদর্শন। জামালগঞ্জ স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় একটি স্তূপ খনন করিবার ফলে এই নগরের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। এই স্থানটিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বিশ্রাম ও ধর্মসাধনার জন্য একটি বিরাট বিহার ছিল। প্রধান মন্দির বা মহাবিহারটি ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের একটি নূতন নিদর্শন।

বর্দ্ধমান :—ইহা একটি সমৃদ্ধ সহর। বর্দ্ধমানের দ্রষ্টব্যের মধ্যে সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির, স্টার অব্ ইণ্ডিয়া তোরণ, গোলাপবাগ, মহারাজার প্রাসাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার সীতাভোগ ও মিহিদানা প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) :—জলঙ্গী নদীর তরে নদীয়া জেলার সদর মহকুমা কৃষ্ণনগর সহরটি অবস্থিত। ইহা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ছিল। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প জগত-বিখ্যাত। এখনও এখানকার নানাপ্রকার দেবদেবীর মূর্তি, ছেলেদের খেলনা প্রভৃতি বহুস্থানেই সমাদৃত হয়। এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর সরকারী কলেজ আছে।

গঙ্গাসাগর (২৪ পরগণা) :—ডায়মণ্ডহারবার হইতে গঙ্গাসাগর দ্বীপ প্রায় ৪০ মাইল দূরে। এখানে গঙ্গানদী সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে এখানে স্নানার্থে অসংখ্য নরনারীর সমাগম হয়। এখানে কপিল-মুনির মন্দির আছে।

গৌড় (মালদহ) :—বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানযুগে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। মালদহ সহর হইতে ইহা প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ সাগরদীঘি এইস্থানে অবস্থিত—ইহা দৈর্ঘ্যে ৪,৮০০ ফিট ও প্রস্থে ২,৪০০ ফিট। এতবড় জলাশয় বাংলাদেশে খুব কমই আছে। পুরাতন সংস্কৃতির ভগ্নাবশেষ এখানে কিছু কিছু দেখা যায়।

চন্দননগর :—চন্দননগর ফরাসী অধিকৃত স্থান। পূর্বে চন্দননগর বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের সহিত সকলেই পরিচিত। এখানকার নন্দদুলালের মন্দির, দশভূজা ও ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির, ভাগীরথী তীরে কন্‌ভেন্ট সংলগ্ন গীর্জা দর্শনীয়। এখানে একটি কলেজ আছে।

চট্টগ্রাম :—কলিকাতার পরে চট্টগ্রামই বাংলার দুইটি সামুদ্রিক বন্দরের অন্যতম। সমুদ্র ও পাহাড়ে মিলিয়া এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে খুবই মনোরম করিয়াছে। দেবী চট্টেশ্বরী কালীর মন্দির, নবগ্রহ মন্দির, সরকারী কলেজ ও বৌদ্ধ বিহার এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু।

চন্দ্রনাথ (চট্টগ্রাম) :—চন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের একটি তীর্থস্থান। পাহাড়ের উপরে চন্দ্রনাথের মন্দির। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এখানে বহু যাত্রী সমাগম হয়। চন্দ্রনাথ পাহাড়েই সীতাকুণ্ড অবস্থিত। সীতা-দেবীর স্নানার্থে এই কুণ্ডটি নির্মিত হইয়াছিল। কুণ্ডের পার্শ্বেই একটি মন্দিরে সীতাদেবীর মূর্তি আছে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে দর্শনীয় আরও অনেক জিনিষ আছে।

ডায়মণ্ডহারবার (২৪ পরগণা):—গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত। এই মহকুমা সহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। গঙ্গার তীরে এখানে একটি প্রকাণ্ড বাঁধ আছে। কলিকাতা নগরীকে বহিশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এখানে একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল কিন্তু এখন তাহা পরিত্যক্ত। পূর্বে ইহা বাণিজ্য জাহাজের আশ্রয়স্থল ছিল।

ঢাকা:—বুড়ীগঙ্গানদীর তীরে এই প্রাচীন সহরটি অবস্থিত। ইহা বাংলার দ্বিতীয় সহর। মুসলমানদের রাজত্বকালে ইহা বাংলার রাজধানী ছিল। ঢাকার বস্ত্র-শিল্প, প্রধানতঃ মসলীন এককালে জগতবিখ্যাত ছিল এবং পৃথিবীর নানাস্থানে এই মসলীন চালান যাইত। ঢাকার প্রধান দ্রষ্টব্য—বিশ্ববিদ্যালয়, চিত্রশালা, ঢাকেশ্বরীর মন্দির, হুসেনী দালান, লালবাগ কেল্লা, পরীবিবির সমাধি সৌধ, সাতগম্বুজ মসজিদ, বাকল্যাণ্ড বাঁধ।

বহরমপুর:—ভাগীরথীতীরে অবস্থিত এই সহরটি মুর্শিদাবাদ জেলার সদর মহকুমা। বাংলার শেষ নবাবের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। নবাবী আমলের অনেক স্মৃতিচিহ্ন আশেপাশে দেখিতে পাওয়া যায়। বহরমপুরের রেশমশিল্প, কাঁসার বাসন, ও হাতীর দাঁতের বাসন প্রসিদ্ধ। এখানকার কলেজভবনটি বেশ মনোরম।

বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া):—বাঁকুড়া জেলার এই মহকুমা সহরটি প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিষের মধ্যে কৃষ্ণ বাঁধ, যমুনা বাঁধ প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ জলাশয়, দলমাদল কামান, মদনগোপাল, কালাচাঁদ ও শ্যামরায় প্রভৃতির মন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুর রাগ-সঙ্গীত চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার রেশমীবস্ত্র, তামাক ও পিতল কাঁসার বাসন বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বেলুড় (হাওড়া):—দক্ষিণেশ্বরের অনতিদূরে গঙ্গার অপর তীরে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র বেলুরমঠ অবস্থিত। স্বামী বিবেকানন্দ

এই মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার নবনির্মিত মন্দিরটি খুবই সুন্দর। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি কলেজ আছে।

মহাস্থানগড় (বগুড়া):—করতোয়া নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। হিন্দুদিগের ইহা একটি পবিত্র স্থান। পৌষ-নারায়ণী যোগে এখানে স্নান উপলক্ষে লক্ষাধিক নরনারীর সমাগম হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের চেষ্টায় এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির বহু মূল্যবান বস্তু ও ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মালদহ:—মহানন্দা নদীর তীরে এই পুরাতন সহরটি অবস্থিত। বাংলার পুরাতন রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্তী হওয়ায় ইহার তৎকালে খুবই প্রাধান্য ছিল। এখানকার রেশমশিল্প বিখ্যাত। এখানে একটি গুটিপোকার চাষকেন্দ্র আছে। এখানকার চিত্রশালায় বহু পুরাতন শিলালিপি আছে। মালদহ আমের জন্য বিখ্যাত।

মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ):—ইহা একটি অতি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। পূর্ববঙ্গের এই স্থানটিতে সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক জমিদার দেখা যায়। এইস্থানে বিখ্যাত আচার্যচৌধুরী পরিবারের বাস। এখানকার রাজ-রাজেশ্বরী বিগ্রহ বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ এখানকার সন্দেশ (মোণ্ডা) বিখ্যাত।

যাদবপুর (২৪ পরগণা):—এই ছোট সহরটি কলিকাতার পার্শ্বেই অবস্থিত। এখানে একটি বে-সরকারী ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ ও যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে।

রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান):—রাণীগঞ্জ ও ইহার চারিপার্শ্বের স্থানসমূহ কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। এখানে টালির কারখানা, তেলেরকল কাগজের কল প্রভৃতি আরও অনেক কারখানা আছে। রাণীগঞ্জ সহরটি বেশ পরিচ্ছন্ন।

শান্তি নিকেতন (বীরভূম):—বোলপুর স্টেশন হইতে ১ মাইল পশ্চিমে শান্তিনিকেতন অবস্থিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া এইস্থানে উপাসনার জন্য একটি

মন্দির নির্মাণ করেন। পরে রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমই পরে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব-ভারতীতে পরিণত হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগ এবং নিকটস্থ শ্রীনিকেতন সত্যই চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘজীবনের অধিকাংশ সময় এখানে যাপন করেন। ইহার প্রতিষ্ঠা দিবস ৭ই পৌষ প্রতি বৎসর এখানে বেশ একটি বড় মেলা হয়।

শান্তিপুর (নদীয়া) :—শান্তিপুর সংস্কৃত চর্চার একটি কেন্দ্র ছিল। এখানে অনেকগুলি মন্দির ও দেববিগ্রহ আছে—ইহা বৈষ্ণবদের একটি তীর্থস্থান। স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে জন্মগ্রহণ করেন। এখানকার রাসলীলা বিখ্যাত। পূর্বে শান্তিপুরের বস্ত্র-শিল্পের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

শিবপুর (হাওড়া):—গঙ্গাতীরবর্তী ২৭২ একর জমির উপর এখানে একটি প্রকাণ্ড সরকারী উদ্যান আছে। উদ্যানটিতে বহুজাতীয় বৃক্ষ ও লতা আছে— একটি দেড়শত বৎসরের পুরাতন বটবৃক্ষ আছে। বাংলা সরকারের একমাত্র ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ এখানে অবস্থিত।

শ্রীরামপুর (হুগলী) :—এই মহকুমা সহরটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। খৃষ্টান মিশনারীদের ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এইস্থান হইতে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সমাচারদর্পন প্রকাশিত হয়। এখানে কয়েকটি কাপড় ও পাটের কল আছে। শ্রীরামপুরের সন্নিকটে মাহেশে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে এবং রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে প্রচুর যাত্রী সমাগম হয়।

সোদপুর (২৪ পরগণা) :—এখানে খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকেন্দ্র। রুগ্ন ও বৃদ্ধ গরু মহিষের জন্য একটি পিঁজরাপোল আছে। এখানে একটি কাপড়ের কলও আছে।

হাওড়া:— গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত হাওড়া সহর। ভারতের সর্বপ্রধান রেল স্টেশন হাওড়া স্টেশন—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের মিলিত স্টেশন। হাওড়া ও কলিকাতার সংযোগ সেতু

নবনির্মিত হাওড়ার পুল আধুনিক ইন্‌জিনিয়ারিংএরই অপূর্ব নিদর্শন। এখানে অনেকগুলি কলকারখানা আছে। লোকসংখ্যার অনুপাতে হাওড়া বাংলার দ্বিতীয় সহর।

হিলি (বগুড়া) ঃ—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় একটি স্তূপ খনন করিয়া এখানে একটি শিবমন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দির সংলগ্ন স্থানে আরও কিছু কিছু পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিলি চাউল ও পাটের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ।

হুগলী :—ভাগীরথী তীরে অবস্থিত ইহা একটি প্রাচীন সহর। এখানকার ইমামবাড়া একটি দর্শনীয় বস্তু। এখানে অনেকগুলি কল-কারখানা আছে এবং ইহার অনতিদূরে ডান্‌লপ কোম্পানীর একটি বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১৮·২; বাংলাদেশে ১৬·১; ত্রিবাঙ্কুরে ৪৭·৮; যুক্তপ্রদেশে ৮;

* * * *

বাংলাদেশে প্রতি ১০০০ জন পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৯৯; উড়িষ্যায় ১০৬৯; সিন্ধুতে ৮১৮;

* * * *

ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ২৬৪; বাংলায় ৪৭২; বেলুচিস্থানে ৫;

* * * *

ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা হিন্দু ৬৫·৯; মুসলমান ২৩·৮; পার্বত্যজাতি ৬·৬; ভারতীয় খৃষ্টান ১·৬; শিখ ১·৫; জৈন ·৪ অন্যান্য ·২;

আদমসুমারী ১৯৪১।

বাংলার বিভিন্ন জেলাসমূহের লোকসংখ্যা।

স্থান	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৬,৪০২	১,২৮,১৭,০৮৭	৭১,০৫,৭১১	৫৭,১১,১৭৬
জেলা কলিকাতা	৩৪	২১,০৮,৮৯১	১৪,৫২,৩৬২	৬,৫৬,৫২৯
২৪ পরগণা	৩,৬৯৬	৩৫,৩৬,৩৮৬	১৯,৪৩,৩৬৫	১৫,৯৩,০২১
নদীয়া	২,৮৭৯	১৭,৫৯,৮৪৬	৯,০৯,১৩৩	৮,৫০,৭১৩
মুর্শিদাবাদ	২,০৬৩	১৬,৪০,৫৩০	৮,২৪,৫৮৩	৮,১৬,০৪৭
যশোহর	২,৯২৫	১৮,২৮,২১৬	৯,৫৭,৮৭৬	৮,৭০,৩৪০
খুলনা	৪,৮০৫	১৯,৪৩,২১৮	১০,১৮,৬৯২	৯,২৪,৫২৬
বর্দ্ধমান বিভাগ	১৪,১৩৫	১,০২,৮৭,৩৬৯	৫৩,৭৮,৮৩৩	৪৯,০৮,৪৮১
জেলা বর্দ্ধমান	২,৭০৫	১৮,৯০,৭৩২	৯,৯৮,৮২৫	৮,৯১,৯০৭
বীরভূম	১,৭৪৩	১০,৪৮,৩১৭	৫,২৪,৫১৭	৫,২৩,৮০০
বাঁকুড়া	২,৬৪৬	১২,৮৯,৬৪০	৬,৫১,৮৮১	৬,৩৭,৭৫৯
মেদিনীপুর	৫,২৭৪	৩১,৯০,৬৪৭	১৬,৩১,৬৭৩	১৫,৫৮,৯৭৪
হুগলী	১,২০৬	১৩,৭৭,৭২৯	৭,৩৮,৫৬১	৬,৩৯,১৬৮
হাওড়া	৫৬১	১৪,৯০,৩০৪	৮,৩৩,৪৩১	৬,৫৬,৮৭৩
রাজসাহী বিভাগ	১৯,৬৪২	১,২০,৪০,৪৬৫	৬২,৮৩,৩৩৯	৫৭,৫৭,১২৬
জেলা রাজসাহী	২,৫২৬	১৫,৭১,৭৫০	৮,২১,১১৩	৭,৫০,৬৩৭
দিনাজপুর	৩,৯৫৩	১৯,২৬,৮৩৩	১০,১৮,৫০৯	৯,০৮,৩২৪
জলপাইগুড়ি	৩,০৫০	১০,৮৯,৫১৩	৫,৯১,২৯৪	৪,৯৮,২১৯
দার্জিলিং	১,১৯২	৩,৭৬,৩৬৯	১,৯৯,৮৯১	১,৭৬,৪৭৮
রংপুর	৩,৬০৬	২৮,৭৭,৮৪৭	১৫,০৯,৪৩৭	১৩,৬৮,৪১০
বগুড়া	১,৪৭৫	১২,৬০,৪৬৩	৬,৪৮,২৯৯	৬,১২,১৬৪
পাবনা	১,৮৩৬	১৭,০৫,০৭২	৮,৭৫,৫২৪	৮,২৯,৫৪৮
মালদহ	২,০০৪	১২,৩২,৬১৮	৬,১৯,২৭২	৬,১৩,৩৪৬

স্থান	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
ঢাকা বিভাগ	১৫,৪৯৮	১,৬৬,৮৩,৭১৪	৮৬,১১,৮৫২	৮০,৭১,৮৬২
জেলা ঢাকা	২,৭৩৮	৪২,২২,১৪৩	২১,৬১,৭১৮	২০,৬০,৪২৫
ময়মনসিং	৬,১৫৬	৬০,২৩,৭৫৮	৩১,৩৭,৫৭১	২৮,৮৬,১৮৭
ফরিদপুর	২,৮২১	২৮,৮৮,৮০৩	১৪,৮১,০৮১	১৪,০৭,৭২২
বাখরগঞ্জ	৩,৭৮৩	৩৫,৪৯,০১০	১৮,৩১,৪৮২	১৭,১৭,৫২৮
চট্টগ্রাম বিভাগ	১১,৭৬৫	৮৪,৭৭,৮৯০	৪৩,৬৭,৪০৫	৪১,১০,৪৮৫
জেলা চট্টগ্রাম	২,৫৬৯	২১,৫৩,২৯৬	১০,৯৩,৯৬২	১০,৫৯,৩৩৪
নোয়াখালী	১,৬৫৮	২২,১৭,৪০২	১১,৪৩,১৭৪	১০,৭৪,২২৮
ত্রিপুরা	২,৫৩১	৩৮,৬০,১৩৯	১৯,৯৯,৪৪৭	১৮,৬০,৬৯২
পার্বত্যচট্টগ্রাম	৫,০০৭	২,৪৭,০৫৩	১,৩০,৮২২	১,১৬,২৩১

বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম, দিল্লী, সিমলা এবং এই অঞ্চলসমূহে অবস্থিত দেশীয় রাজ্যে বে-সামরিক আমেরিকানদের সংখ্যা ১৯৪৬-এর ১লা জানুয়ারী ছিল ১,১৩৯। ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গনে ১৯৪৬-এর ১লা মার্চ আমেরিকার সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ১৯,০০০।

*　　*　　*　　*　　*

১৯১৪—১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মোট ৯,০৮,৩৭১ জন নিহত ও ২০,৯০,২১২ জন আহত হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪৫ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মোট ৩,০৬,৯৮৪ জন নিহত ও ৪,২২,৪৭৬ জন আহত হইয়াছে।

*　　*　　*　　*　　*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের গণনা অনুসারে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের মৃত্যু সংখ্যা ৩৫ লক্ষের অধিক।

বয়স ও সম্প্রদায় অনুসারে শিক্ষিতদের সংখ্যা

বৃটিশ অধিকৃত বাংলাদেশ	বয়স	লোকসংখ্যা	মোট শিক্ষিতের সংখ্যা	শিক্ষিত পুরুষ	শিক্ষিত স্ত্রীলোক
মোট	২১ বৎসরের অনূর্দ্ধ	৩,১৫,০৯,৩৪৩	৩৮,১৩,৫৫৯	২৭,৪৬,৬৮৬	১০,৬৬,৮৭৩
	২১ ও তদূর্দ্ধ	২,৮৭,৯৭,১৮২	৬০,১৮,৫১৮	৪৯,৭১,৭৯১	১০,৪৬,৭২৭
হিন্দু	২১ বৎসরের অনূর্দ্ধ	১,২২,৪৪,৬৩৬	২১,২৯,৫৪৫	১৪,৯৬,১৯৭	৬,৩৩,৩৪৮
	২১ ও তদূর্দ্ধ	১,২৮,১৪,৩৮৮	৩৬,২৭,৩৪৫	২৯,২৮,৬২০	৬,৯৮,৭২৫
মুসলমান	২১ বৎসরের অনূর্দ্ধ	১,৮০,৭৮,৯৭৯	১৬,১৪,৯১০	১২,০৫,৮৪৯	৪,০৯,০৬১
	২১ ও তদূর্দ্ধ	১,৪৯,২৬,[illegible]৫৫	২২,৭২,২৭৪	১৯,৫৬,৬৯১	৩,১৫,৫৮৩
খৃষ্টান	২১ বৎসরের অনূর্দ্ধ	৮২,৭১২	২৮,৭৯৮	১৪,৮২১	১৩,৯৭৭
	২১ ও তদূর্দ্ধ	৮৩,৭৯৭	৫২,২২৬	২৯,৬৮৫	২২,৫৪১
পার্বত্যজাতি	২১ বৎসরের অনূর্দ্ধ	১০,০৪,৯১৮	২৪,৫০৫	১৮,৯৮২	৫,৫২৩
	২১ ও তদূর্দ্ধ	৮,৮৪,৪৭১	৩৬,৬৬২	৩২,২১৪	৪,৪৪৮
অন্যান্য	২১ বৎসরের অনূর্দ্ধ	৯৮,০৯৮	১৫,৮০১	১০,৮৩৭	৪,৯৬৪
	২১ ও তদূর্দ্ধ	৮৮,০৭১	৩০,০১১	২৪,৫৮১	৫,৪৩০

সহরবাসী ও গ্রামবাসী

স্থান	আয়তন (বর্গমাইল)	সহর	গ্রাম	বসতবাড়ীর সংখ্যা সহরে	বসতবাড়ীর সংখ্যা গ্রামে	বসতবাড়ীর সংখ্যা মোট
বাংলাদেশ	৮২,৮৭৬	১৫৬	৯০,০০০	১১,১৭,৯৩৮	১,০২,৩৭,৯১৬	১,১৩,৫৫,৮৫৪
বৃটিশ অধিকৃত	৭৭,৪৪২	১৪৯	৮৪,২১৩	১১,১০,০৮৮	১,০০,৩০,৯৯২	১,১১,৪১,০৮০
দেশীয় রাজ্য	৫,৪৩৪	৭	৫,৭৮৭	৭,৮৫০	২,০৬,৯২৪	২,১৪,৭৭৪

স্থান	লোকসংখ্যা সহরে	লোকসংখ্যা গ্রামে	লোকসংখ্যা মোট	পুরুষ সহরে
বাংলাদেশ	৫৯,৮৩,২৯০	৫,৫৪,৭৭,০৮৭	৬,১৪,৬০,৩৭৭	৩৭,৯১,৫৪৫
বৃটিশ অধিকৃত	৫৯,৩৮,৭৭৬	৫,৪৩,৬৭,৭৪৯	৬,০৩,০৬,৫২৫	৩৭,৬৪,৭৭৬
দেশীয় রাজ্য	৪৪,৫১৪	১১,০৯,৩৩৮	১১,৫৩,৮৫২	২৬,৭৬৯

স্থান	পুরুষ গ্রামে	পুরুষ মোট	স্ত্রীলোক সহরে	স্ত্রীলোক গ্রামে	স্ত্রীলোক মোট
বাংলাদেশ	২,৮৫,৬৮,৮৫৬	৩,২৩,৬০,৪০১	২১,৯১,৭৪৫	২,৬৯,০৮,২৩১	২,৯০,৯৯,৯৭৬
বৃটিশ অধিকৃত	২,৭৯,৮২,৬১৯	৩,১৭,৪৭,৩৯৫	২১,৭৪,০০০	২,৬৩,৮৫,১৩০	২,৮৫,৫৯,১৩০
দেশীয় রাজ্য	৫,৮৬,২৩৭	৬,১৩,০০৬	১৭,৭৪৫	৫,২৩,১০১	৫,৪০,৮৪৬

ভারতের প্রদেশসমূহের লোকসংখ্যা

	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
			শতকরা	
বাংলা	৭৭,৪৪২	৬,০৩,০৬,৫২৫	৪১.৫	৫৪.৭
যুক্তপ্রদেশ	১,০৬,২৪৭	৫,৫০,২০,৬১৭	৮৩.৩	১৫.২
মান্দ্রাজ	১,২৬,১৬৬	৪,৯৩,৪১,৮১০	৮৬.৭	৭.৮
বিহার	৬৯,৭৪৫	৩,৬৩,৪০,১৫১	৭২ ৯	১১ ৫
পাঞ্জাব	৯৯,০৮৯	২,৮৪,১৮,৮১৯	২৬ ৬	৫৭.১
বোম্বাই	৭৬,৪৪৩	২,০৮,৪৯,৮৪০	৭৯ ৫	৯.২
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৯৮,৫৭৫	১,৬৮,১৩,৫৮৪	৭৬ ৯	৪.৬
আসাম	৫৪,৯৫১	১,০২.০৪,৭৩৩	৪১ ৩	৩৩.৭
উড়িষ্যা	৩২,১৯৮	৮৭,২৮,৫৪৪	৭৮.৩	১ ৬
সিন্ধু	৪৮,১৩৬	৪৫,৩১,০০৮	২৭.১	৭০.৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ	১৪,২৬৩	৩০,৩৮,০৬৭	৫.৯	৯১.৮
দিল্লী	৫৭৪	৯,১৭,৯৩৯	৬১.৭	৩৩ ২
বেলুচিস্থান	৫৪,৪৫৬	৫,০১,৬৩১	৮.৯	৭.৪৮
আজমীঢ় মাড়োয়াড়	২,৪০০	৫,৮৩,৬৯৩	৬৪.৪	১৫ ৭
কুর্গ	১,৫৯৩	১,৬৮,৭২৬	৭৭.৫	৮ ৯

দুইলক্ষাধিক জনাকীর্ণ ভারতের সহর সমূহ

সহর		লোকসংখ্যা	সহর		লোকসংখ্যা
কলিকাতা	—	২১,০৮,৯৮১	নাগপুর	—	৩,০১,৯৫৭
বোম্বাই	—	১৪,৮৯,৮৮৩	আগ্রা	—	২,৮৪,১৪৯
মান্দ্রাজ	—	৭,৭৭,৪৮১	বেনারস	—	২,৬৩,১০০
হায়দ্রাবাদ	—	৭,৩৯,১৫৯	এলাহাবাদ	—	২,৬০,৬৩০
লাহোর	—	৬,৭১,৬৫৯	পুণা	—	২,৫৮,১৯৭
আমেদাবাদ	—	৫,৯১,২৬৭	বাঙ্গালোর	—	২,৪৮,৩৩৪
দিল্লী	—	৫,২১,৮৪৯	মাদুরা	—	২,৩৯,১৪৪
কানপুর	—	৪,৮৭,৩২৪	ঢাকা	—	২,১৩,২১৮
অমৃতসর	—	৩,৯১,০১০	শোলাপুর	—	২,১২,৬২০
লক্ষ্ণৌ	—	৩,৮৭,১৭৭	শ্রীনগর	—	২,০৭,৭৮৭
হাওড়া	—	৩,৭৯,২৯২	ইন্দোর	—	২,০৩,৬৯৫
করাচী	—	৩,৫৯,৪৯২			

কলিকাতা (৩৩·৭ বর্গমাইল)

		লোকসংখ্যা
১৮৯১	—	৭,৪৪,২৪৯
১৯০১	—	৯,২১,৩৮০
১৯১১	—	১০,১৩,১৪৩
১৯২১	—	১০,৪৬,৩০০
১৯৩১	—	১১,৬৩,৭৭১
১৯৪১	—	২১,০৮,৮৯১

১৯৪১—

পুরুষ	—	১৪,৫২,৩৬২
স্ত্রীলোক	—	৬,৫৬,৫২৯
হিন্দু	—	১৫,৩১,৫১২
মুসলমান	—	৪,৯৭,৫৩৫
ভারতীয় খৃষ্টান		১৬,৪৩১
শিখ	—	৮,৪৫৬
জৈন	—	৬,৬৮৯
অন্যান্য	—	৪৮,২৬৮

বাংলাদেশ (৮২,৮৭৬ বর্গমাইল)

		লোকসংখ্যা			লোকসংখ্যা
১৮৯১	—	৩,৯৮,১৩,৩৩৩	১৯২১	—	৪,৭৬,০০,৬২৮
১৯০১	—	৪,২৮,৮৯,৪৫৩	১৯৩১	—	৫,১০,৭৮,৮৮৪
১৯১১	—	৪,৬৩,১৩,৬২১	১৯৪১	—	৬,১৪,৬০,৩৭৭

ভারতবর্ষ (১৫,৮১,৪১০ বর্গমাইল)

	লোকসংখ্যা		লোকসংখ্যা
১৮৯১ —	২৭,৯৪,৪৬,২৪৮	১৯২১ —	৩০,৫৬,৯৩,০৬৩
১৯০১ —	২৮,৩৮,৭২,৩৫৯	১৯৩১ —	৩৩,৮১,৯৯,১৫৪
১৯১১ —	৩০,৩০,১১,৫৯৮	১৯৪১ —	৩৮,৮৯,৯৭,৯৫৫

১৯৪১—		
	সহরের সংখ্যা —	২,৭০৩
	গ্রামের সংখ্যা —	৬,৫৫,৮৯২
	বসতবাড়ীর সংখ্যা —	৭,৬০,৩৫,৩৪৫
	সহরের লোকসংখ্যা —	৪,৯৬,৯৬,০৫৩
	গ্রামের লোকসংখ্যা —	৩৩,৯৩,০১,৯০২
	পুরুষের সংখ্যা —	২০,১০,২৫,৭২৬
	স্ত্রীলোকের সংখ্যা —	১৮,৭৯,৭২,২২৯

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

১৯২৭ সালে ভারতবর্ষে শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করিবার জন্য স্যার জন সাইমনের অধিনায়কত্বে একটা কমিশন নিযুক্ত হয়। ঐ কমিশনের সুপারিশক্রমে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হয়। সমগ্র ভারতে যুক্তরাষ্ট্রিক্ শাসনতন্ত্রের সুপারিশ করিয়া এই কমিশন রিপোর্ট দেয় এবং কমিশন ইহাও আশা করে যে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্ভব। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে বৃটিশ ভারতের ও ভারতীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ যুক্তরাষ্ট্রের মূলতত্ত্ব সরাসরি মানিয়া লন। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে প্রাদেশিক আইন সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সভ্যসংখ্যা নির্দ্ধারণ বিষয়ে বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিবর্গ একমত না থাকায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রবর্তন করেন। ভারত শাসন সংস্কার বিষয়ে কর্মপন্থা ১৯৩৩ সালের হোয়াইট পেপারে প্রকাশিত হয়। হাউস অব লর্ডস ও হাউস অব

কমন্স-এর কয়েকজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটিতে গোলটেবিল বৈঠকগুলির গৃহীত প্রস্তাবগুলি আলোচিত হয়। বহুবিধ পর্যালোচনার পর উক্ত কমিটি ১৯৩৫ সালে পার্লামেন্টে গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া বিল উত্থাপন করে এবং উহা পাশ হয়। ইহাই "১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন" রূপে পরিগণিত হয়। উক্ত আইনের মোটামুটি কতক গুলি প্রধান নির্দেশ থাকে যে—

(১) প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হইবে।
(২) ১১টি প্রদেশ লইয়া নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন গঠিত হইবে।
(৩) দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছানুযায়ী নিখিল ভারতীয় ফেডারেশনে যোগদান করিতে পারিবে।
(৪) ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশকে পৃথক করা হইবে।
(৫) সিন্ধু ও উড়িষ্যা দুইটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে।
(৬) মহামান্য বড়লাট বাহাদুর নিখিল ভারতীয় ফেডারেশনের শাসন বিষয়ক সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

ভারতসম্রাটের বিশেষ ক্ষমতাঃ—

(১) মহামান্য ভারত সম্রাট ভারতের সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক।
(২) তিনি ভারতের সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক।
(৩) সম্রাটের নিজ অধিকারে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা আছে।
(৪) সম্রাটের সম্মানসূচক পদবী প্রদানের ক্ষমতা আছে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ভারত শাসন কার্য পরিচালনা করিবেন।

ভারতীয় রাজন্যবর্গঃ—

ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁহাদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে কথঞ্চিত স্বাধীন কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসন-বহির্ভূত বিষয়ে এবং অন্য রাজ্যের সহিত বিরোধ সম্বন্ধে মহামান্য ভারত সম্রাটই সর্বময় কর্তা।

ভারত সচিবঃ—

নূতন ভারত শাসন আইনের বলে ভারত-সচিবের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে। ভারতসচিব মহামান্য সম্রাট ও পার্লামেণ্টের সহিত ভারতের শাসনকার্যের একমাত্র যোগসূত্র। বিলাতের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য হিসাবে ভারত সচিব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ভারত সচিবের পরামর্শ অনুযায়ী ভারত-শাসন কার্য সুপরিচালনা করিবেন।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরঃ—

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের হাতেই নিখিল ভারতীয় ফেডারেশনের শাসন কার্যের সমস্ত ভার ন্যস্ত থাকিবে। ধর্ম সংরক্ষণ, বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহাকেই দায়ী থাকিতে হইবে। শাসনকার্যে সংরক্ষিত বিষয় সমূহে স্বেচ্ছানুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং সংরক্ষিত বিষয় সমূহের শাসনকার্যে অনধিক তিনজন মন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারিবেন। প্রয়োজন বোধে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর নিজে আইন প্রনয়ণ করিতে পারিবেন এবং আইন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত আইনের ন্যায় কার্যকরী হইবে। প্রয়োজন হইলে তিনি পরামর্শের বিরুদ্ধেও শাসন কার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন। তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ আহ্বান করিবেন বটে কিন্তু তাঁহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য নহেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রীসভার অবসান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন রদ করিবার ক্ষমতা বড়লাট বাহাদুরের থাকিবে।

মন্ত্রী পরিষদ ঃ—

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য দশজনের অনধিক সদস্য লইয়া একটি মন্ত্রী-পরিষদ গঠিত হইবে। বড়লাট বাহাদুরই এই মন্ত্রীমণ্ডলী মনোনয়ন করিবেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্যকাল বড়লাট বাহাদুরের ইচ্ছানুসারে হইবে।

কাউন্সিল অব্ ষ্টেট ঃ—সদস্য সংখ্যা মোট ২৬০ জন; ইহার মধ্যে ১৫০ জন সদস্য বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক মনোনীত

হইবেন। ১৫০ জন সদস্য ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং অবশিষ্ট ৬ জন সদস্য বড়লাট বাহাদুর মনোনয়ন করিবেন। সদস্যদের কার্যকাল ৯ বৎসর পর্যন্ত থাকিবে কিন্তু প্রতি তৃতীয় বৎসরে উপরোক্ত মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের কার্যকালের অবসান ঘটিবে।

ফেডারেল য়্যাসেম্ব্লী ঃ—

মোট সদস্য সংখ্যা ৩৭৫ জন। ইহার মধ্যে ২৫০ জন বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং ১২৫ জন দেশীয় রাজ্যগুলি কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

সমর বাহিনী, মুদ্রানীতি, বহির্ভারতীয় সমস্যা, আমদানী রপ্তানি, শুল্ক, ডাক বিভাগ, বন্দর, মিউনিসিপালিটি, তৈল ও কয়লার খনি, ব্যাঙ্কিং ও ইন্স্যুরেন্স প্রভৃতি ১৯ রকম বিষয়ের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার আছে।

হাই-কমিশনার ঃ—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবসা সংক্রান্ত সাহায্য করিবার জন্য বিলাতে একজন ভারতের হাই-কমিশনার থাকিবেন এবং বড়লাট বাহাদুরই তাঁহাকে মনোনয়ন করিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগ ঃ—

একজন প্রধান বিচারপতি ও ছয়জনের অনধিক বিচারপতি লইয়া একটী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্র, প্রদেশ ও রাজন্যবর্গের মধ্যে আইনগত মীমাংসার ভার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপর থাকিবে। বৃটিশ ভারত অথবা দেশীয় রাজ্যের হাইকোর্টের (যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে) অনুমোদনে এই নূতন অনুশ্লিষ্ট বিষয়েরও আপীল এখানে চলিবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রেলপথ ঃ—যুক্তরাষ্ট্রীয়-রেলপথ-পরিচালকমণ্ডলী সমস্ত ভারতের রেলপথ নিয়ন্ত্রণ করিবেন। এই পরিচালকমণ্ডলীর ত্রিসপ্তাংশ সভ্য বড়লাট বাহাদুরের স্বেচ্ছানুসারে মনোনীত হইবেন এবং অবশিষ্ট সভ্য বড়লাট বাহাদুর মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া

নিয়োগ করিবেন। এই পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি বড়লাট বাহাদুর নিয়োগ করিবেন। রেলওয়ে চিফ্ কমিশনার সমস্ত কার্য নির্বাহের কর্মকর্তা হইয়া থাকিবেন।

প্রাদেশিক মন্ত্রী মণ্ডলীঃ—গভর্ণরের কার্যে সাহায্য করার জন্য এবং তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রীমণ্ডলী থাকিবে। যে সব বিষয়ে গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা আছে এবং যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য করেন, সে সকল বিষয় ব্যতীত প্রায় সমস্ত বিভাগের ভারই মন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত আছে। গভর্ণর ইচ্ছানুযায়ী যে কোন আইন-সভার সদস্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিতে পারিবেন। প্রাদেশিক আইন-সভাগুলি বিচার, জেল, প্রাদেশিক সরকারের ঋণ, ভূমি-রাজস্ব, আবগারী, কৃষিকর, শিল্প, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ৫৪টি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

"যে ভারতভূমিতে থেকে নিঃস্বেরাও মনে করতে পারবে এ তাদেরি স্বদেশ— যাকে গড়ে তোলার কাজে তাদেরও প্রভাব কম নয়,—যে ভারতবর্ষে জাতি বর্ণ হিসেবে কেউ ছোট কেউ বড় থাকবে না,—যে ভারতবর্ষে সব সম্প্রদায় পূর্ণ মিলনে আবদ্ধ হয়ে বাস করবে—সেই ভারতের জন্যই আমি কাজ করে যাব।

এইরূপ ভারতে মাদক বা অস্পৃশ্যতা-অভিশাপের কোনও স্থান থাকতে পারে না। এখানে স্ত্রীজাতি পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে। এ-ই আমার স্বপ্নলোকের ভারতবর্ষ"।

—মহাত্মা গান্ধী

প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ

প্রদেশ	মোট আসন	সাধারণ আসন: মোট	সাধারণ আসন: তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়	অনুন্নত সম্প্রদায়	শিখ	মুসলমান	অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	ইউরোপীয়	ভারতীয় খৃষ্টান	শিল্প-বাণিজ্য	জমিদার	বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রমিক	মহিলা
বাংলা	২৫০	৭৮	৩০	—	—	১১৭	৩	১১	২	১৯	৫	২	৮	৫
যুক্তপ্রদেশ	২২৮	১৪০	২০	—	—	৬৪	১	২	২	৩	৬	১	৩	৬
মাদ্রাজ	২১৫	১৪৬	৩০	১	—	২৮	২	৩	৮	৬	৬	১	৬	৮
বোম্বাই	১৭৫	১১৪	১৫	১	—	২৯	২	৩	৩	৭	২	১	৭	৬
পাঞ্জাব	১৭৫	৪২	৮	—	৩১	৮৪	১	১	২	১	৫	১	৩	৪
বিহার	১৫২	৮৬	১৫	৭	—	৩৯	১	২	১	৪	৪	১	৩	৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১১২	৮৪	২০	১	—	১৪	১	১	—	২	৩	১	২	৩
আসাম	১০৮	৪৭	৭	৯	—	৩৪	—	১	১	১১	—	—	৪	১
উড়িষ্যা	৬০	৪৪	৬	৫	—	৪	—	—	১	১	২	—	১	২
সিন্ধু	৬০	১৮	—	—	—	৩৩	—	২	—	২	২	—	১	২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫০	৯	—	—	৩	৩৬	—	—	—	—	২	—	—	—

ফেডারেল্ য়্যাসেম্‌ব্লী (কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ)

বৃটিশ ভারতের সদস্যদের তালিকা

প্রদেশ	মোট আসন	সাধারণ আসন: মোট	সাধারণ আসন: তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট	শিখ	মুসলমান	য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান	ইউরোপীয়ান	ভারতীয় খৃষ্টান	শিল্প ও বাণিজ্য	জমিদার	শ্রমিক	মহিলা
বাংলা	৩৭	১০	৩	...	১৭	১	১	১	৩	১	২	১
বোম্বাই	৩০	১৩	২	...	৬	১	১	১	৩	১	২	২
মান্দ্রাজ	৩৭	১৯	৪	...	৮	১	১	২	২	১	১	২
যুক্ত-প্রদেশ	৩৭	১৯	৮	...	১২	১	১	১	...	১	১	১
পাঞ্জাব	৩০	৬	১	৬	১৪	...	১	১	...	১	...	১
বিহার	৩০	১৬	২	...	৯	...	১	১	...	১	১	১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৫	৯	২	...	৩	...	...	...	...	১	...	১
আসাম	১০	৪	১	...	৩	...	১	১	...	১	১	১

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ	৫	১	...	...	৪	...	...	...	...	...	...	...
উড়িষ্যা	৫	৪	১	...	...	...	...	...	...	...	...	...
সিন্ধু	৫	১	...	...	৩	...	১	...	...	...	...	...
বৃটিশ বেলুচিস্থান	১	...	...	...	১	...	...	...	...	...	...	...
দিল্লী	২	১	...	...	১	...	...	...	...	...	...	...
আজমীর-মাড়োয়াড়	১	১	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
কুর্গ	১	১	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
অ-প্রাদেশিক আসন	৪	...	...	...	...	...	...	...	৩	...	১	...
মোট	২৫০	১০৫	১৯	৬	৮২	৪	৮	৮	১১	৭	১০	৯

—ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হইলেও আমরা যদি সংস্কৃতির দিকটা উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের সঙ্কীর্ণতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। যখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করিব তখন এই সংস্কৃতিই আমাদের গৌরবকে সমধিক বৃদ্ধি করিবে।

—**ইউসুফ মেহেরালি**

কাউন্সিল অব্ ষ্টেট্

বৃটিশ ভারতের সদস্যগণের তালিকা

প্রদেশ বা সম্প্রদায়	মোট আসন	সাধারণ আসন	তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের আসন	শিখ সম্প্রদায়ের আসন	মুসলমানদের আসন	মহিলা
বাংলা	২০	৮	১	—	১০	১
বোম্বাই	২৬	১০	১	—	৪	১
মাদ্রাজ	২০	১৪	১	—	৪	১
যুক্তপ্রদেশ	২০	১১	১	—	৭	১
পাঞ্জাব	১৬	৩	—	৪	৮	১
বিহার	১৬	১৯	১	—	৪	১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৮	৬	১	—	১	—
আসাম	৫	৩	—	—	২	—

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ	৫	১	—	—	৪	—
উড়িষ্যা	৫	৪	—	—	১	—
সিন্ধু	৫	২	—	—	৩	—
বৃটিশ বেলুচিস্থান	১	—	—	—	১	—
দিল্লী	১	১	—	—	—	—
আজমীঢ়-মাড়োয়াড়	১	১	—	—	—	—
কুর্গ	১	১	—	—	—	—
য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্	১	—	—	—	—	—
ইউরোপীয়	৭	—	—	—	—	—
ভারতীয় খৃষ্টান	২	—	—	—	—	—
মোট	১৫০	৭৫	৬	৪	৪৯	৬

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা

প্রদেশ	মোট আসন	সাধারণ আসন	মুসলমান	ইউরোপীয়	ভারতীয় খৃষ্টান	ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত	গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত
বাংলা	অন্যূন ৬৩ অনূর্দ্ধ ৬৫	১০	১৭	৩	—	২৭	অন্যূন ৬ অনূর্দ্ধ ৮
যুক্তপ্রদেশ	অন্যূন ৫৮ অনূর্দ্ধ ৬০	৩৪	১৭	১	—	—	„ ৬ „ ৮
মাদ্রাজ	অন্যূন ৫৪ অনূর্দ্ধ ৫৬	৩৫	৭	১	৩	—	„ ৮ „ ১০
বোম্বাই	অন্যূন ২৯ অনূর্দ্ধ ৩০	২০	৫	১	—	—	„ ৩ „ ৪
বিহার	অন্যূন ২৯ অনূর্দ্ধ ৩০	৯	৪	১	—	১২	„ ৩ „ ৪
আসাম	অন্যূন ২১ অনূর্দ্ধ ২২	১০	৬	২	—	—	„ ৩ „ ৪

ওজন ও মাপ

ভারতীয় বাজার ওজন

৪ সিকি	=	১ তোলা
৫ সিকি	=	১ কাঁচ্চা
৪ কাঁচ্চা বা ৫ তোলা	=	১ ছটাক
৪ ছটাক	=	১ পোয়া
৪ পোয়া	=	১ সের
১৬ ছটাক	=	১ সের
৪০ সের	=	১ মণ

দৈর্ঘ্যের মাপ

১২ ইঞ্চি	=	১ ফুট
১৮ ইঞ্চি	=	১ হাত
২ হাত	=	১ গজ
৩ ফুট	=	১ গজ
১৭৬০ গজ	=	১ মাইল

কাপড়ের মাপ

৩ যব	=	১ অঙ্গুলী
৩ অঙ্গুলী	=	১ গিরা
৮ গিরা	=	১ হাত
২ হাত	=	১ গজ
২$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি	=	১ গিরা

সূক্ষ্ম ওজন

৪ ধান	=	১ রতি
৮ রতি	=	১ মাসা
১২ মাসা	=	১ তোলা

জমির মাপ

৫ বর্গগজ	=	১ ছটাক
১৬ ছটাক	=	১ কাঠা
২০ কাঠা	=	১ বিঘা
৩ বিঘা-৮ছটাক	=	১ একর
১৯৩৬ বিঘা	=	১ বর্গ-মাইল

সময়ের মাপ

৬০ অনুপল	=	১ বিপল
৬০ বিপল	=	১ পল
৬০ পল	=	১ দণ্ড
৭$\frac{১}{২}$ দণ্ড	=	১ প্রহর
৮ প্রহর	=	১ দিন
৭ দিন	=	১ সপ্তাহ
৩৬৫ দিন	=	১ বৎসর
৩৬৬ দিন	=	১ অধি-বৎসর (লিপ্‌ইয়ার)
৬০ সেকেণ্ড	=	১ মিনিট
৬০ মিনিট	=	১ ঘণ্টা
২৪ ঘণ্টা	=	১ দিন

ভারতীয় অর্থ

৪ কড়া = ১ গণ্ডা

৫ গণ্ডা = ১ বুড়ি বা পয়সা

৪ বুড়ি বা ২০ গণ্ডা = ১ পণ বা আনা

৪ পণ = ১ চোক বা সিকি

৪ চোক = ১ কাহন বা টাকা

১ কড়ি = ৩ ক্রান্তি = ৪ কাক = ৫ তাল = ৭ দ্বীপ = ৯ দন্তি = ২৭ যব = ৪৮০ তিল

ইংরাজী ওজন

১৬ ড্রাম = ১ আউন্স

১৬ আউন্স = ১ পাউণ্ড

২৮ পাউণ্ড = ১ কোয়ার্টার

৪ কোয়ার্টার = ১ হন্দর

২০ হন্দর = ১ টন

১৪ পাউণ্ড = ১ ষ্টোন

১ টন = ২৭·৩ মণ

৮২ পাউণ্ড = ১ মণ

তরল পদার্থের মাপ (ইংরাজী)

৪ গিল = ১ পাঁইট

৪ পাঁইট = ১ কোয়ার্ট

৪ কোয়ার্ট = ১ গ্যালন

৩৬ গ্যালন = ১ ব্যারেল

১ গ্যালন জলের ওজন ১০ পাউণ্ড

"যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি, তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরখায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম, দীর্ঘতম প্রভৃতি

বৃহত্তম নগর	—	লণ্ডন।
বৃহত্তম অট্টালিকা	—	মিশরের পিরামিড।
বৃহত্তম মহাদেশ	—	এশিয়া।
বৃহত্তম পর্বত	—	হিমালয়।
সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ	—	এভারেষ্ট।
বৃহত্তম নদী	—	আমাজান (দক্ষিণ আমেরিকা)।
দীর্ঘতম নদী	—	মিসিসিপি মিসৌরী।
বৃহত্তম মিউজিয়ম	—	বৃটিশ মিউজিয়ম, লণ্ডন।
সর্বোচ্চ গীর্জা	—	আম ক্যাথিড্রাল (জার্মানি)।
বৃহত্তম ঘণ্টা	—	মস্কোর ঘণ্টা।
বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ	—	ষষ্ঠ জর্জ, ব্রিটেন।
বৃহত্তম প্রাসাদ	—	ভ্যাটীকান, রোম।
সর্বোচ্চ অট্টালিকা	—	সোভিয়েট প্যালেস।
দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম	—	শোনপুর ষ্টেশন, বিহার।
বৃহত্তম রেলওয়ে ষ্টেশন	—	গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাল। (নিউ-ইয়র্ক)
বৃহত্তম হ্রদ	—	সুপিরিয়র হ্রদ।
বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি	—	মনা লোয়া (হাওয়াই)।
বৃহত্তম জাহাজ	—	কুইন এলিজাবেথ।
বৃহত্তম ও গভীরতম মহাসাগর		প্রশান্ত মহাসাগর।
বৃহত্তম অন্তরীপ	—	ভারতবর্ষ।
বৃহত্তম সেতু	—	স্যান ফ্রানসিস্‌কো'র ওক্‌ল্যাণ্ড সেতু।
বৃহত্তম গীর্জা	—	সেণ্ট পিটার গীর্জা, রোম।
বৃহত্তম দেশ	—	ব্রেজিল।
বৃহত্তম দ্বীপ	—	গ্রীন্‌ল্যাণ্ড।

দীর্ঘতম প্রাচীর	—	চীনের প্রাচীর।
বৃহত্তম মরুভূমি	—	সাহারা।
বৃহত্তম গ্রন্থাগার	—	ন্যাশনাল লাইব্রেরী, রাশিয়া।
বৃহত্তম নৌ বাহিনী	—	গ্রেট ব্রিটেন।
বৃহত্তম গ্রহ	—	বৃহস্পতি।
দীর্ঘতম খাল	—	ষ্টালিন ক্যানাল।
বৃহত্তম রেলপথ	—	ট্রান্স-সাইবেরিয়ান্ রেলপথ।
সর্বোচ্চ মূর্তি	—	স্বাধীনতার মূর্তি, নিউইয়র্ক।
বৃহত্তম বাঁধ	—	সুক্কুর বাঁধ।
বৃহত্তম হীরক	—	কুলিনান।
বৃহত্তম মুক্তা	—	ব্রেসফোর্ড হোম।
বৃহত্তম মসজিদ	—	জুম্মা মসজিদ, দিল্লী।
সর্বাপেক্ষা বেশী বৃষ্টিপাত	—	চেরাপুঞ্জি, আসাম।
বৃহত্তম আর্চ-ওয়ে সেতু	—	সিড্‌নি হার্‌বার সেতু, অষ্ট্রেলিয়া।
বৃহত্তম জলাধার	—	টালার ট্যাঙ্ক, কলিকাতা।
বৃহত্তম জলপ্রপাত	—	ভেনিজুয়েলা (দক্ষিণ আমেরিকা)
বৃহত্তম সুড়ঙ্গ পথ	—	বেন নেভিস।

ভারতের বৃহত্তম, দীর্ঘতম প্রভৃতি

বৃহত্তম নগর	—	কলিকাতা।
বৃহত্তম প্রদেশ	—	মান্দ্রাজ।
সর্বোচ্চ ধ্বজা	—	কুতুবমিনার।
দীর্ঘতম সেতু	—	সোন-ব্রীজ্।
সর্বাপেক্ষা ঘন বসতি	—	বাংলা-প্রদেশ।
বৃহত্তম দেশীয়রাজ্য	—	কাশ্মীর।
সর্বাপেক্ষা গরম স্থান	—	জেকোবাবাদ।

দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম	—	শোনপুর।
দীর্ঘতম রাজপথ	—	গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্।
সর্বোচ্চ জলপ্রপাত	—	গারসোপ্পা জলপ্রপাত, মহীশূর।
বৃহত্তম নদী	—	সিন্ধু।
সর্ব্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ	—	এভারেষ্ট।
বৃহতম হ্রদ	—	উলার হ্রদ, কাশ্মীর।
বৃহত্তম গম্বুজ	—	গোলগম্বুজ, বিজাপুর।
বৃহত্তম তোরন	—	বুলন্দ দরজা, ফতেপুরসিক্রি।
বৃহত্তম গিরিগুহা	—	ইলোরা।
সর্বাধিক বৃষ্টিপাত	—	চেরাপুঞ্জি, আসাম।

ভারতের সুদীর্ঘ সেতু সমুহ

শোন ব্রীজ	—	১০,০৫২	ফিট
গোদাবরী "	—	৯,০৯৬	"
মহানদী "	—	৬,৯০২	"
হার্ডিঞ্জ "	—	৫,৩৮০	"
উইলিংডন "	—	২,৬১০	"
গোড়াই "	—	১,৭৪৪	"
হাওড়া "	—	১,৫০০	"

নূতন হাওড়া ব্রীজ

৬ বৎসর ৩ মাসে উহা নির্মিত হইয়াছে। ট্রাম চলাচল আরম্ভ হয় ১লা ফেব্রুরারী ১৯৪৩। যাত্রী ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল আরম্ভ হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩। লৌহ লাগিয়াছে—২৬ হাজার টন। মোট ব্যয়—৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

দৈর্ঘ—১,৫০০ ফিট : উচ্চতা—২,১৫০ ফিট।

ভারতের বড়লাটগণের নাম

১৮০৭ — লর্ড মিণ্টো (প্রথম)
১৮১৩ — ,, হেষ্টিংস
১৮২৩ — জন এ্যাডাম
১৮২৩ — লর্ড আমহার্ষ্ট
১৮২৮ — ডব্লিউ বি বেলি
১৮২৮ — লর্ড বেণ্টিঙ্ক্
১৮৩৩ — ,, বেণ্টিঙ্ক্
১৮৩৫ — স্যার চার্লস্ মেটকাফ
১৮৩৬ — লর্ড অক্ল্যাণ্ড
১৮৪২ — ,, এলেনবরা
১৮৪৪ — স্যার হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ
১৮৪৮ — লর্ড ডালহৌসী
১৮৫৬ — ,, ক্যানিং
১৮৫৮ — ,, ক্যানিং
১৮৬২ — ,, এল্গিন
১৮৬৩ — স্যার রবার্ট নেপিয়ার
১৮৬৩ — ,, উইলিয়ম ডেনিসন্
১৮৬৪ — ,, জন লরেন্স
১৮৬৯ — লর্ড মেয়ো
১৮৭২ — জন স্ট্র্যাচি
১৮৭২ — লর্ড নেপিয়ার
১৮৭২ — ,, নর্থব্রুক
১৮৭৬ — ,, লিটন
১৮৮০ — ,, রিপন
১৮৮৪ — ,, ডাফ্রিন
১৮৮৮ — ,, ল্যান্সডাউন
১৮৯৪ — ,, এল্‌গিন
১৮৯৯ — ,, কার্জন
১৯০৪ — ,, এ্যাম্প্থিল্
১৯০৪ — ,, কার্জন
১৯০৫ — ,, মিণ্টো (দ্বিতীয়)
১৯১০ — ,, হার্ডিঞ্জ
১৯১৬ — ,, চেম্সফোর্ড
১৯২১ — ,, রিডিং
১৯২৫ — ,, লিটন
১৯২৬ — ,, আরউইন
১৯২৯ — ,, গোসেম্
১৯৩১ — ,, উইলিংডন্
১৯৩৪ — স্যার জন ষ্ট্যান্লি
১৯৩৬ — লর্ড লিনলিথগো
১৯৪৩ — ,, ওয়াভেল

যে সকল সরকারী চাকুরীতে মাসিক বেতন ৫০০৲ বা তাহার অধিক, তাহাতে বাংলায় ভারতীয়দের সংখ্যা ২,৮৭৬; ইউরোপীয় ২৬৬।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রদিগের নাম

১৯২৪	—	চিত্তরঞ্জন দাস
১৯২৫—২৭	—	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
১৯২৮	—	বি, কে, বসু
১৯২৯—৩০	—	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
১৯৩০	—	সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩১—৩২	—	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
১৯৩৩	—	সন্তোষ কুমার বসু
১৯৩৪	—	নলিনীরঞ্জন সরকার
১৯৩৫	—	এ, কে, ফজলুল হক্
১৯৩৬	—	স্যার হরি শঙ্কর পাল
১৯৩৭	—	সনৎ কুমার রায় চৌধুরী
১৯৩৮	—	এ, কে, এম, জ্যাকেরিয়া
১৯৩৯	—	নিশীথচন্দ্র সেন
১৯৪০	—	আবদুর রহমান সিদ্দিকী
১৯৪১	—	হেমচন্দ্র নস্কর
১৯৪২	—	ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
১৯৪৩	—	সৈয়দ বদরুদ্দুজা
১৯৪৪	—	আনন্দীলাল পোদ্দার
১৯৪৫	—	দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

"বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। ... ... "

—রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয়দের মধ্যে বাঙ্গালীই প্রথম—

হাইকোর্টের বিচারপতি	রমাপ্রসাদ রায়
,, প্রধান বিচারপতি	স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র
,, আই-সি-এস্ (অস্থায়ী) বিচারপতি	বিহারীলাল গুপ্ত
এরোপ্লেনে উঠেন প্রথম রমণী	রাণী মৃণালিণী
হাইকোর্টের আই-সি-এস (স্থায়ী) বিচারপতি	স্যার বসন্ত কুমার মল্লিক
"নাইট" উপাধি পান	স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর
ডিভিসনাল কমিশনার	রমেশ চন্দ্র দত্ত
সার্জেন জেনারল (অস্থায়ী)	কর্ণেল মন্মথনাথ চৌধুরী আই, এম, এস
মুন্সেফ্ হইতে হাইকোর্টের বিচারপতি	স্যার প্রমদারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
পোষ্ট য়্যাণ্ড টেলিগ্রাফ্সের য়্যাসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টার জেনারল	রায় রাধিকা মোহন লাহিড়ী বাহাদুর
য়্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারল	মন্মথনাথ ভট্টাচার্য
য়্যাড্ভোকেট জেনারেল	স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য	স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত
স্বরাজ্য নীতির প্রবর্তক	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট	স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
ইংরাজী কবিতায় যশস্বিনী মহিলা	তরু দত্ত
পদার্থ বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করেন	আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু
বিলাতে লর্ড সভার সদস্য	লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করেন	মধুসূদন গুপ্ত
ভারতের বাহিরে নাট্য কলায় কৃতিত্ব দেখান	নিরঞ্জন পাল ও সীতা দেবী

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মহিলা সদস্য	স্বর্ণ কুমারী দেবী
মিলিটারী ফাইনান্সিয়াল য্যাডভাইসার	স্যার ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র
ডেপুটি কমিশনার অব পুলিস	রায় পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর
ভারতের বাহিরে হিন্দুধর্ম প্রচারক	স্বামী বিবেকানন্দ
ভারতে ইংরাজী শিক্ষার সমর্থক	রাজা রামমোহন রায়
স্যানিটারী কমিশনার	কর্ণেল কে. পি, গুপ্ত
ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করেন	নৃপেন্দ্র নাথ সরকার
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর	স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
কিংস্ কাউন্সেল	স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
সসম্মানে আই-সি-এস্ পদত্যাগ করেন	সুভাষ চন্দ্র বসু
ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্য চিত্রকলায় কৃতিত্ব লাভ করেন—	শশিকান্ত হেষ
ভারতের বাহিরে সৈনিক বিভাগে কৃতিত্ব লাভ করেন—	কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস
ভারতের বাহিরে প্রাচ্য গীতবাদ্যে সুখ্যাতি অর্জন করেন—প্রথম মহিলা	সত্যবালা দেবী
প্রাচ্য চিত্রকলার প্রবর্তক	অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর
গভর্ণর	লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
নোবেল পুরস্কার পান	রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি	উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বেলুনে উঠেন	রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যারিষ্টারী পাশ করেন	জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর
আই, সি, এস্ পরীক্ষায় প্রথম হন	স্যার অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য	স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার	আনন্দ মোহন বসু
আই, সি, এস্ পরীক্ষায় পাশ করেন	সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর
বিলাত যাত্রী	রাজা রামমোহন রায়
গ্র্যাজুয়েট	বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু
কর্পোরেশনের মেয়র	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
ইঞ্জিনিয়ার	নীলমণি মিত্র
বিলাতে ভারতের হাইকমিশনার	স্যার অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বৃটিশ সাম্রাজ্য বন্দুকছোড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম হন	দেবেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী
ভারত সরকারের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল	উপেন্দ্র লাল মজুমদার
রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য	স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত
ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল	স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন	আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
কেম্ব্রিজের স্মিথ্ প্রাইজ পান	ভূপতি মোহন সেন
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস্-সি	আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী	সরোজিনী নাইডু
পোষ্ট য়্যাণ্ড টেলিগ্রাফসের ডিরেক্টর জেনারেল	জ্ঞানেন্দ্র প্রসন্ন রায়
বিলাতের কেবিনেটের সদস্য	লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার	রাজেশ্বর মিত্র
চীফ্ সেক্রেটারী	স্যার অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে 'নাইট' উপাধি পান	স্যার বসন্ত কুমার মল্লিক আই, সি, এস্
ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের কর্ণেল	কে, জি, গুপ্ত
তিব্বত ভ্রমণকারী	রাজা রামমোহন রায়

বিভিন্ন দেশের পার্লামেণ্টের নাম

ইংলণ্ড — পার্লামেণ্ট
জার্মানি — রাইখষ্ট্যাগ
আমেরিকার
যুক্তরাজ্য — কংগ্রেস
ফ্রান্স — চেম্বার
ইটালী — সেনেট
রাশিয়া — ডুমা
আইরিশ
স্বাধীনরাজ্য — ডেল আয়ারেন
তুরস্ক — গ্রাণ্ড
ন্যাশনাল য়্যাসেম্ব্লি
আইস্‌ল্যাণ্ড — অলথিং
পারস্য — মজলিস

ভারতবর্ষ — লেজিস্‌লেটিভ
য়্যাসেম্ব্লি
জাপান — ডায়েট
নরওয়ে — ষ্টরটিং
স্পেন — কোর্টেজ
সুইট্‌জারল্যাণ্ড—ফেডারেল
য়্যাসেম্ব্লি
পোল্যাণ্ড — সেজ্‌ম
যুগো-শ্লাভিয়া—স্কুং.্চিনা
ডেন্‌মার্ক—রীগস্‌-ড্যাগ
মিশর—বার্লামান
হল্যাণ্ড—ষ্টেট্‌স জেনারেল
অষ্ট্রিয়া—রাইখ্‌স র্যাখ

বৃটিশ পার্লামেণ্টের ভারতীয় সদস্যগণ

স্যার মান্‌চুরজী ভৌনাগ্রী
সাপ্রুজি সাক্‌লাতওয়ালা
দাদাভাই নৌরজী
লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
লর্ড অরুণ চন্দ্র সিংহ

রয়েল সোসাইটির ভারতীয় সদস্যগণ

আর্দেশির কুর্‌শেঠ্‌জি।
রামানুজম্‌।
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।
ডক্টর মেঘনাদ সাহা।
স্যার সি, ভি, রমণ।
ডক্টর বীরবল সাহানী।
,, কে, এস, কৃষ্ণাণ।
,, এইচ, জে, ভাবা।
স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর।
সুব্রাহ্মণিয়া চন্দ্রশেখর।
ডক্টর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

বৃটিশ য়্যাকাডেমীর ভারতীয় সদস্য

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

পৃথিবীর মৌলিক পদার্থগুলির নাম

১। হাইড্রোজেন

২। হিলিয়াম

৩। লিথিয়াম

৪। বেরিলিয়াম

৫। বোরন

৬। কার্বন

৭। নাইট্রোজেন

৮। অক্সিজেন

৯। ফ্লোরিন

১০। নিয়ন

১১। সোডিয়াম

১২। ম্যাগনেসিয়াম

১৩। এলুমিনিয়াম

১৪। সিলিকন

১৫। ফস্ফরাস

১৬। সালফার

১৭। ক্লোরিন

১৮। আরগন

১৯। পটাশিয়াম

২০। ক্যালসিয়াম

২১। স্ক্যানডিয়াম

২২। টাইটেনিয়াম

২৩। ভ্যালেডিয়াম

২৪। ক্রোমিয়াম

২৫। ম্যাঙ্গানিজ

২৬। আয়রণ

২৭। কোবাল্ট

২৮। নিকেল

২৯। কপার

৩০। জিঙ্ক্

৩১। গ্যালিয়াম

৩২। জারমেনিয়াম

৩৩। আরসেনিক

৩৪। সেলেনিয়াম

৩৫। ব্রোমিন

৩৬। ক্রিপ্টন

৩৭। রুবিডিয়াম

৩৮। স্ট্রন্সিয়াম

৩৯। ইট্রিয়াম

৪০। জেরিকোনিয়াম

৪১। কলাম্বিয়াম

৪২। মলিব্ডেনাম

৪৩। ম্যাসুরিয়াম

৪৪। রুদেনিয়াম

৪৫। রোডিয়াম

৪৬। সিল্ভার

৪৭। ক্যাড্মিয়াম

৪৮। ইণ্ডিয়াম

৪৯। টিন

৫০। য়্যান্টিমণি

৫১। টেলুরিয়াম

৫২। আইওডিন

৫৩। জেনন্

৫৪। কেসিয়াম

৫৫। বেরিয়াম

৫৬। ল্যান্থানাম

৫৭। সিরিয়াম

৫৮। প্রাসিওডিমিয়াম

৫৯। নিওডিমিয়াম

৬০। প্যালেডিয়াম

৬১। ইলিনিয়াম

৬২। স্যামেরিয়ান

৬৩। ইডরোপিয়াম

৬৪। গ্যাডোলিনিয়াম

৬৫। টারবিয়াম

৬৬। ডিস্প্রোসিয়াম

৬৭। হোলমিয়াম

৬৮। আরবিয়াম

৬৯। থুলিয়াম

৭০। ইটারবিয়াম

৭১। লুটেসিয়াম

৭২। হাফনিয়ান

৭৩। টান্টালাস

৭৪। টাংষ্টেন

৭৫। রেনিয়ান

৭৬। অসমিয়াম ৮১। থ্যালিয়াম ৮৬। রেডিয়াম
৭৭। ইরিডিয়াম ৮২। লেড্ ৮৭। য়্যাকটিনিয়াম
৭৮। প্লাটিনাম ৮৩। বিসমাথ্ ৮৮। থেরিয়াম
৭৯। গোল্ড ৮৪। পোলোনিয়াম ৮৯। প্রোটোয়্যাকটিনিয়াম
৮০। মার্কারি ৮৫। নিটন্ বা রেডন্ ৯০। ইউরেনিয়াম

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	**আবিষ্কারক।**
ষ্টেথিস্কোপ	লেনেক (ফ্রান্স)।
ডিনামাইট	নোবেল (সুইডেন)।
সেলাইয়ের কল	থিমনিয়ার (ফ্রান্স)।
ষ্টীম্এঞ্জিন	ওয়াট (ইংলণ্ড)।
বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ	মোর্স (আমেরিকা)।
টেলিফোন	বেল (আমেরিকা)।
রিভলভার	কোল্ট (আমেরিকা)।
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	গ্যালিলিও (ইটালী)।
সাইকেল	ম্যাক্মিলম (স্কটল্যাণ্ড)।
ফাউণ্টেন পেন	ওয়াটারম্যান্ (আমেরিকা)।
টাইপ্ রাইটার	সোল্স।
জেপেলিন	কাউণ্ট জেপেলিন (জার্মানি)
এরোপ্লেন	রাইট্ ভ্রাতৃদ্বয় (আমেরিকা)।
ফনোগ্রাফ্	এডিসন (আমেরিকা)।
বেতার	মার্কনি (ইটালী)।
সেফটি রেজর	জিলেট (আমেরিকা)।
রঞ্জন রশ্মি যন্ত্র	রঞ্জন (জার্মানি)।

রেল এঞ্জিন	ষ্টিভেন্‌সন (ইংলণ্ড)।
বায়ুচাপমান যন্ত্র	টরিসেলি (ইটালী)।
বেলুন	মন্‌গল্‌ফিয়ার (ফ্রান্স)।
মাইক্রোফোন	এমিল বার্লিনার (আমেরিকা)।
দিয়াশালাই	সোরিয়া (ফ্রান্স)।
রেডিয়ম	ম্যাডাম কুরী (ফ্রান্স)।
টেলিভিসন	বেয়ার্ড (ইংলণ্ড)।
লিনোটাইপ্‌	মার্জেন থেলার (আমেরিকা)।
থার্মোমিটার	ফারেনহিট্‌ (ফ্রান্স)।
মেসিনগান	গ্যাটেলিন ও লুই।
সামরিক ট্যাঙ্ক	সুইন্টন (ইংলণ্ড)।
মোটরগাড়ী	বেঞ্জ।
ফটো-ফিল্‌ম	ইষ্টম্যান (আমেরিকা)।
চলচ্চিত্র যন্ত্র	এডিসন (আমেরিকা)।
তারযোগে ছবি-প্রেরণ	করন্‌ (জার্মানি)।
পেনিসিলিন	ফ্লেমিং (ইংলণ্ড)।
আনবিক বোমা	হ্যান্‌ ও মিটনার (জার্মানি)।

"আজ আমরা এমন এক সমাজে বাস করিতেছি যেখানে মানুষে মানুষে প্রকাণ্ড ব্যবধান—একদিকে অর্থসম্পদের প্রাচুর্য আর একদিকে দারিদ্রের হাহাকার। কিছু লোক কোনও কাজ না করিয়া বিলাসব্যসনের মধ্যে জীবনযাপন করিতেছে; আর বাকী সকলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। ইহা কখনই ঠিক ব্যবস্থা হইতে পারে না।"

—জওহরলাল

নোবেল পুরস্কার

সুইডেনের বিখ্যাত রাসায়নিক য়্যাল্‌ফ্রেড্‌ বার্ণহার্ড নোবেলের প্রদত্ত ১৭ লক্ষ পাউণ্ডের সুদ হইতে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। জাতি ধর্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পাঁচটি বিষয়ে সুধী ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি বিষয়ে ৮,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হয়। বিষয়গুলি—রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান অথবা চিকিৎসা-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তি প্রচেষ্টা। ১৯০১ সাল হইতে পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয়। এ পর্যন্ত মাত্র দুইজন ভারতীয় এই পুরস্কার লাভের সম্মান অর্জন করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজী "গীতাঞ্জলী" পুস্তকের জন্য সাহিত্যে এবং ১৯৩০ সালে স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কাটা রমণ পদার্থ বিজ্ঞানে এই পুরস্কার লাভ করেন।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম ১৯৩৫ হইতে

১৯৩৫—

রসায়ন	—	অধ্যাপক জলিয়ট্‌ ও মিসেস জলিয়ট (ফ্রান্স)
পদার্থ বিজ্ঞান	—	জেম্‌স চ্যাড্‌উইক (ইংলণ্ড)
শারীরবিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান		ডাঃ এইচ্‌ স্পেম্যান্‌ (জার্মানি)
সাহিত্য	—	
শান্তি প্রচেষ্টা	—	কার্ল ভন ওসিটস্‌গি (জার্মানি)

১৯৩৬—

রসায়ন	—	অধ্যাপক ডে বাই (জার্মানি)
পদার্থ বিজ্ঞান	—	„ ভি, হেস (জার্মানি) ও সি, এণ্ডারসন্‌ (আমেরিকা)
শারীর বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান		স্যার এইচ্‌ এইচ্‌ ডেল

সাহিত্য — ই, ও'নিল (আমেরিকা)

শান্তি প্রচেষ্টা — সি, এস, ল্যামাস্ (আর্জেন্টিনা)

১৯৩৭—

রসায়ন — অধ্যাপক ডব্লিউ, এন্ হাওয়ার্থ (ইংলণ্ড) ও
„ পল কেরার (সুইট্জারল্যাণ্ড)

পদার্থ বিজ্ঞান — সি, জে, ডেভিডসন (আমেরিকা) ও
জি, পি, টম্সন (ইংলণ্ড)

শারীর বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান — অধ্যাপক এ, ভি, জেন্জিয়গি (হাঙ্গেরী)

সাহিত্য — রজার মার্টিন ডুগার্ড (ফ্রান্স)

শান্তি প্রচেষ্টা — ভাইকাউন্ট সিসিল (ইংলণ্ড)

১৯৩৮—

রসায়ন — অধ্যাপক আর খান * (জার্মানি)

পদার্থ বিজ্ঞান — ই, ফার্মি (ইটালী)

শারীর বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান — অধ্যাপক সি, হেম্যান্স (বেলজিয়াম)

সাহিত্য — পার্ল বাক্ (আমেরিকা)

শান্তি প্রচেষ্টা — দি নান্সেন অফিস (জেনেভা)

১৯৩৯

রসায়ন — অধ্যাপক বুটেনান্ড (জার্মানি) *
ও অধ্যাপক রুজিকা (সুইট্জারল্যাণ্ড)

পদার্থ বিজ্ঞান — অধ্যাপক ই, ও, লরেন্স (আমেরিকা)

শারীর বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান — অধ্যাপক জি, ডোম্যাগ (জার্মানি)

সাহিত্য — এমিল সিলান পা (ফিন্ল্যাণ্ড)

শান্তিপ্রচেষ্টা

---

* পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।

১৯৪৪—

রসায়ন	—	অধ্যাপক জি, হেভেসী (হাঙ্গারী)
পদার্থ বিজ্ঞান	—	,, অটো স্টার্ণ (আমেরিকা)
শারীর বিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞান	—	অধ্যাপক হেনরিক দাম (ডেনমার্ক) ,, এড্‌ওয়ার্ড ডয়সি (আমেরিকা)
সাহিত্য	—	
শান্তি প্রচেষ্টা	—	

১৯৪৪ —

রসায়ন—	—	
পদার্থ বিজ্ঞান—		অধ্যাপক ইসিডর ব্যাবি (আমেরিকা)
শারীর বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান		অধ্যাপক জোসেফ্‌ এরল্যাঞ্জার (আমেরিকা) ,, হার্বার্ট গ্যাসার (”)
সাহিত্য	—	ডাঃ জে, ভি, জেনসেন (ডেনমার্ক)
শান্তি প্রচেষ্টা	—	আন্তর্জাতিক রেড্‌ ক্রস কমিটি (জেনেভা)

১৯৪৫—

রসায়ন		অধ্যাপক অটো হ্যান্‌ (জার্মানী) ও ” এ, উইত'ানেন (ফিনল্যাণ্ড)
পদার্থ বিজ্ঞান	—	অধ্যাপক ডব্লিউ পার্ক্‌লি (অস্ট্রিয়া)
শারীর বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান	—	স্যার এ, ফ্লেমিং (ইংলণ্ড) ” এইচ, ফ্লোরী (”) ডাঃ ই, বি, চেন (”)
সাহিত্য	—	সেনোরিতা এল, জি, একায়াগা (চিলি, আমেরিকা)
শান্তি প্রচেষ্টা		কর্ডেল হাল (আমেরিকা)

জানেন কি ?—

বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন যে পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ পক্ষে ৩০০ কোটি বছর।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ মিলিত হইয়া যাহাতে নানারূপ বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়। ১৯১৪ সালে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় উপরোক্ত এসিয়াটিক সোসাইটি-ভবনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। বিজ্ঞানের মাত্র ছয়টি বিভিন্ন শাখার আলোচনা এই অধিবেশনের অন্তর্গত ছিল কিন্তু বর্দ্ধিত হইয়া এখন ১২টি শাখা ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। বাৎসরিক অধিবেশনের স্থান ভারতের প্রসিদ্ধ সহরগুলিতে চক্রাকারে নির্নীত হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তি উপলক্ষ্যে ১৯৩৮ সালে বৃটিশ এসো-সিয়েসন ফর্ দি কালটিভেশন অব্ সায়েন্স ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মিলিত অধিবেশন কলিকাতায় স্যার জেম্স জীন্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় একত্রে মিলিত হইবার সুযোগ পান।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতিদের তালিকা

বৎসর	অধিবেশনের স্থান		সভাপতি
১৯১৪	কলিকাতা	—	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯১৫	মান্দ্রাজ	—	মেজর-জেনারেল ডব্লিউ, এম, বার্নি ব্যান্যারম্যান
১৯১৬	লক্ষ্ণৌ	—	স্যার সিড্নি বারার্ড
১৯১৭	বাঙ্গালোর	—	স্যার য়্যালফ্রেড গীব্স বোর্ণ
১৯১৮	লাহোর	—	ডক্টর গীলবার্ট টী ওয়াকার
১৯১৯	বোম্বাই	—	লেঃ-কর্ণেল স্যার লিওনার্ড রজার্স

১৯২০	নাগপুর	—	স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
১৯২১	কলিকাতা	—	স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
১৯২২	মান্দ্রাজ	—	সি, এস, মিডল মিস
১৯২৩	লক্ষ্ণৌ	—	স্যার এম, বিশ্বেশ্বরাজ্য
১৯২৪	বাঙ্গালোর	—	ডক্টর আনান্ডেল
১৯২৫	বেনারস	—	ডক্টর এম, ও, ফার্ষ্টার
১৯২৬	বোম্বাই	—	এলবার্ট হাওয়ার্ড
১৯২৭	লাহোর	—	স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু
১৯২৮	কলিকাতা	—	ডক্টর জে, এল, সিমন্সেন
১৯২৯	মান্দ্রাজ	—	স্যার সি, ভি, রমণ
১৯৩০	এলাহাবাদ	—	কর্ণেল এস, আর, ক্রিষ্টোফার
১৯৩১	নাগপুর	—	লেঃ-কর্ণেল আর বি সেমুরসিউয়েল
১৯৩২	বাঙ্গালোর	—	রায় বাহাদুর লালা শিবরাম কাশ্যপ
১৯৩৩	পাটনা	—	ডক্টর লুই, এল, ফারমোর
১৯৩৪	বোম্বাই	—	ডক্টর মেঘনাদ সাহা
১৯৩৫	কলিকাতা	—	ডক্টর জে, এইচ, হাটন
১৯৩৬	ইন্দোর	—	স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
১৯৩৭	হায়দ্রাবাদ	—	স্যার টি, এস, ভেন্কাট রমণ
১৯৩৮	কলিকাতা	—	স্যার জেম্স জীন্স
১৯৩৯	লাহোর	—	স্যার জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ
১৯৪০	মান্দ্রাজ	—	ডক্টর বীরবল সাহনী
১৯৪১	বেনারস	—	স্যার আর্দেশির দালাল
১৯৪২	বরোদা	—	স্যার ডি, এন, ওয়াদিয়া
১৯৪৩	কলিকাতা	—	স্যার ডি, এন, ওয়াদিয়া
১৯৪৪	দিল্লী	—	অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু
১৯৪৫	নাগপুর	—	স্যার শান্তিস্বরূপভাটনগর
১৯৪৬	বাঙ্গালোর	—	ডাঃ আফজল হোসেন

কাউন্সিল অব্ সাইন্টিফিক য়্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ

(বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-সম্বন্ধীয় গবেষণা পরিষদ)

ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিজ্ঞান ও শিল্পের ব্যপকভাবে গবেষণা এবং গবেষণাকেন্দ্র গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য এই পরিষদ গঠিত হয়। বর্তমানে ভারতে ৫টি গবেষণাগার স্থাপিত হইবে। ইতিমধ্যেই কলিকাতায় কাঁচ ও ঐ জাতীয় দ্রব্যাদির গবেষণার জন্য একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং এই বৎসর হইতেই এইস্থানে গবেষণার কার্য আরম্ভ হইবে। অপর ৪টি গবেষণাগারের মধ্যে পুণাতে রাসায়নিক গবেষণাগার, দিল্লীতে পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণাগার জামসেদপুরে ধাতু-বিজ্ঞান-গবেষণাগার এবং ধানবাদে জ্বালানি-দ্রব্য-বিষয়ে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। ইহা ব্যতীত রাস্তা সম্বন্ধে গবেষণার নিমিত্ত একটি গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনাও পরিষদের আছে।

বিভিন্ন গবেষণা সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং উহাদের পরিচালকগণ কর্তৃক গবেষণাকার্য পরিচালিত হইবে। যাহাতে সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য প্রত্যেক সমিতি নিজ নিজ গবেষণার বিষয়ে সকল কার্যই তত্ত্বাবধান করিবে। বর্তমানে কাঁচ, রঞ্জন-দ্রব্য, ঔষধ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার নিমিত্ত ২০টি গবেষণা সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলি দুইশতাধিক সমস্যা লইয়া পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছে এবং ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন শিল্পের বহুবিধ উন্নতি সাধন হইয়াছে। ১৯৪৪ ৪৫ সালে এই পরিষদের জন্য ১৩,১২,১৫৮ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। পরিষদের সর্বাধ্যক্ষ—ডাঃ স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, এফ, আর, এস।

বাংলাদেশে প্রায় ১,১০০ গ্রন্থাগার আছে।

বৃটিশ মন্ত্রীসভা

১। রাইট্ অনারেবল ক্লিমেণ্ট রিচার্ড এটলি, এম, পি —প্রধানমন্ত্রী ফার্ষ্ট লর্ড অব্ দি ট্রেজারি এবং মিনিষ্টার অব্ ডিফেন্স।

২। ,, ,, এইচ ,এস, মরিসন, এম, পি — লর্ড প্রেসিডেণ্ট ও হাউস অব কমন্সের নেতা।

৩। ,, ,, আর্ণেষ্ট বেভিন ,এম, পি — সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর্ ফরেন য়্যাফেয়ার্স।

৪। ,, ,, আর্থার গ্রীণউড্, এম, পি — লর্ড প্রিভিসিল

৫। ,, ,, ই, এইচ, জে, এন, ডাল্টন, এম, পি —চান্সেলার অব্ দি এক্সচেকার।

৬। ,, ,, স্যার আর, ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স, এম, পি — প্রেসিডেণ্ট অব্ দি বোর্ড অব ট্রেড।

৭। ,, ,, লর্ড জোইট — লর্ড চান্সেলর।

৮। ,, ,, এ, ভি, আলেক্সাণ্ডার, এম, পি — ফার্ষ্ট্ লর্ড অব্ দি এড্মিরাল্টি।

৯। ,, ,, জে, সি, ইড্, এম, পি — সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর্ হোম ডিপার্টমেণ্ট।

১০। ,, ,, ভাইকাউণ্ট এডিসন — সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ফর্ ডোমিনিয়ন য়্যাফেয়ার্স এবং হাউস অব্ লর্ডসের নেতা।

১১। ,, অনারেব্ল লর্ড পেথিক লরেন্স — সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ফর্ ইণ্ডিয়া য়্যাণ্ড বার্মা।

১২। ,, ,, জি, এইচ্ হল্, এম, পি — সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ ফর্ দি কলোনিজ্।

১৩। ,, ,, জে, জে, লসন, এম, পি — সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ ফর্ ওয়ার।

১৪। ,, ,, ভাইকাউণ্ট ষ্ট্যান্সগেট — সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর্ এয়ার।

১৫। রাইট অনারেব্‌ল জোসেফ্ ওয়েষ্ট্ উড্, এম, পি — সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ফর্ স্কটল্যাণ্ড

১৬। „ „ জি, এ, আইজাক্, এম, পি — মিনিষ্টার অব লেবার য়্যাণ্ড ন্যাশনাল সার্ভিস

১৭। „ „ ই, সিনওয়েল, এম, পি — মিনিষ্টার অব্ ফিউয়েল য়্যাণ্ড পাওয়ার।

১৮। „ „ ই, সি, উইল্‌ফিন্‌সন, এম, পি — মিনিষ্টার অব্ এডুকেশন।

১৯। „ „ এ, বেভিন, এম, পি — মিনিষ্টার অব্ হেল্‌থ।

২০। „ „ টমাস উইলিয়াম্‌স, এম, পি — মিনিষ্টার অব্ এগ্রিকাল্‌চার য়্যাণ্ড ফিসারিজ্।

[প্রধান মন্ত্রী বাৎসরিক ১০ হাজার পাউণ্ড, লর্ড চান্সেলর ১০ হাজার পাউণ্ড, এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণ প্রত্যেকে বাৎসরিক ৫ হাজার পাউণ্ড বেতন পান।]

"ইণ্ডিয়া অফিস", লণ্ডন

ভারত সচিব — মাননীয় লর্ড পেথিক লরেন্স (বাৎসরিক ৫ হাজার পাউণ্ড)

পার্মানেণ্ট আণ্ডার-সেক্রেটারী অব ষ্টেট — স্যার ডি, টি, মন্‌টিথ্ (বাৎসরিক ৩ হাজার পাউণ্ড)

পার্লামেণ্টারী „ „ „ — আর্থার হেণ্ডারসন্, এম, পি (বাৎসরিক ১,৫০০ পাউণ্ড)

ডেপুটি „ „ „ — স্যার সি, এইচ, কিচ (বাৎসরিক ২,২০০ পাউণ্ড)

য়্যাসিস্টাণ্ট „ „ „ — টি, জে, প্যাট্রিক ; জি, এইচ বক্সটার (বাৎসরিক ১,৭০০ পাউণ্ড)

ভারত সচিবের উপদেষ্টাগণ

স্যার জি, ওয়াইল্‌স ; স্যার অতুল চ্যাটার্জি, স্যার জন্‌ হুব্যাক ; স্যার ফেড্রিক্‌ সেয়াস ; স্যার এইচ, এ, ক্র ; স্যার আর, এ, ম্যাক্সওয়েল, স্যার কে, এস, ফিজ ; স্যার টরিক আমির আলি ; (প্রত্যেকে বাৎসরিক ১,৩৫০ পাউণ্ড।)

ভারতীয় হাই কমিশনার — স্যার স্যামুয়েল রঙ্গনাথম্‌
,, **ডেপুটি হাই কমিশনার** — এম, কে, ভেল্লোডী
ভারতের জন্য বাণিজ্য কমিশনার — স্যার ডি, বি, মিক্‌
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় হাই-কমিশনার—স্যার গিরিজা শঙ্কর বাজপাই
,, ,, ,, **বাণিজ্য কমিশনার**—এস, কে, কৃপালিনী
ভারতে আমেরিকান কন্সাল-জেনার্‌ল — স্যামুয়েল জে, ফ্লেচার

স-পরিষদ বড়লাট বাহাদুর

বড়লাট—মহামান্য ফিল্ড মার্শাল দি রাইট অনারেব্‌ল ভাইকাউণ্ট ওয়াভেল অব্‌ সিরেনিকা য়্যাণ্ড উইনচেষ্টার, পি, এম, সি ; ইউ, জি, সি, বি, ; জি, সি, এস, আই ; জি, সি, আই, ই ; সি, এম, জি ; এম, সি ; (মাসিক ২০,৯০০৲)

জঙ্গীলাট—মহামান্য জেনার্‌ল স্যার সি, অকিনলেক্‌, জি, সি, আই, ই ; জি, সি, বি ; সি, এস, আই ; ডি, এস, ও ; ও, বি, ই ; এ, ডি, সি ; (মাসিক ৮,৩৩৩৲)

সহকারী জঙ্গীলাট—জেনার্‌ল স্যার য়্যালেন ফ্লেমিং হার্টলি

পরিষদ মণ্ডলী

(জঙ্গীলাট ব্যতীত প্রত্যেকে মাসিক ৫,৫০০৲)

মহামান্য জঙ্গীলাট বাহাদুর (যুদ্ধ); মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর স্যার এ, রামস্বামী মুদলিয়র (শিল্প ও সরবরাহ); মাননীয় স্যার এড্ওয়ার্ড বেন্থল (যুদ্ধ-যান-বাহন); মাননীয় স্যার মহম্মদ ওসমান (ডাক ও বিমান); মাননীয় ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর (শ্রমিক); মাননীয় স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব (খাদ্য); মাননীয় স্যার যোগেন্দ্র সিং (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি); মাননীয় স্যার মহম্মদ আজিজুল হক্ (বাণিজ্য); মাননীন ডাঃ এন, বি, খারে (বহির্ভারতীয়); মাননীয় স্যার অশোক রায় (আইন); মাননীয় স্যার আর্চিবল্ড রাওল্যাণ্ডস্ (অর্থ); মাননীয় স্যার জন থর্ণ (স্বরাষ্ট্র); মাননীয় স্যার আকবর হায়দারী (সংবাদ ও বেতার);

ফেডার‍্ল কোর্টের বিচারপতিগণ

প্রধান বিচারপতি — মাননীয় স্যার প্যাট্রিক স্পেন্স্
(মাসিক ৭০০০৲)

অন্যান্য বিচারপতিগণ — ,, ,, শ্রীনিবাস বরদাচারিয়ার
,, ,, মহম্মদ জাফরুল্লা খান্
(মাসিক ৫,৫৫০৲)

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ

প্রধান বিচারপতি - মাননীয় স্যার হ্যারল্ড ডার্বিসায়ার
(মাসিক ৬০০০৲)

অন্যান্য বিচারপতিগণ (মাসিক ৪০০০৲)

মাননীয় স্যার এস, নাসীম আলী
,, ,, এ, জি, আর, হেণ্ডারসন
,, ,, রূপেন্দ্র কুমার মিত্র
,, মিঃ নুরুল আজিম্ খোন্দকার

মাননীয় মিঃ অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ
,, ,, টি, জে, ওয়াই, রক্সবার্গ
,, ,, এ, এস, এম, আক্রাম
,, ,, এ, এল, ব্লাঙ্ক

মাননীয় মিঃ এন্, জি, এ, এজলি মাননীয় মিঃ সুধীরঞ্জন দাশ
,, ডাঃ বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় ,, ,, ডব্লিউ, এম, শার্প
,, মিঃ চারু চন্দ্র বিশ্বাস ,, ,, ই, সি, আরমগু
,, ,, আর, এফ্, লজ ,, ,, টি, এইচ্, এলিস
;; ,, এফ্ ডব্লিউ, জেণ্ট্‌ল ,, ,, ফণিভূষণ চক্রবর্তী
মাননীয় মিঃ জে, এ, ক্লাউ

শিক্ষা

বাংলাদেশের শিক্ষায়তনগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় (স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য।)

(১) নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে ১৯৪৪-৪৫ সালে এই সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৯,৫৪৮ এবং তাহাদের ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২৭,৮৭,৪৬৬। এই বিদ্যালয়গুলির জন্য মোট ১,৪১,৮৮,০৮৮ টাকা ব্যয় করা হয়। ১৯৪১ সালের আদম সুমারী অনুসারে বাংলা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ১৫জন মাত্র। যাহারা কোনও রকমে লিখিতে ও পড়িতে পারে, তাহাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। কাজেই শিক্ষাই আমাদের জাতীয়-জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং দেশে শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও অবশ্য-গ্রহণীয় করা একান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্র-নাথের 'মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম-বিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে'। বাংলাদেশে প্রথম চট্টগ্রাম মিউনিসি-পালিটিতে ১৯২৮ সাল হইতে বালকদের এবং ১৯৪১ সাল হইতে বালিকাদের জন্য আবশ্য গ্রহণীয় প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশন দ্বারা চালিত বালক ও বালিকাদের জন্য অনেকগুলি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে কলিকাতায় ৫৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল তন্মধ্যে ২২৩টি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত।

(২) দেশের শিক্ষিত লোকের সংখ্যার অনুপাতে উচ্চ-ইংরাজী ও মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় ও তাহাদের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা খুব কম নয়। ১৯৪৪-৪৫ সালে বাংলাদেশে উচ্চ-ইংরাজী, মধ্য-ইংরাজী ও মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়গুলির সংখা ছিল ৪,১৮১ ও তাহাদের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭,৩১,৩৬১। ঐ বৎসরে এই বিদ্যালয়গুলির জন্য মোট ২,৪৯,৯৯,৮৬৯ টাকা ব্যয় করা হয়।

বাংলাদেশে সাধারণ কলেজের মোট সংখ্যা ১৯৪৪-৪৫ সালে ছিল ৭৮টি। ঐ সকল কলেজে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৬, ৫৩১ এবং বৎসরে মোট ৫৩, ৬৬, ৪২২ টাকা খরচ হয়।

(৩) বাংলাদেশে স্নাতকোত্তর বা পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে দেওয়া হয়।

(ক) কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়—১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী স্থাপিত হয়। প্রথমে ইহা মাত্র পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল কিন্তু বর্তমানে ইহা একটি বিরাট শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে সংস্কৃত,আরবী, পারশী, ইংরাজী, ফরাসী, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহ, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, চারুকলা, গণিত, ফলিত গণিত, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা,ফলিত পদার্থ বিদ্যা, আইন, মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৪৫-৪৬) স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১,৮১৭

১৯১৪ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ও স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের আনুকুল্যে সায়েন্স কলেজের (বিজ্ঞানকলেজ) প্রতিষ্ঠা হয়।

ভাইস চান্সেলর—প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ; বি, এল; বার-য়্যাট-ল;

রেজিষ্ট্রার—যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম, এ ; বি, এল

(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১ সালের জুলাই মাসে। এখানে বর্তমানে ইংরাজী, বাংলা, পারশি, উর্দু, সংস্কৃত, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, কৃষি-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রবেশিকা আই-এ ও আই, এস-সি পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন না। এগুলি বোর্ড অব্ ইন্টারমিডিয়েট য়্যাণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশনের অধীনে।

ভাইস চান্সেলর :— খান বাহাদুর ডক্টর এম, হাসান, এম, এ; ডি ফিল্ (অক্সন) এম, আর, এস্, এল (লণ্ডন) : ব্যার-য়্যাট-ল।

রেজিষ্ট্রার :—এন, সি, পাল, এম, এ; বি, এল।

(গ) বিশ্বভারতী—১৯২২ সালে বিশ্বকবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে দেশবাসীর হস্তে সমর্পন করেন এবং সেই বিদ্যালয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ইহা সমস্ত জাতি ও সমাজের কাছে আজ একটি আদর্শ বিশ্ব-বিদ্যালয়রূপে সুপরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট এখনও ইহাকে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়রূপে পরিগণনা করেন না ও এখানকার উপাধি অনুমোদন করেন না। এখানকার বিভিন্ন বিভাগ —বিদ্যা-ভবন (গবেষণা বিভাগ) চীনাভবন (চীন-ভারত সংস্কৃতির গবেষণা ও শিক্ষা বিভাগ), শিক্ষাভবন (কলেজ), পাঠ-ভবন (স্কুল), কলা-ভবন, সঙ্গীত-ভবন (সঙ্গীত ও নৃত্য বিভাগ), শিল্প বিভাগ ও পল্লীসংগঠন বিভাগ (শ্রীনিকেতন)। এখানে অধ্যয়ন করিয়া এখানকার নিজস্ব উপাধি পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে স্বতন্ত্র বিভাগ আছে।

আচার্য—ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই।

কর্মসচিব—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এস্-সি (ইলিয়নিস)

বাংলাদেশে ভারতীয়দের জন্য প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা (১৯৪৪-৪৫)

বিদ্যালয়	বালকদের জন্য					বালিকাদের জন্য				
	সরকারী	জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী	সাহায্য-প্রাপ্ত	অন্যান্য	মোট	সরকারী	জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী	সাহায্য-প্রাপ্ত	অন্যান্য	মোট
প্রাথমিক										
কলিকাতা	—	১৪০	২৪৪	৩৮	৪২২	—	৮৩	৭১	৯	১৬৩
প্রেসিডেন্সি বিভাগ (কলিকাতা ব্যতীত)	২৭	৩২৩৯	২৮৮৭	৪৩২	৬৫৮৫	২০	২২	১০৬৬	১৪৮	১২৫৬
বর্দ্ধমান বিভাগ	১৫	৪৪১	৫৫৪১	৫৭২	৬৫৬৯	—	৩১	১০৯৪	১৯৭	১৩২২
ঢাকা ,,	১৩	৬৯৮৫	৮৩৬	২৬৯	৮১০৩	—	১৫	১১২৩	৩৩১	১৪৬৯
চট্টগ্রাম ,,	১	৩২০৯	১১৯৫	৮২	৪৪৮৭	—	১৭	৮৪৮	১৬১	১০২৬
রাজসাহী ,,	১২	৪৫৮৯	২৫৯২	২০৬	৭৩৯৯	—	১৪	৬৭৯	৫৪	৭৪৭
মোট	৬৮	১৮৬০৩	১৩২৯৫	১৫৯৯	৩৩৫৬৫	২০	১৮২	৪৮৮১	৯০০	৫৯৮৩
মধ্য বিদ্যালয়										
কলিকাতা	৩	—	৬	—	৯	—	—	১০	—	১০
প্রেসিডেন্সি বিভাগ (কলিকাতা ব্যতীত)	—	১	৪০৯	৭০	৪৮০	—	১	৫৬	২	৫৯

বর্দ্ধমান বিভাগ	—	১১	৩৯৯	৫২	৪৬২	—	২	৫২	৩	৫৭
ঢাকা ,,	—	—	৪৩৯	৮৯	৫২৮	১	—	৫৬	১	৫৮
চট্টগ্রাম ,,	১	২	২৬৬	৪৭	৩১৬	১	—	২৬	১২	৩৬
রাজসাহী ,,	—	১২	৪০৯	৩৭	৪৫৮	—	—	৩১	২	৩৩
মোট	৪	২৬	১৯২৮	২৯৫	২২৫৩	২	৩	২৩১	২০	২৫৬
উচ্চ বিদ্যালয়										
কলিকাতা	৫	—	৪২	৫০	৯৭	২	—	৩২	—	৩৪
প্রেসিডেন্সি বিভাগ (কলিকাতা ব্যতীত)	৭	—	১৫৭	১৫১	৩১৫	—	—	১১	—	১১
বর্দ্ধমান বিভাগ	৬	—	১৭২	১৩৮	৩১৬	—	—	৪		১৪
ঢাকা ,,	১০	—	২৭০	১৬৯	৪৪৯	৩	—	১৯	৪	২৬
চট্টগ্রাম ,,	৫	—	১২২	৭৮	২০৫	১	—	২	১	৪
রাজসাহী ,,	৮	১	১৩২	৪৭	১৮৮	—	—	১৩	—	১৩
মোট	৪১	১	৮৯৫	৬৩৩	১৫০৮	৬	—	৯১	৫	১০২

বাংলাদেশে শিক্ষাবাবদ ব্যয় (১৯৪৪-৪৫)

	মোট খরচ (টাকা)	শতকরা খরচের হার: সরকারী তহবিল	স্থানীয় তহবিল	বেতনাদি তহবিল	অন্যান্য তহবিল	ছাত্র প্রতি খরচের হার (টাকা)
পরিচালনা ও পরিদর্শন	১৬,৭৭,৭৬৯	৯৫.৯	৪.১	—	—	
বিশ্ববিদ্যালয়	৩৬,৯৩,৩৮৮	৩২.২	—	৪৭.৩	২১.৫	
ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড	৬২,৮৯৩	২.৪	—	৯৭.৬	—	
বিবিধ	৮৭,১৪,৪৬০	৩৮.৪	৭.৬	২৬.২	২৭.৮	
মোট	১,৪১,৪৮,৫১০	৪৩.৫	৫.১	২৮.৯	২২.৫	
ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান						
সাধারণ কলেজ	৪৯,১৮,৭১১	৩৪.৪	০.১	৫৬.৩	৯.২	১৫৫.১
বৃত্তিমূলক কলেজ	১৭,৬৫,৮৫৯	৬৬.৮	—	৩১.২	২.০	২৪৪.৩
উচ্চ বিদ্যালয়	১,৭২,৫৪,৭৩৬	২০.০	০.৩	৬৭.১	১২.৬	৩৮.৮
মধ্য বিদ্যালয়	৪৪,০০,৫০১	২২.৮	১৩.৫	৪৬.১	১৭.৬	১৯.০
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৪১,৮৮,০৮৮	৫০.৯	৩৬.৬	৭.৮	৪.৭	৫.৬
বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৬৪,৮৬,৫২০	৪৯.৩	৭.২	১৯.০	২৪.৫	৩৬.৩
মোট	৪,৯০,১৪,৪১৫	৩৬.২	১২.৯	৩৯.৩	১১.৬	১৪.৪

ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠান

সাধারণ কলেজ	৪,৪৭,৭১১	৬৪·৭	—	২৭·৮	৭·৫	১৯৭·৪
উচ্চ বিদ্যালয়	২৪,৭০,১৬৩	৩৮·৭	২·২	৩৯·৮	১৯·৩	৬৯·০
মধ্য বিদ্যালয়	৮,৭৪,৪৬৯	৪৪·৩	৬·৮	২২·৩	২৬·৬	২৮·৬
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮,৪১,৪০৭	৩৭·৮	৪১·২	৫·৬	১৫·৪	৬·৫
বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৪,৬৭,৮৬৯	৪৯·২	৭·০	৯·৮	৩৪·০	৫৬·৭
মোট	৬১,০১,৬১৯	৪১·৯	১৪·৯	২৩·৮	১৯·৪	১৭·১
সর্বসমেত ব্যয়	৬,৯২,৬৪,৫৪৪	৩৮·১	১১·৪	৩৬·০	১৪·৫	১৮·৪

"ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেছে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। এক সময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের আপিসবিহারী ও ব্যবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল তখন তারা বিলিতি বাবুগিরির চলন শুরু করে দিল। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েছে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার গৌরবই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে অগৌরব। এরই ইতরতা যাতে মজ্জার মধ্যে প্রবেশ না করে, সে জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।"

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (১৯৪৪-৪৫)

	সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা
সাধারণ কলেজ	৭৮	৩৬,৫৩১
বৃত্তিমূলক কলেজ	২১	৭,২৭৫
টোল	১,০৬০	১৬,৭৬৯
মাদ্রাসা	১,১২৫	১,০৫,০৯৯
উচ্চ বিদ্যালয়	১,৬৭২	৪,৬৯,৭৫৬
মধ্য বিদ্যালয়	২,৫০৯	২,৬১,৬০৫
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৯,৫৪৮	২৭,৮৭,৪৬৬

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা

কলিকাতা—পি-এইচ, ডি—৪ ; ডি, এস-সি—৪ ; এম, এস—১ ; অন্যান্য গ্রাজুয়েট--৪,৫৫৭ ;

ঢাকা—পি-এইচ, ডি--১ ; ডি, এস-সি--১ ; অন্যান্য গ্রাজুয়েট—৪০৩।

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী (১৯৪৪-৪৫)

বাংলাদেশে মোট ১,১৩,৪৬০ জন শিক্ষক এবং ৫,৮৩৭জন শিক্ষয়িত্রী আছেন। ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৪৩,৯৮৮ এবং শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ১,৮৭২ ; তন্মধ্যে ১,৯৮৭ জন শিক্ষক ও ২৭৮ জন শিক্ষয়িত্রী গ্রাজুয়েট ; ৭,৫০৮ জন শিক্ষক ও ৮২১ জন শিক্ষয়িত্রী ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইনাল পাশ ; ৩৩,৫০০ জন শিক্ষক ও ৭৪২ জন শিক্ষয়িত্রী মধ্য বিদ্যালয়ের পাশ ; ৯৯২ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন শিক্ষাযিত্রী প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ ; ১ জন শিক্ষক অল্প শিক্ষিত।

কোনরূপ 'ট্রেনিং' পান নাই, এরূপ শিক্ষক শিক্ষযিত্রীদেব মধ্যে ৬,৯৫২ জন্ শিক্ষক ও ৩৪৬ জন শিক্ষয়িত্রী গ্রাজুয়েট এবং ৬২,৫২০ জন শিক্ষক ও ৩,৬১৯ জন শিক্ষয়িত্রী গ্রাজুয়েট্ নহেন।

বাংলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা (১৯৪৪-৪৫)

		প্রাথমিক	মধ্য	উচ্চ
ছাত্র-সংখ্যা				
সরকারী	—	২,৯২৬	৩০২	১৩,১৭৩
জেলাবোর্ড	—	১৫,৫৪,০১২	২,৪২৫	—
মিউনিসিপালিটি	—	৪৫,২৩২	৭৪৭	৫৭১
সাহায্য প্রাপ্ত	—	৮,২৬,৬৪০	২,০৪,১৯৭	২,৫৮,৪১১
অন্যান্য	—	৭৯,৮৫৭	২৩,৫০৬	১,৬৬,৪৬৬
মোট	—	২৫,০৮,৬৬৭	২,৩১,১৭৭	৪,৩৮,৬২১
ছাত্রী-সংখ্যা				
সরকারী	—	৮৬১	৩০৮	১,৩৫৩
জেলাবোর্ড	—	২,০০৫	—	—
মিউনিসিপালিটি	—	১৭,৪৮৮	৬৮৬	—
সাহায্যপ্রাপ্ত	—	২,২৬,২৭৮	২৮,৩৫৩	২৮,৭৫৬
অন্যান্য	—	৩২,১৬৭	১,০৮১	১,০২৬
মোট	—	২,৭৮,৭৯৯	৩০,৪২৮	৩১,১৩৫
মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	—	২৭,৮৭,৪৬৬	২,৬১,৬০৫	৪,৬৯,৭৫৬

বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদ

সংস্কৃতে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, পুরাণ, প্রভৃতি বিষয়ে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা গ্রহণের প্রধান প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে বাংলাদেশে টোলের সংখ্যা ১,১১৬, তন্মধ্যে ১৮৮ টি সরকারী সাহায্য পায়। গত বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা :— আদ্য— ২,২৫৪ ; মধ্য— ৭৮২ ; উপাধি ২৭৫ ।

> "শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ

ভারতের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ ও বর্তমান ভাইসচ্যান্সেলারগণের নাম

বিশ্ববিদ্যালযের নাম	স্থাপিত	ভাইস-চ্যান্সেলরের নাম	গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা
কলিকাতা	১৮৫৭	প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায	১,৮৪,৫৫৫
বোম্বাই	১৮৫৭	স্যার বি, জে ওযাদিযা	৮৬,০০০
মাদ্রাজ	১৮৫৭	দেওযান বাহাদুর স্যার এ, লক্ষ্মণস্বামী	১,২৯,৭৫০
পাঞ্জাব	১৮৮২	ডাঃ স্যার কে, বি, মহম্মদ আবদার রহমান	১,১৮,৮৮৪
এলাহাবাদ	১৮৮৭	ডাঃ অমরনাথ ঝা	১,১৩,৯৭৫
হিন্দু (কাশী)	১৯১৫	ডাঃ স্যার এস, রাধাকৃষ্ণণ	১,৫৯,৯২৯
মহীশূর	১৯১৬	টি, এস, মুদলীযর	৪৬,১১৭
থ্যাকার্সে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (বোম্বাই)	১৯১৬	ডি, বি, এইচ, এল, কাজি	—
ওসমানিযা (হায়দ্রাবাদ)	১৯১৮	এস, এম, আজাম	—
ঢাকা	১৯২০	ডাঃ এম, হাসান	১,১৪,২৮৮
মুসলীম(আলীগড)	১৯২০	ডাঃ স্যার জিযাউদ্দিন আমেদ	—
লক্ষ্ণৌ	১৯২০	রাজা বীরেশ্বর দযাল শেঠ	৮৩,২২৬
বিশ্বভারতী (বোলপুর)	১৯২১	ডাঃ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর (আচার্য)	১,০৯,৩০০
দিল্লী	১৯২২	ডাঃ স্যার মরিস গযার	৩৯,০০০
নাগপুর	১৯২৩	ডব্লিউ, আর, পুরাণিক	—
অন্ধ্র (ওযালটেয়র)	১৯২৬	স্যার সি, আর, রেড্ডি	৪১,৪২২
আগ্রা	১৯২৭	ডাঃ জে, সি, চ্যাটার্জি	১৪,৮৭০
পাটনা	১৯২৭	সি, পি, এন, সিংহ	৩৩,৮০৭
আন্নামালাই	১৯২৯	এম, রত্নস্বামী	—
ত্রিবাঙ্কুর	১৯৩৮	স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার	২২,৯১৭
উৎকল (কটক)	১৯৪৩	ডাঃ পি, পারিজা	১,০০০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলরগণের নাম

(১৮৯০ সাল হইতে)

১৮৯০	—	স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮৯৩	—	জোন্স কোয়েল পিগট্।
১৮৯৩	—	স্যার আলফ্রেড ক্রফ্ট।
১৮৯৭	—	ই, জে ট্রেভেলিয়ান।
১৮৯৮	—	স্যার ফ্রান্সিস্ ডব্লিউ, ম্যাক্লিন।
১৯০০	—	স্যার টমাস র‍্যালে।
১৯০৪	—	স্যার আলেকজান্দার পেডলার।
১৯০৬	—	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
১৯১৪	—	স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী।
১৯১৮	—	স্যার লার্ণসলট স্যাণ্ডারসন।
১৯১৯	—	স্যার নীলরতন সরকার।
১৯২১	—	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
১৯২৩	—	ভূপেন্দ্র নাথ বসু।
১৯২৪	—	স্যার ডব্লিউ, ই, গ্রীভস।
১৯২৬	—	স্যার যদুনাথ সরকার।
১৯২৮	—	ডাঃ ডবলিউ, এস, আর্কোহার্ট।
১৯৩০	—	লেঃ কর্ণেল স্যার হাসান সুরাবর্দী।
১৯৩৪	—	ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
১৯৩৮	—	স্যার মহম্মদ আজিজুল হক্।
১৯৪২	—	ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়।
১৯৪৪	—	ডাঃ রাধা বিনোদ পাল।
১৯৪৬	—	প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে।"

কৃষি

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৮০ জনেরও অধিক লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে। অনেকের মতে চাষবাসের উপর একান্ত নির্ভরতার জন্যই বাংলায় শিল্প-প্রসার সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষির অবস্থাও যে বর্তমানে কত শোচনীয় তাহা নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি হইতে পরিস্ফুট হইবে।

বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ ৫,০৩,৭৩,৩৩২ একর *। আবাদী জমির পরিমাণ মোট ২,৫৪,৮৮,৩০০ একর এবং পতিত জমির পরিমাণ ৪৬,১৮,০৭৯ একর। ইহা ব্যতীত চাষোপযোগী পতিত জমির পরিমাণ ৬০,৫২,৯৮৭ এবং আবাদের জন্য পাওয়া যাইবেনা এমন জমির পরিমাণ ৯৬,০১,১৪১ একর; বন-জঙ্গল ৪৬,১২,৮২৫ একর। ১৮,৯৪,৫৫৭ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে; (১৯৪১-৪২)।

বাংলাদেশের কৃষি সংক্রান্ত নিখুঁত ও পর্যাপ্ত সংখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। যাহা হউক, কৃষি বিভাগ হইতে নির্ণীত অঙ্ক হইতে দেখা যায় যে বাংলাদেশে মোট আবাদী জমির চার ভাগের তিন ভাগ অংশে ধান চাষ হয়। তাহা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বাংলার উপযোগী চাউল উৎপন্ন হয় না এবং যুদ্ধের পূর্বে বাংলা দেশকে ব্রহ্মদেশের চাউলের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। বাংলাদেশে বিদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ টন† চাউল আমদানি হইত। এর কারণ এদেশে বিঘাপ্রতি ফলন অত্যন্ত কম—মাত্র ৪ মণের মত। চীনে একর প্রতি ইহার দ্বিগুণ, জাপানে তিনগুণ, অষ্ট্রেলিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশে চারগুণেরও বেশী। অথচ বাংলাদেশে জমির উর্বরতা বেশী, সাধারণ আবহাওয়াও ধানচাষের অনুকূল। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির দৌরাত্ম্য

---

* একর = ৩ বিঘা—৮ ছটাক   † ১ টন = ২৭·২ মণ

হইতে ফসলকে রক্ষা করিলে এবং উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলে আমাদের দেশেও ফলন অন্ততঃ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

বাংলার অপব প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য পাট। ব্রহ্মের চাউলের প্রতিযোগিতায় যখন এদেশে চাউলের মূল্য কমিয়া গেল—কৃষকদের নিকট ধানচাষ অপেক্ষা পাটচাষ অধিকতর লাভজনক হইয়া উঠিল। সেই সময় হইতে বাংলায় পাটচাষের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। শিথিল ব্যবসার দিনে পাটের চাহিদা ও মূল্য দ্রুত কমিয়া গেল বটে কিন্তু কৃষকেরা পাট চাষেব পরিমাণ কমাইল না। তাহাতে চাষীদের অনেককেই দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। তাহার পর সরকারের পক্ষ হইতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে ও এখন চাউলের মূল্য আশাতীত বর্দ্ধিত হওয়ায় পাটের চাষ অনেক কমিয়া আসিয়াছে।

অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যেব জন্য অন্য প্রদেশের উপর বহুল পরিমাণে বাংলাকে নির্ভর করিতে হয়। প্রায় পৌনে দুই কোটি বিঘা চাষোপযোগী জমিতে চাষ আবাদ হইতেছে না। এই জমি ব্যবহৃত হইলে ধানের ফলন বর্দ্ধিত হইলে ও দো-ফসলী জমির পরিমাণ বাড়াইতে পারিলে অন্যান্য একান্ত আবশ্যক খাদ্য-সামগ্রীর চাষ বাড়ানো সহজে সম্ভব হইবে। সাধারণ অবস্থায় বাংলাদেশে নৈনিতাল, আসাম, ও মহীশূর হইতে প্রচুর পরিমাণে আলু আসে এবং যুদ্ধের পূর্বে ব্রহ্ম হইতেও এদেশে আলু আমদানি করা হইত। সুদূর পাঞ্জাব হইতেও বাংলায় কপি আমদানি হয়। পাটনা, নাসিক ও দক্ষিণভারতের কোন কোন অঞ্চল হইতে প্রচুর পেঁয়াজ আসে। আঙ্গুর, আপেল, নেসপাতি প্রভৃতি ফলও সমস্তই আমদানি করিতে হয়। নানাজাতীয় ডাল, সরিষা, ইত্যাদির জন্যও বাংলাকে অন্যপ্রদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

১৯৩৯-৪০ সালের বাংলার বহির্ভারতীয় বাণিজ্যের অঙ্ক হইতে দেখা যায় যে বাংলায় খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ৬,৫৩,৫৮,৬৭৭ টাকা ও রপ্তানির পরিমাণ ১,৯২,২০,৭১৯ টাকা। ইহা হইতে বাংলার পরনির্ভরতার অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করা যায়।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সেচনের ব্যবস্থা দ্বারা শস্যকে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করা, উপযুক্ত সার ও সম্ভব হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা জমির উৎপাদন শক্তি বর্দ্ধিত করা, কৃষকদের কৃষি বিষয়ে কিছু শিক্ষাদান ও অনাবাদী জমির চাষ—যুদ্ধোত্তরকালে এইগুলি সম্ভব হইলে বাংলাদেশ পুনরায় সুফলা ও শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিবে।

বাংলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ (১৯৪৪-৪৫)

শস্য	জমির পরিমাণ (একর)	উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ (টন)
আউশ ধান্য	৮০,৮৪,০০০	২৬,৫৪,৩০০
আমনধান্য	২,০৭,৯৮,৩০০	৭৫,৭৯,১০০
বোরো ধান্য	৫,৫৭,৫০০	২,৪২,৩০০
গম	২,০১,১০০	৪৭,৪০০
ছোলা	৫,৯৬,৫০০	১,৪৭,৪০০
ডাল	১৫,২১,৮০০	৪,৩১,১০০
রাই ও সরিষা	৫,৪৯,০০০	৯৩,২০০
ইক্ষু	৩,০৯,৭০০	৪,২২,০০০ (গুড)
পাট (১৯৪৫)	২০,১৭,৭১০	৬৩,০৩,৫৫০ (গাঁইট)

বিবিধ খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের জমির পরিমাণ

বৎসর		খাদ্যশস্যের জমি	অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের জমি
১৯৪২-৪৩	—	২,৪৮,৫০০ একর	৮১,৩০০ একর
১৯৪৩-৪৪	—	২,৫০,২০০ „	৭৭,৪০০ „
১৯৪৪-৪৫	—	২,৪৭,৪০০ „	৬২,৫০০. „

সর্বশেষ পূর্বাভাষ অনুযায়ী ১৯৪৫-৪৬ সালে আউশ ধান্য ৬৬,৭১,৪০০ একর জমিতে ২১,১০,৩০০ টন এবং আমন ধান্য [illegible] একর জমিতে ৭২,৭২,৭০০ টন উৎপন্ন হইবে।

ডাক-মাশুল

ভারতীয় ডাক-মাশুলের হার

***পোষ্টকার্ড—২** পয়সা ; 'রিপ্লাই' পোষ্টকার্ড—[illegible] পয়সা। উপযুক্ত টিকিট না লাগাইয়া পোষ্টকার্ড পোষ্ট করিলে উহা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

খাম—(১ তোলা ওজনের অনধিক) ৬ পয়সা ; প্রত্যেক অতিরিক্ত তোলা বা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ১ আনা।

টিকিট না লাগাইয়া বা কম মূল্যের টিকিট লাগাইয়া চিঠি পোষ্ট করিলে কম্‌তি টিকিটের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করা হয়।

'এয়ার মেলে' চিঠির জন্য অতিরিক্ত একআনা লাগে।

বুক-প্যাকেট ও নমুনা প্যাকেট—৫ তোলা ওজনের অনধিক ৩ পয়সা ; প্রত্যেক ২½ তোলা বা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ১ পয়সা।

পার্শেল—৪০ তোলার (½ সের) অনধিক ৬ আনা ; প্রত্যেক অতিরিক্ত ৪০ তোলা বা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ৬ আনা।

[৫½ সেরের ওজনেব পার্শেল বা প্যাকেটের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক]

রেজিস্ট্রেশন—পোষ্টকার্ড, খাম, পার্শেল প্রভৃতি রেজিস্ট্রেশনের মাশুল ৩ আনা। 'য়্যাক্‌নলেজমেণ্ট' পাইতে হইলে অতিরিক্ত ১ আনা দিতে হয়।

ইন্‌স্যুরেন্স—রেজিস্টার্ড চিঠি, পার্শেল ইত্যাদি ৩০০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত ইন্‌সিওর করা যাইতে পারে। মাশুলের হার—১০০ টাকা পর্যন্ত—৪ আনা ; ১০০ টাকার অধিক ও ২০০ টাকা পর্যন্ত ৫½ আনা ; ২০০ টাকার অধিক ও ৩০০ টাকা পর্যন্ত ৮ আনা ; ৩০০ টাকার অধিক অতিরিক্ত প্রতি ১০০ টাকা বা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ১০০০ টাকা পর্যন্ত—২ আনা ; ১০০০ টাকার অধিক অতিরিক্ত প্রতি ১০০ টাকা বা তাহার ভগ্নাংশের জন্য—১ আনা।

---

* ১লা জুলাই হইতে পোষ্টকার্ড ২ পয়সা ও রিপ্লাই পোষ্টকার্ড ১ আনা হইবে।

মনি-অর্ডার—প্রতি ১০ টাকা বা তাহার ভগ্নাংশের জন্য কমিশন—২ আনা।

টেলিগ্রাম—অর্ডিনারী—৮ বা তাহার কম সংখ্যক শব্দের জন্য ১৩ আনা; অতিরিক্ত প্রতি শব্দের জন্য—১ আনা। এক্সপ্রেস—উপরোক্ত মাশুলের দ্বিগুণ। (ঠিকানার মাশুল লাগে)*

[অর্ডিনারী টেলিগ্রাম অপেক্ষা এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম তাড়াতাড়ি যায় এবং দিবারাত্রের যে কোন সময়ে ইহা বিলি করা হয়। ছুটির দিনে অর্ডিনারী টেলিগ্রাম গ্রহণ করা হয় না]

রবিবার, খৃষ্টমাস ডে, নিউ-ইয়ার্স ডে ও সম্রাটের জন্মদিনে পোষ্টাফিসের ছুটি থাকে।

বৈদেশিক ডাকমাশুলের হার

যুক্তরাজ্য ও গ্রেট-ব্রিটেন (এবং ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যান্য বৃটিশ সাম্রাজ্য)
খাম—প্রতি আউন্স—৩½ আনা। **পোষ্টকার্ড**—২ আনা। **নমুনা প্যাকেট**—৪ আউন্সের অনধিক—৬ পয়সা; প্রত্যেক অতিরিক্ত আউন্সের জন্য ২ আনা।

* [ভারতের যে কোন স্থানে, আফগানিস্থান ও তিব্বতের ঠিকানায় প্রেরিত প্রত্যেক অর্ডিনারী টেলিগ্রামে ১ আনা ও এক্সপ্রেস টেলিগ্রামে ২ আনা অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করা হয়।]

জেলা বোর্ড

চেয়ারম্যানগণের নাম ও বার্ষিক আয়

জেলা	চেয়ারম্যান	বার্ষিক আয় (টাকা)
২৪ পরগণা	খান বাহাদুর জসিমুদ্দিন আমেদ	১০,৪৬,০০০
খুলনা	সৈয়দ মোস্তাগোসল হক, এম, এ; বি, এল	৬,৭৮,৩৭০
যশোহর	—	—

নদীয়া	খান বাহাদুর এম, সামসুজ্জোহা, বি, এল	৪,৯৪,২২১
মুর্শিদাবাদ	রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	৩,৮০,০০০
বীরভূম	জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (রায় বাহাদুর শচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম, এ)	৩,৬০,৭৮২
বর্দ্ধমান	জীতেন্দ্র নাথ মিত্র	১২,১১,৪৩০
বাঁকুড়া	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (আর, সি, দত্ত, আই, সি, এস্)	৪,৮৮,২৫১
মেদিনীপুর	রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য এম, এ; বি, এল; ও, বি, ই	১৩,৫২,৭২৫
হুগলী	তারক নাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এস-সি; এম, বি, ই	৪,২৬,৪২৮
হাওড়া	মন্মথ নাথ রায়, এম, এ; বি, এল	৩,০৯.৬৬৩
ঢাকা	সৈয়দ আবদাস সালিম	৫,৬৮,৮৫৫
ফরিদপুর	ইউসুফ আলী চৌধুরী	৬.৮৯,৯১৮
বাখরগঞ্জ	খান বাহাদুর আবদুল ওয়াহেব, বি, এল	
মৈমনসিং	খান বাহাদুর নুরুল আমিন, বি, এল	১৩,৪৫,৬৫১
রাজসাহী	মনিরুদ্দিন আকন্দ, বি, এল	৬,২৬,৩৪২
পাবনা	আবদুর রসিদ মামুদ, বি, এল	৫,০০,০১৫
বগুড়া	—	—
দিনাজপুর	হাসান আলী, এম, এ; বি, এল	৭,৩৫,৪৬৬
রংপুর	মহম্মদ আমিন, বি, এল	১০,৬৫,২৬৬
জলপাইগুড়ি	রায় বাহাদুর বিপুলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪'৮৯,৯৭৬
দার্জিলিং	—	—
মালদহ	জহুর আমেদ চৌধুরী, বি, এল	৪,১৪,৭২৮
ত্রিপুরা	খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরী	৪,৯৩,৫০৪
নোয়াখালী	সৈয়দ আবদুল মজিদ, বি, এল	৪,০০,০০০
চট্টগ্রাম	অল্ হজ মৌলানা ডাঃ সানাউল্লা এম, এ; পি, এইচ, ডি (লণ্ডন); ব্যার-য়্যাট-ল	৬,০০,০০০

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, কলিকাতা

কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত ভারতের প্রধান গ্রন্থাগার। কলিকাতায় এবং ডাকযোগে কলিকাতার বাহিরের লোকেরও গ্রন্থ পাঠের সুবিধা আছে। বর্তমানে মোট পুস্তকের সংখ্যা—৪ লক্ষ; তন্মধ্যে বাংলা পুস্তকের সংখ্যা ১৫ হাজার। বাৎসরিক ব্যয় ১,২৯,০০০ টাকা। ১৯৪৫ সালে পাঠক পাঠিকাগণ কর্তৃক গৃহীত পুস্তকের সংখ্যা ৩৮,০৪৫। ঐ বৎসরে সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকের পাঠক সংখ্যায় সর্বোচ্চ।

খেলা-ধুলা

আমাদের দেশের খেলা-ধূলার সময়কে মোটামুটি এইরূপে ভাগ করা যাইতে পারে।

ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত—হকি। মে হইতে আগষ্টের শেষভাগ পর্যন্ত—ফুটবল। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর—রাগ্‌বি। অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারী—ক্রিকেট। নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী—টেনিস্। অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়াবী—ব্যাড্‌মিণ্টন। ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী—য়্যাথ্‌লেটিক্‌স। মে হইতে আগষ্ট—সাঁতার।

ফুটবল ঃ—

ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ শীল্ড প্রতি বৎসর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয। কলিকাতার স্থানীয় দলগুলির প্রধান প্রতিযোগিতা ফুটবল লীগ—

"আমাদের দেশের কৃষক একদিকে মূঢ় আর একদিকে অক্ষম, শিক্ষা ও শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্ছে প্রথা—পিতামহের আমলের চাকরের মতো, সে কাজ করে কম অথচ কর্তৃত্ব করে বেশি। তাকে মেনে চলতে হোলে তাকে এগিয়ে চল্‌বার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চল্‌ছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

আই, এফ, এ শীল্ড

বিজেতাদের তালিকা

১৮৯৩-৯৪ — রয়েল আইরিশ
১৮৯৫ — রয়েল ওয়েল্স্‌ ফুজিলিয়ার্স
১৮৯৬ — ক্যালকাটা
১৮৯৭ — ডালহৌসী
১৮৯৮ — গ্লসেষ্টার রেজিমেণ্ট
১৮৯৯ — সাউথ ল্যাঙ্কাসায়ার
১৯০০ — ক্যালকাটা
১৯০১ — রয়েল আইরিশ রাইফল্‌স
১৯০২ — ৯৩ নং হাইলাণ্ডার্স
১৯০৩-০৪ — ক্যালকাটা
১৯০৫ — ডালহৌসী
১৯০৬ — ক্যালকাটা
১৯০৭ — এইচ, এল, আই
১৯০৮-১০ — গর্ডন্‌স
১৯১১ — মোহনবাগান
১৯১২-১৩ — রয়েল আইরিশ রাইফল্‌স
১৯১৪ — কিংস ওন রেজিমেণ্ট
১৯১৫ — ক্যালকাটা
১৯১৬ — দ্বিতীয় নর্থ ষ্টাফোর্ডস
১৯১৭ — ১০ নং মিড্‌লসেক্স
১৯১৮ — ট্রেনিং রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন
১৯১৯ — প্রথম ব্যাটেলিয়ন ব্রেকনকশায়ার
১৯২০ — ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯২১ — উবচেষ্টারশায়ার রেজিমেণ্ট
১৯২২-২৪ — ক্যালকাটা
১৯২৫ — ২য়-ব্যাটেলিয়ন রয়েল স্কট ফুজিলিয়ার্স

১৯২৬-২৮ — ২য়-ব্যাটেলিয়ন শেরউড্ ফরেষ্টার্স
১৯২৯ — „ রয়েল আলস্টার্স
১৯৩০ — ব্যাটেলিয়ান সীফোর্থ হাইল্যাণ্ডাস
১৯৩১ — „ এইচ, এল, আই
১৯৩২ — „ এসেক্স রেজিমেণ্ট
১৯৩৩ — ডি, সি, এল, আই
১৯৩৪ — খেলা হয় নাই
১৯৩৫ — ইষ্ট ইয়র্কস

১৯৩৬ — মহমেডান স্পোর্টিং
১৯৩৭ — ৬ষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগ্রেড
১৯৩৮ — ইষ্ট ইয়র্কস
১৯৩৯ — পুলিশ
১৯৪০ — এরিয়ান্স
১৯৪১-৪২ — মহমেডান স্পোর্টিং
১৯৪৩ — ইষ্ট বেঙ্গল
১৯৪৪ — বেঙ্গল য্যাণ্ড আসাম রেলওয়ে
১৯৪৫ — ইষ্ট বেঙ্গল

কলিকাতা ফুটবল লীগ (প্রথম বিভাগ)

বিজেতাদের তালিকা

১৮৯৮ — প্রথম গ্লসটার্স
১৮৯৯ — ক্যালকাটা
১৯০০-০১ — রয়েল আইরিশ রাইফল্‌স
১৯০২ — কিংস ওন্‌ স্কটিশ
১৯০৩ — ৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৪-০৫ — কিংস ওন ল্যাঙ্কাস্টার
১৯০৬ — এইচ, এল, আই
১৯০৭ — ক্যালকাটা
১৯০৮-০৯ — ২য় গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১০ — ডালহৌসী
১৯১১ — ৭০ কোম্পানী আর, জি, এ
১৯১২-১৩ — ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯১৪ — কিংস ওন রেজিমেণ্ট
১৯১৫ — মিডল সেক্স
১৯১৬ — ক্যালকাটা
১৯১৭ — প্রথম ব্যাটেলিয়ান লিংকল্‌ন্‌স
১৯১৮ — ক্যালকাটা
১৯১৯ — ১২ নং স্পেশাল সার্ভিস ব্যাটেলিয়ান
১৯২০ — ক্যালকাটা
১৯২১ — ডালহৌসী
১৯২২-২৩ — ক্যালকাটা
১৯২৪ — ক্যামেরণ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯২৫ — ক্যালকাটা
১৯২৬-২৭ — প্রথম ব্যাটেলিয়ান নর্থ স্ট্যাফোর্ডস
১৯২৮-২৯ — ডালহৌসী
১৯৩০ — ২য় ব্যাটেলিয়ান রয়েল বেঙ্গল রেজিমেণ্ট

১৯৩১-৩৩	— ডারহ্যাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি	১৯৪২	— ইষ্টবেঙ্গল
১৯৩৪-৩৮	— মহমেডান স্পোর্টিং	১৯৪৩	— ইষ্টবেঙ্গল
১৯৩৯	— মোহনবাগান	১৯৪৪	— মোহনবাগান
১৯৪০-৪১	— মহমেডান স্পোর্টিং	১৯৪৫	— ইষ্টবেঙ্গল

সন্তোষ মেমোরিয়াল কাপ

আই, এফ, এ-র ভূতপূর্ব সভাপতি পরলোকগত সন্তোষের মহা-রাজার স্মৃতিরক্ষার্থে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার জন্য আই, এফ, এ কর্তৃক এই কাপ প্রদত্ত হয়। ১৯৪১ সালে বাংলা দল জয়ী হয়। ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালে খেলা হয় নাই। ১৯৪৪ সালে দিল্লী দল ও ১৯৪৫ সালে বাংলা দল জয়ী হয়।

ভারতের অপর দুইটি প্রধান প্রতিযোগিতা ডুরাণ্ড কাপ ও রোভার্স কাপ যথাক্রমে সিমলা ও বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ হইতে যুদ্ধের জন্য ডুরাণ্ড কাপের খেলা বন্ধ আছে।

হকি ঃ—

কলিকাতার স্থানীয় দলের মধ্যে কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতা হয়। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বাইটন্ কাপ প্রতিযোগিতাকে ভারতের প্রধান প্রতিযোগিতা বলা চলে।

বাইটন্ কাপ (আরম্ভ ১৮৯৫)

১৯২৭	— জাভেরিয়ন্‌স	১৯৩৭	— বি, এন আর
১৯২৮	— টেলিগ্রাফরিক্রিয়েশন্‌স	১৯৩৮	— কাষ্টম্‌স
১৯২৯	— ই, আই, আর	১৯৩৯	— বি, এন, আর
১৯৩০-৩২	— কাষ্টম্‌স	১৯৪০	— ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স
১৯৩৩	— ঝাঁসি হিরোজ	১৯৪১	— ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স ও ভগবন্ত ক্লাব (সমান সমান খেলা)
১৯৩৪	— রেঞ্জার্স		
১৯৩৫	— কাষ্টম্‌স	১৯৪২	— রেঞ্জার্স
১৯৩৬	— বোম্বাই কাষ্টম্‌স	১৯৪৩-৪৫	— বি, এন, আর

কলিকাতা হকি লীগ

১৯২৬-২৭	— কাষ্টমস্	১৯৪০	— বি, জি, প্রেস
১৯২৮-২৯	— রেঞ্জার্স	১৯৪১	— কলিকাতা পুলিশ
১৯৩০-৩৩	— কাষ্টমস্	১৯৪২	— পোর্ট কমিশনার্স
১৯৩৪	— রেঞ্জার্স	১৯৪৩	— রেঞ্জার্স
১৯৩৫	— মোহনবাগান	১৯৪৪	— পোর্ট কমিশনার্স
১৯৩৬-৩৯	— কাষ্টমস্	১৯৪৫	— মহমডান স্পোর্টিং

আন্তঃ-প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা

১৯২৮	— যুক্তপ্রদেশ	১৯৩৮	— বাংলা
১৯৩০	— নিখিল ভারত রেলওয়ে	১৯৪০	— বোম্বাই
১৯৩২	— পাঞ্জাব	১৯৪২	— দিল্লী
১৯৩৪	— খেলা হয় নাই	১৯৪৪	— বোম্বাই
১৯৩৬	— বোম্বাই	১৯৪৫	— ভূপাল
		১৯৪৬	— পাঞ্জাব

ক্রিকেট :—

আন্তঃ-প্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা :—

বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিৎ সিং-এর স্মৃতিরক্ষার্থে আন্তঃ-প্রাদেশিক খেলার জন্য পাতিয়ালার মহারাজা একটি সুরম্য স্বর্ণ 'কাপ' প্রদান করেন এবং ১৯৩৪ সাল হইতে খেলা আরম্ভ হয়।

বিজেতাদের তালিকা :—

১৯৩৪-৩৫	— বোম্বাই	১৯৪০-৪১	— মহারাষ্ট্র
১৯৩৫-৩৬	— বোম্বাই	১৯৪১-৪২	— বোম্বাই
১৯৩৬-৩৭	— নওনগর	১৯৪২-৪৩	— বরোদা
১৯৩৭-৩৮	— হায়দ্রাবাদ	১৯৪৩-৪৪	— পশ্চিম ভারত রাজ্য
১৯৩৮-৩৯	— বাংলা	১৯৪৪-৪৫	— বোম্বাই
১৯৩৯-৪০	— মহারাষ্ট্র	১৯৪৫-৪৬	— হোলকার

রণজি প্রতিযোগিতার কয়েকটি রেকর্ড

এক ইনিংসের সর্বোচ্চ রাণ ৭৯৮ মহারাষ্ট্র (বনাম উত্তর ভারত) ১৯৪০-৪১ পুণা

সর্বোচ ব্যক্তিগত রাণ ৩৫৯ (নট আউট) বিজয় মার্চেন্ট (বোম্বাই) (বনাম মহারাষ্ট্র) ১৯৪৩-৪৩ বোম্বাই

এক ইনিংসে উভয়দলের মিলিত সর্বোচ্চ রাণ ১৩২৫ মহারাষ্ট্র বনাম বোম্বাই ১৯৪০-৪১ পুণা

প্রথম ইনিংসে খেলার দীর্ঘতম সময় ৫ দিন বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র ১৯৪০-৪১ পুণা

প্রথম দুইশতাধিক রাণ ২০৩ জে, নাওমল (সিন্ধু) (বনাম নওনগর) ১৯৩৮-৩৯ নওনগর

উপর্যুপরি শতাধিক রাণ আর, এস, মোদী (বোম্বাই) ১৯৪৪-৪৫ বোম্বাই

এক বৎসরে সহস্রাধিক রাণ আর, এস, মোদী (বোম্বাই) ১৯৪৪-৪৫

ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ড ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

(টেষ্ট ম্যাচ)

১৯৩২ — লর্ড্‌স্ ময়দানে—

ইংলণ্ড—২৯৫ ও ২৭৫ (৮ উইকেট)
ভারতবর্ষ—১৮৯ ও ১৮৭
} ইংলণ্ড ১৫৮ রাণে জয়ী

১৯৩৩-৩৪—

(১) বোম্বাইতে—ইংলণ্ড—৪৩৮ ও ৪০ (১ উইকেট)
ভারতবর্ষ—২১৯ ও ২৫৮
} ইংলণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী

(২) কলিকাতায়—ইংলণ্ড—৪০৩ ও ৭ (২ উইকেট)
ভারতবর্ষ—২৪৭ ও ২৩৭
} অমীমাংসিত

(৩) মাদ্রাজে—ইংলণ্ড—৩৮৫ ও ২৬১ (৭ উইকেট)
ভারতবর্ষ—১৫৪ ও ২৪৯
} ইংলণ্ড ২০২ রাণে জয়ী

১৯৩৬

(১) লর্ডস ময়দানে ইংলণ্ড—১৩৪ ও ১০৮ (১ উইকেট) ভারতবর্ষ—১৪৭ ও ৯৩		ইংলণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী
(২) ম্যান্‌চেষ্টারে—ইংলণ্ড—৫৭১ (৮ উইকেট) ভারতবর্ষ—২০৩		অমীমাংসিত
(৩) ওভাল ময়দানে—ইংলণ্ড—৪৭৬ (৮ উ:) ও ৬৪(১উ:) ভারতবর্ষ ১২২ ও ৩১২		ইংলণ্ড ৯ উ: জয়ী

ইংলণ্ডের পক্ষে শতাধিক রাণ—

ভালেণ্টাইন ১৩৬ (১৯৩৩-৩৪), ওয়াল্টার্স ১০২ (১৯৩৩-৩৪)

হ্যামণ্ড ১৬৭ (১৯৩৬) ও ২১৭ (১৯৩৬), ওয়ার্দিংটন ১২৮ (১৯৩৬)

ভারতবর্ষের পক্ষে শতাধিক রাণ—

অমরনাথ ১১৮ (১৯৩৩-৩৪), বিজয় মার্চেন্ট ১১৪ (১৯৩৬)

মুস্তাক আলি ১১৮ (১৯৩৬)

অস্ট্রেলিয়া দল।

অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দল ১৯৪৫ সালে ভারতে আসিয়া ১ নভেম্বর হইতে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে ৯ টি ম্যাচ খেলে। এ, এল হ্যাসেট এই দলের অধিনায়কত্ব করেন। ৯ টি ম্যাচের মধ্যে তাহারা দুইটিতে পরাজিত হয়, একটিতে জয়লাভ করে ও বাকী খেলাগুলি অমীমাংসিত রহিয়া যায়। খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

অস্ট্রেলিয়া বনাম—

উত্তর ভারত দল	(লাহোর) —	অমীমাংসিত
প্রিন্সেস্ একাদশ	(নূতন দিল্লী) —	"
পশ্চিম ভারত	(বোম্বাই) —	"
নিখিল ভারত	(টেষ্ট) (বোম্বাই)	"
বিশ্ববিদ্যালয়	(পুনা)	"
পূর্ব ভারত	(কলিকাতা) —	অস্ট্রেলিয়া পরাজিত (২উইকেট)

মিঃ হ্যাসেটের মতে কলিকাতার ইডেন গার্ডেন্‌স পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ক্রিকেট খেলার মাঠ।

নিখিল ভারত (কলিকাতা) — অমীমাংসিত
দক্ষিণ ভারত (মাদ্রাজ) — অস্ট্রেলিয়া বিজিত (৬ উইকেট)
নিখিল ভারত (মাদ্রাজ) — অস্ট্রেলিয়া পরাজিত (৬ উইকেট)

ভারতীয় দলের ইংলণ্ড ভ্রমণ

ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলার জন্য যে ভারতীয় দল ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ড রওনা হইবে, পাতৌদির নবাব তাহার অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। ৪ মে খেলা আরম্ভ হইবে। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ মনোনীত হইয়াছেন।

১। পাতৌদির নবাব (দক্ষিণ পাঞ্জাব) (অধিনায়ক)
২। ভি, এম, মার্চেণ্ট (বোম্বাই) (সহকারী অধিনায়ক)
৩। এল, অমরনাথ (দক্ষিণ পাঞ্জাব)
৪। এস, মুস্তাক আলি (হোলকার)
৫। সি, এস, নাইডু (,,)
৬। ডি, ডি, হিন্দেলকার (বোম্বাই)
৭। এস, ব্যানার্জি (বিহার)
৮। ভি, এস, হাজারি (বরোদা)
৯। আর, এস, মোদি (বোম্বাই)
১০। আবদুল হাফিজ (উত্তর ভারত ক্রিকেট এসোসিয়েশন)
১১। ভিনু মানকড (গুজরাট)
১২। সি, টি, সারভাতে (হোলকার)
১৩। এস, ডব্লিউ, সোহনী (মহারাষ্ট্র)
১৪। আর, বি, নিম্বলকার (বরোদা)
১৫। এস, জি, সিন্ধে (মহারাষ্ট্র)
১৬। গুল মহম্মদ (বরোদা)

"১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে যাইবে।"

টেনিস ঃ

নিখিল ভারত লন্-টেনিস প্রতিযোগিতা (আরম্ভ ১৯১০)

(পুরুষ সিঙ্গ্‌ল)

১৯৩৫	জে, পাল্লাদা	১৯৪১	গউস মহম্মদ
১৯৩৬	আর, মেঞ্জেল	১৯৪২	এস্, এল্, সাহ্নী
১৯৩৭	ই, ভি, বব্	১৯৪৩	গউস মহম্মদ
১৯৩৮	ডি, এম, কুপার	১৯৪৪	হল্ সারফেস
১৯৩৯	গউস্ মহম্মদ	১৯৪৫	সুমন্ত মিশ্র
১৯৪০	এফ, পুনসেক	১৯৪৫-৪৬	গউস মহম্মদ

(মহিলা সিঙ্গ্‌ল)

১৯৩৫	মিস্ স্যাণ্ডিসন	১৯৪২	মিসেস্ ম্যাসি
১৯৩৬-৩৮	„ লীলা রাও	১৯৪৩	মিস্ লীলা রাও
১৯৩৯	„ এ, জি, কার্টিস	১৯৪৪	„ উডব্রিজ
১৯৪০	„ লীলা রাও	১৯৪৫	„ উডব্রিজ
১৯৪১	„ লীলা রাও	১৯৪৫-৪৬	„ ম্যানলোনী

(পুরুষ ডবল)

১৯৩৫	কুকুলজেভিক ও শাফের	১৯৪১	গউস মহম্মদ ও ওয়াই, সিং
১৯৩৬	আর, মেঞ্জেল ও হেক্ট		
১৯৩৭	ডি, এন, কাপুর ও ওয়াই, সিং	১৯৪২	ইর্সদ ও ইফতেকার আমেদ
১৯৩৮	ওয়াই সিং ও জে, এম, মেটা	১৯৪৩	ইন্দুলকর ও জে, আর কাভেল
১৯৩৯	জে, এম, মেটা ও ওয়াই সাভুর	১৯৪৪	গউস মহম্মদ ও ইর্সদ
		১৯৪৫	জানকী রামিয়া ও এস, ভি রাও
১৯৪০	এফ, পুনসেক ও ডি মিটিক	১৯৪৫-৪৬	জে, এম, মেটা ও সুমন্ত মিশ্র

মহিলা (ডবল্)

১৯৩৫ — মিস্ জেনি স্যাণ্ডিসন ও „ হার্ভে জনষ্টন
১৯৩৬ — মিস্ গিবসন ও „ হার্ভে জনষ্টন
১৯৩৭ — „ ডুবাস ও „ লীলা রাও
১৯৩৮ — খেলা হয় নাই
১৯৩৯ — মিসেস ফুটিট্ ও মিস্ উডব্রিজ
১৯৪০ — মিসেস ফুটিট্ ও মিস্ উডব্রিজ
১৯৪১ — মিস্ কে, হাজী ও „ ডি, স্যানসোনী
১৯৪২ — „ কে, হাজী ও মিসেস ম্যাসী
১৯৪৩ — মিস্ ডুবাস ও „ লীলা রাও
১৯৪৪ — „ উডব্রিজ মিসেস্ বমানা
১৯৪৫ — মিস্ উডব্রিজ ও মিসেস্ সিং

মিক্সড (ডবল্)

১৯৩৫ — কৃষ্ণস্বামী ও মিস্ স্যাণ্ডিসন
১৯৩৬ — হজেস ও মিস্ গিবসন
১৯৩৭ — এইচ, এল, মার্শাল মিসেস্ লেকম্যান
১৯৩৮ — জে, এম, মেটা ও মিসেস্ ফুটিট
১৯৩৯ — জে, এম, মেটা ও মিসেস্ ফুটিট
১৯৪০ — ইফতিকার আমেদ ও মিসেস্ উডব্রিজ
১৯৪১ — গউস মহম্মদ ও মিস্ ডুবাস
১৯৪২ — সাহনী ও মিস্ কে, হাজী
১৯৪৩ — অসমাপ্ত
১৯৪৪ — ইফতিকার আমেদ ও মিস্ উডব্রিজ
১৯৪৫ — সুমন্ত মিত্র ও মিসেস সিং
১৯৪৫-৪৬ — জে, এম, মেটা ও মিসেস্ সি, ই, কার্গিন

গত ১০ মার্চ বোম্বাইয়ে মহামান্য আগা খাঁর ৬০ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁহাকে হীরকদ্বারা ওজন করা হয়—তাঁহার ওজন ২ মণ ৩৯ সের।

ব্যাড্‌মিণ্টন :—

নিখিল-ভারত চ্যাম্পিয়ানগণ

পুরুষ (সিঙ্গ্‌ল)

১৯৩৪ — ভি, এ, মাদ্‌গাভ্‌কার (বাংলা)
১৯৩৫ — টি, ব্যানার্জি (বাংলা)
১৯৩৬-৩৯ — জি, লিউইস্‌ (পাঞ্জাব)
১৯৪০ — চি, চুং কেং (মালয়)
১৯৪১ — খেলা হয় নাই
১৯৪২-৪৩— প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব)
১৯৪৪ — দাভিন্দর মোহন (পাঞ্জাব)
—

পুরুষ (ডব্‌ল)

১৯৩৪ — ভি, মিনস ও ডি, মিনস (বাংলা)
১৯৩৫ — ভি, এ, মাদ্‌গাভ্‌কার ও বি, রায় (বাংলা)
১৯৩৬-৩৭ — হরনারায়ণ ও হরদৈত (পাঞ্জাব)
১৯৩৮ — জি, লিউইস ও করতার সিং (পাঞ্জাব)
১৯৩৯ — হরনারায়ণ ও জহুর (পাঞ্জাব)
১৯৪০ — ডি, জি, মেগি ও এম্‌, জি, মেগি (বোম্বাই)
১৯৪১ — খেলা হয় নাই
১৯৪২ — প্রকাশনাথ ও অশোকনাথ (পাঞ্জাব)
১৯৪৩ — জি, লিউইস ও দাভিন্দর মোহন (পাঞ্জাব)
১৯৪৪ — কে, এম, রংনেকার ও ডি, জি, মাগোয়া

মহিলা সিঙ্গ্‌ল

১৯৩৪ — খেলা হয় নাই
১৯৩৫ — মিসেস্‌ বোল্যাণ্ড (বাংলা)
১৯৩৬ ৩৭ — মিস্‌ পি, গস (,,)
১৯৩৮ — মিস্‌ পি, কুক্‌ (,,)
১৯৩৯ — মিসেস্‌ ইসভন
১৯৪০ — মিস্‌ পি, গস (বাং)
১৯৪১ — খেলা হয় নাই
১৯৪২-৪৪ — মিস্‌ তারা দেওধর (পুণা)

(মহিলা ডবল)

১৯৩৪ — খেলা হয় নাই

১৯৩৫ — মিসেস্ বোল্যাণ্ড ও ক্যামারণ (বাংলা)

১৯৩৬ — মিস্ পি, গস ও „ ডি, স্যাণ্ডলি (বাংলা)

১৯৩৭-৩৮ — মিস্ পি, গস ও মিসেস্ কে, মিনস (বাংলা)

১৯৩৯ — মিসেস্ ইস্‌ডন ও মিস্ হলোয়ে

১৯৪০ —. মিস গি, কুক ও মিস্ ক্যাচিক (বাংলা)

১৯৪১ — খেলা হয় নাই

১৯৪২-৪৩--মিস তারা দেওধর ও „ সুন্দরদেওধর (পুণা)

১৯৪৪ — মিস্ এফ, তালেযার খান্ ও মিস্ এম, আর চিনয়

মিক্সড (ডবল)

১৯৩৪-৩৬ — খেলা হয় নাই

১৯৩৭ — এন, নাইট ও মিসেস্ ব্রিজেস্

১৯৩৮ — জি, লিউইস ও মিসেস্ লউইস

১৯৩৯ — করতার সিং ও মিসেস্ ইস্‌ডন

১৯৪০ — ভি, এ, মাদ্‌গাভ্‌কার ও মিস্ পি, গস

১৯৪১ — খেলা হয় নাই

১৯৪২ — জি, পটবর্দ্ধন ও মিস্ তাবা দেওধর

১৯৪৩ — ভি, এন্, আয়াব ও মিস আর, চিতেল

১৯৪৪ — প্রকাশনাথ ও মিস্ সুন্দর দেওধর

বাংলার চাম্পিয়নগণ

পুরুষ (সিঙ্গল)

১৯৪০ — ভি, এ, মাদ্‌গাভকার

১৯৪১ — খেলা হয় নাই

১৯৪২-৪৩ — ভি, এ, মাদ্‌গাভকার

[illegible] — সুশীল বসু

পুরুষ (ডবল)

১৯৪০ — ভি, এ, মাদ্‌গাভকার ও বি, রায়

১৯৪১ — খেলা হয় নাই

১৯৪২-৪৩ — ভি, এ, মাদ্‌গাভকার ও সুশীল রায়

১৯৪৬ — সুশীল বসু ও পি, ঘোষ

মহিলা (সিঙ্গল)

১৯৪০ — মিস্ পি, কুক

১৯৪১-৪৩ — খেলা হয় নাই

১৯৪৬ — প্রীতি বসু

মহিলা (ডবল)

১৯৪০ — মিস্ পি, কুক ও
" ম্যাগে লিন

১৯৪১-৪৩ — খেলা হয় নাই

১৯৪৬ — মিস্ ও মিসেস্ ম্যাককোরী

মিক্সড (ডব্‌ল)

১৯৪০ — সুনীল বসু ও
মিস্ রুপালিনী

১৯৪১-৪২ — খেলা হয় নাই

১৯৪৩ — জি, নিস ও
মিস পার্ল গস

১৯৪৬ — সুনীল বসু ও প্রীতি বসু

টেবল-টেনিস ঃ—

নিখিল-ভারত প্রতিযোগিতা ঃ—

পুরুষ (সিঙ্গল)

১৯৩৮-৩৯ — এম্, আয়ুব (পাঞ্জাব)

১৯৪০ — ইজ্জত আওয়ান (,,)

১৯৪১ — ভি, শিবরমণ (মাদ্রাজ)

১৯৪২ — কে, এইচ, কাপাদিয়া (বোম্বাই)

১৯৪৩ — চন্দ্রণা (,,)

১৯৪৪ — এইচ, আরনসন্ (আমেরিকা)

পুরুষ (ডব্‌ল)

১৯৩৮ —এ, ঘোষ ও ডি, আর, ভাগিন (বাংলা)

১৯৩৯-৪০ —ডি, এইচ, কাপাদিয়া ও কে, এইচ, কাপাদিয়া (বোম্বাই)

১৯৪১ — ভি, শিবরমণ ও এন্, এম্, নাইডু (মাদ্রাজ)

১৯৪২ — কে, এইচ, কাপাদিয়া ও চন্দ্রাণা (বোম্বাই)

১৯৪৩ — ডি, এইচ, কাপাদিয়া ও এন্, ডি, এস, ভিটল

মহিলা (সিঙ্গল)

১৯৩৯ — মিস ডি, লিমা (বোম্বাই)
১৯৪০ — „ কে, এফ, ম্যাডন („)
১৯৪১ — „ ব্রডি („)
১৯৪২ — „ কুডাস্ত („)
১৯৪৩ — „ পি, এফ, ম্যাডন („)
১৯৪৪ — „ ই, বোকাবো

মহিলা (ডবল)

১৯৩৯ — মিস্ পি. ম্যাডান ও
„ ডি, সুজা (বোম্বাই)
১৯৪০ — „ পি, এফ, ম্যাডন ও
„ কে, এফ, ম্যাডন
(বোম্বাই)
১৯৪১-৪৩ — মিস্ কে, এফ, ম্যাডন
ও মিস্ ই, ব্রডি (বোম্বাই)
১৯৪৪ — মিস্ আব, কে, স্রফ ও
মিস্ এম, জি, ফুদত

মিক্সড (ডবল)

১৯৩৯-৪৩ কে, এইচ, কাপাডিয়া ও মিস্ কে, এফ, ম্যাডন (বোম্বাই)
১৯৪৪ সি, রামস্বামী ও মিস্ বি, এম, কাশীনাথ (মহীশূর)

নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠান

বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা ফেব্রুয়ারী মাসে সম্পন্ন হইয়াছে। ৮০০ জন য়্যাথ্‌লেট এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পাতিয়ালা দল পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই চ্যাম্পিয়ান-শিপ লাভ করে। প্রতিযোগিতায় যাঁহারা প্রথমস্থান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল—

য়্যাথ লেটিক্স—পুরুষ-পাতিয়ালা ; মহিলা-মহীশূর। সাইকেল—পুরুষ-বোম্বাই ; মহিলা-বোম্বাই।

পুরুষ—১০০ কিলোমিটার সাইকেল—এস, ফোডার (বোম্বাই) ; ৪০০ মিটার হার্ডল—ভি, ভাজন্দার (কোলাপুর) ; হাতুড়ী ছোড়া—সোমনাথ (পাতিয়ালা) ; দৈর্ঘ্যলম্ফন—নিরঞ্জন সিং (পাতিয়ালা) পোল ভল্ট—বাস্তা সিং (পাতিয়ালা) ; ৫০০০ মিটার দৌড়—গুরু চরণ সিং (পাতিয়ালা) ; ৩০০০ মিটার ষ্টিপল চেজ—মনাবীর সিং

(পাতিয়ালা); ম্যারাথন দৌড়—ছোটা সিং (পাতিয়ালা); ১১০ মিটার হার্ডল—জে, ভিকার্স (বোম্বাই); উচ্চ লম্ফন—গুরুনাম সিং (পাতিয়ালা); ১০০ মিটার দৌড়—টি, জোলার (যুক্তপ্রদেশ); ২০০ মিটার দৌড়—ফিলিপ (মাদ্রাজ); হপ ষ্টেপ জাম্প—রেবেলো (মহীশূর); ৪০০ মিটার দৌড়—কে, ভাটিয়া (পাঞ্জাব); বর্শা ছোড়া—বলদেব সিং (পাঞ্জাব); ১০,০০০ মিটর দৌড়—গুরুবচন সিং (পাতিয়ালা); ১৫০০ মিটার দৌড়—জৈয়ল সিং (পাতিয়ালা); পেণ্টাথলন—বলদেব সিং (পাঞ্জাব); ৪ × ১০০ মিটাব রিলে—বাংলা; ৪ × ১০০ মিটার রিলে—পাঞ্জাব।

মহিলা—১০০ মিটার সাইকেল রেস—ধরগওযালা (বোম্বাই); ৫০ মিটার দৌড়—বান্নু গাজদার (বোম্বাই); বর্শা ছোড়া—এন, রোজবুম্ (বাংলা); উচ্চ লম্ফন—সুরিয়া করিমভাই (বোম্বাই)।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

বাংলাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা (১৯৪৫)

হাসপাতাল	কলিকাতা	মফঃস্বল	মোট	'বেড্'-এর—সংখ্যা পুরুষ	স্ত্রীলোক	অনির্দিষ্ট
সরকারী (সাধারণ)	৬	১৩	৬৩	১২৩৯	৭৩৯	—
,, (বিশেষ)	২	৪২				
সদর ও মহকুমা হাসপাতাল (বর্তমানে এগুলি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত)			৭৮	১৯৯৮	৮৭৫	—
অন্যান্য হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারী			১৭৪২	৩৫৩৯	১৭৯৩	৮০৪

চিকিৎসক ও রোগীর সংখ্যা (১৯৪২)

হাসপাতাল		চিকিৎসকের সংখ্যা	চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা
সরকারী—	সাধারণ	৩৪৭	২৭,৩৯,৮৫৫
	বিশেষ	১৬৩	
সদর ও মহকুমা হাসপাতাল		১,৩৮৩	১০,৫১,১৭৩
অন্যান্য হাসপাতাল		১,০০৫	৩৮,৩৩,৭০৬

দুর্ভিক্ষ-সাহায্য ও জরুরী হাসপাতাল

১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের রোগীদের জন্য বাংলা সরকার এই হাসপাতালগুলি স্থাপন করেন। এই হাসপাতালগুলির সংখ্যা বর্তমানে ৬২৬ এবং 'বেডের' সংখ্যা ২৪,৬৬০; ১৯৪৪-৪৫ সালে এই হাসপাতালগুলির জন্য মোট ১,৪৩,৫৯,৯৯০ টাকা ব্যয় করা হয়।

হাসপাতালের সংখ্যা			মোট বেডের সংখ্যা
(সাধারণ)	৫৩টি	১০০ সংখ্যক বেড বিশিষ্ট	৫,৩০০
(সংক্রামক)	৫৩টি	২৫ ” ” ”	১,৩২৫
(সাধারণ)	১০৬টি	৫০ ” ” ”	৫,৩০০
(সংক্রামক)	১০৬টি	১০ ” ” ”	১,০৬০
(সাধারণ)	৪৬৭টি	২০ ” ” ”	৯,৩৪০
(সংক্রামক)	৪৬৭টি	৫ ” ” ”	২,৩৩৫

বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যুর হার

	১৯৪৩			১৯৪৪		
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
মোট জন্ম	৬,০০,৫৯১	৫,৫০,৯৬৫	১১,৫১,৫৫৬	৫,০৩,১০৬	৪,৫৪,১০৪	৯,৫৭,২১০
মোট মৃত্যু	১০,১৬,৮৯৯	৮,৯১,৭২৩	১৯,০৮,৬২২	৯,০১,৮৪১	৮,২৫,০২৯	১৭,২৬,৮৭০
শহরে „	৭০,৫৪১	৫৭,৭৬৬	১,২৮,৩০৭	৬৭,৬১৫	৫৪,৭১৯	১,২২,৩৩৪
গ্রামে „	৯,৪৬,৩৫৮	৮,৩৩,৯৫৭	১৭,৮০,৩১৫	৮,৩৪,২২৬	৭,৭০,৩১০	১৬,০৪,৫৩৬
শিশু „	১,১৯,০২৫	১,০৫,৯৭৩	২,২৪,৯৯৮	১,০৫,৬২২	৯৩,৩৬৫	১,৯৮,৯৮৭
কলেরায় „	১,০৮,২২০	১,০৮,২০৮	২,১৬,৪২৮	২৫,৭৩৭	২৩,৭৩২	৪৯,৪৬৯
ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	৩,৬৩,১৭৬	৩,২৫,২২৮	৬,৮৮,৪০৪	৩,৯৩,৯৮৮	৩.৬৯,২৩২	৭,৬৩,২২০
জ্বরে „ (ম্যালেরিয়া সমেত)	৬,০৮,১৩৭	৫,৩৪,৫৪৭	১১,৪২,৬৮৪	৫,৯০,৪৪৪	৫.৪৬,৫৯৬	১১,৩৭,০৪০
বসন্তে মৃত্যু	১১,২৯২	১০,৭২৭	২২,০১৯	৭০,০৩৩	৭০,৪৪৭	১,৪০,৪৮০
আমাশয় ও পেটের পীড়ায় „	৫২;৮৪০	৪২,২৯০	৯৫,১৩০	৩৫,৪০৪	২৯,৯৩৩	৬৫,৩৩৭
শ্বাসপ্রণালীর রোগে „	৪৮,৯১১	২৮,৯৭২	৭৭,৮৮৩	৫১,৮৮৪	৩১,৩৭০	৮৩,২৫৪
অন্যান্য কারণে „	১,৮৭,৪৯৯	১,৬৬,৯৭৯	৩,৫৪,৪৭৮	১,২৮,৩৩৯	১,২২,৯৫১	২,৫১,২৯০

স্যার জোসেফ্ ভোর স্বাস্থ্যোন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট

"ইংলণ্ডে শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ৭ হইতে ১০; ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ২৪ হইতে ৪৮; প্রতি বৎসর ১০ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে এবং তাহার মধ্যে ২০ লক্ষ লোক মারা যায়। যক্ষারোগে ভারতের ২৫ লক্ষ লোক ভোগে এবং তন্মধ্যে প্রতি-বৎসর ৫ লক্ষ লোক মারা যায়। যক্ষারোগ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ডাক্তার সমগ্র ভারতবর্ষে ৮০ জনের অধিক নাই। পৃথিবীর ৫০ লক্ষ কুষ্ঠ রোগীর মধ্যে একমাত্র ভারতেই কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ। ভারতবর্ষে ডাক্তারের সংখ্যা প্রতি ৬ হাজার অধিবাসীর জন্য ১ জন এবং প্রতি ৪৩ হাজার অধিবাসীর জন্য ১ জন নার্স। কিন্তু গ্রেটবৃটেনে প্রতি হাজার জন অধিবাসীর জন্য ১ জন ডাক্তার ও ৩০০ জন অধিবাসীর জন্য ১ জন নার্স। বৃটেনে প্রতি ৬১৮ জন অধিবাসীর জন্য ১ জন ধাত্রী কিন্তু ভারতবর্ষে ৬০,০০০ অধিবাসীর জন্য মাত্র ১ জন ধাত্রী। বৃটেনে প্রতি ২,৭০০ জন অধিবাসীর জন্য ১ জন দন্ত-চিকিৎসক কিন্তু ভারতে প্রতি ৩ লক্ষ অধিবাসীর জন্য ১ জন।........."

১৯৪৩ সালে স্যার জোসেফ্ ভোরের নেতৃত্বে ভারতে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য দেশী ও বিদেশী ২৪ জন বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি দেড় বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া যে রিপোর্ট রচনা করেন তাহা হইতে দেখা যায় যে ভারতের জনস্বাস্থ্য দিনের পর দিন যেরূপ অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা রোধ করিয়া জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে ভারতবর্ষে ডাক্তারের সংখ্যা বর্তমান অপেক্ষা ৫ গুণ, নার্সের সংখ্যা ১০০ গুণ, ধাত্রীর সংখ্যা ২০ গুণ ও দন্তচিকিৎসকের সংখ্যা ৯০ গুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে জনস্বাস্থ্যের জন্য জন প্রতি কিঞ্চিদধিক ৩ আনা হইতে প্রায় ১১ আনা মাত্র সরকার পক্ষ হইতে খরচ করা হয়। ইহা বাড়াইয়া প্রথম বৎসরে ১ টাকা ৩ আনা, দশম বৎসরে ২ টাকা ১৩ আনা করার প্রস্তাব ভোর কমিটি উত্থাপন করেন। স্বাস্থ্যহানির জন্য ভারত-

বাসীর গড় আয়ুর হার ২৭ বৎসরে দাঁড়াইয়াছে। প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে যত লোক রোগে ভুগিয়া মারা যায় এবং কর্মের অনুপযোগী হয়, তাহা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

রেড্ ক্রশ সোসাইটি

অষ্ট্রিয়ানদের সঙ্গে তৃতীয় নেপোলিয়ানের যুদ্ধে প্রায় চল্লিশ সহস্র আহত সৈন্যের সেবার জন্য সুইস্ পর্যটক হেন্‌রী ডুনান্ট রেড্ ক্রশ প্রতিষ্ঠান গঠনে অগ্রণী হন। ১৮৬৩ সালে তাঁহার চেষ্টায় আহত সৈন্যদের নিরপেক্ষতা স্বীকৃত হয় এবং পর বৎসর জেনেভা সম্মেলনে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সেই হইতে রেড্ ক্রশ সোসাইটির অভ্যুদয় হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে আমেরিকার রেড্ ক্রশের সভাপতি হেন্‌রী ডেভিড্‌সনের নেতৃত্বে রেড্ ক্রশ সোসাইটি বেসামরিক জনগণের দুর্গতি মোচনে অগ্রসর হয়। ১৯১৮ সালে প্রেসিডেন্ট উইলসনের নেতৃত্বে লীগ অব্ নেশন্‌সের অনুমোদনে ৫৮টি জাতীয় রেড্ ক্রশ প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে একটি আন্তর্জাতিক লীগ অব্ রেড্ ক্রশ সোসাইটি জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে এই প্রতিষ্ঠান ১৯২০ সাল হইতে জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত আছে। ১৯৩৩ সালে পাঞ্জাব ও দিল্লীর বন্যায়, ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পে, ১৯৪২ সালে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার ঝড়ে রেড্ ক্রশ সেবা করিয়াছে। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় হইতে এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে দৈনিক প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার শিশু ও মাতাকে দুই সহস্র কেন্দ্র হইতে বাৎসরিক ৩০ লক্ষাধিক টাকার দুগ্ধ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছে। বাংলার দশটি জেলায় মাতৃসদন, বিদ্যালয়, শিশুখাদ্য বিতরণ, আধুনিক ধাত্রীগঠন ইত্যাদি কার্যের এক ব্যাপক পরিকল্পনা সোসাইটি গ্রহণ করিয়াছে। পরিকল্পনাটির ব্যয় ১৮ লক্ষ টাকা ধার্য হইয়াছে।

কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

ইহা কলিকাতা মহানগরীর উন্নতিকল্পে ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় এই প্রতিষ্ঠান কার্য করবে। আগামী পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় জমিদখলের জন্য ট্রাষ্ট ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং 'ইনজিনিয়ারিং' কার্যের জন্য ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা গঠনমূলক ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ট্রাষ্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সমস্ত কার্য এতদিন অসমাপ্ত ছিল তাহা এবং নগরের বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি নূতন কাজ ছাড়াও ট্রাষ্টের কার্য পূর্ব-কলিকাতা এলাকায় নিবদ্ধ থাকিবে—মানিকতলা ও ইটালী এলাকার উন্নতি সাধন।

মানিকতলা এলাকার উন্নতির জন্য ধাপা পাম্পিং স্টেশন হইতে আবর্জনার প্রধান নালাটি উত্তর কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত করা প্রথমেই দরকার এবং ট্রাষ্ট এই কার্যেই প্রথম হস্তক্ষেপ করিবে। চারিটি বস্তি-উন্নতির পরিকল্পনার মধ্যে আগামী পাঁচ বৎসরে দুইটি সম্পূর্ণ করা হইবে। ইহার জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। বাংলা সরকারের বস্তি-উন্নতি-পরিকল্পনাকে একই সঙ্গে কার্যকরী করা হইবে। ইহার জন্য ৩ বৎসর প্রতি বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে। ইহা ছাড়া পুনর্বসতির জন্য আদর্শ গৃহ নির্মানে ৮ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদের বিভিন্ন দলের সদস্যসংখ্যা

গত নির্বাচনের অব্যবহিত পরে বিভিন্ন দলের সদস্য-সংখ্যা নিম্নোক্তরূপ ছিল :—

বাংলা—কংগ্রেস ৮৭, মুসলিম লীগ ১১৪, ইউরোপীয় ২৩, জাতীয়তাবাদী মুসলমান ৩, তপশীল হিন্দু (স্বতন্ত্র) ৬, কম্যুনিষ্ট ৩, হিন্দুমহাসভা ১, কৃষক প্রজা (মুঃ) ৪, অন্যান্য ৯ ; মোট ২৫০।

বোম্বাই—কংগ্রেস ১২৮, মুসলিম লীগ ৩০, ইউরোপীয় ৬, স্বতন্ত্র ৫, হিন্দুমহাসভা ১, কম্যুনিষ্ট ২, রেডিক্যাল ডেমোক্রাট ১, অন্যান্য ২, ; মোট ১৭৫।

মাদ্রাজ—কংগ্রেস ১৬৫, মুসলিম লীগ ২৮, ইউরোপীয় ৭, স্বতন্ত্র ৮, কম্যুনিষ্ট ২, অন্যান্য ৪ ; মোট ২১৫।

যুক্তপ্রদেশ—কংগ্রেস ১৫৩, মুসলিম লীগ ৫৪, জাতীয়তাবাদী মুসলমান ৮, অরহব ১, স্বতন্ত্র ১২ ; মোট ২২৮।

পাঞ্জাব—কংগ্রেস ৫১, মুসলিম লীগ ৭৫, ইউনিয়নিষ্ট ২০ আকালী ২২, স্বতন্ত্র ৭ ; মোট ১৭৫।

বিহার—কংগ্রেস ৯৮, মুসলিম লীগ ৩৪, মোমিন ৫, আদিবাসী ৩, অন্যান্য ১২ ; মোট ১৫২।

মধ্যপ্রদেশ—কংগ্রেস ৯২, মুসলিম লীগ ১৩, মুসলমান স্বতন্ত্র ১, শ্রমিক ১, স্বতন্ত্র ২, তপশীল ফেডারেশন ১, হিন্দু মহাসভা ১, জমিদার ১, মোট ১১২।

আসাম—কংগ্রেস ৫৯, মুসলিম লীগ ৩১, ইউরোপীয় ৯, স্বতন্ত্র ৬, জমিয়ৎ-উল-উলেমা ৩ ; মোট ১০৮।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—কংগ্রেস ৩০, মুসলিম লীগ ১৭, আকালী ১, জাতীয়তাবাদী মুসলমান ২ ; মোট ৫০।

উড়িষ্যা—কংগ্রেস ৪৭, মুসলিম লীগ ৪, স্বতন্ত্র ৪, কম্যুনিষ্ট ১, মোট (নির্বাচিত) ৫৬।

সিন্ধু—কংগ্রেস ২১, মুসলিম লীগ ২৭, জাতীয়তাবাদী মুসলমান ৪, সৈয়দ পার্টি ৪, ইউরোপীয় ৩, শ্রমিক ১ ; মোট ৬০।

কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল (১, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা):—প্রাচ্যের প্রাচীনতম সাহিত্য ও বিজ্ঞান সঙ্ঘ। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। দুষ্প্রাপ্য বহু গ্রন্থ সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। সাধারণ সম্পাদক: ডাঃ কালিদাস নাগ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (২৪৩/১, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) —১৩০১ বঙ্গাব্দে দেশের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় স্থাপিত। প্রধান বাংলা-সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান। বাংলাব বিভিন্ন স্থানে ও বাংলার বাহিরেও কোন কোন স্থানে শাখা আছে। একটি মূল্যবান্ গ্রন্থাগার ও পুঁথিশালা আছে। পুরাযুগের বহু মূল্যবান্ সংগ্রহ ও চিত্র রমেশ ভবনে রক্ষিত আছে। সাধারণ সম্পাদক— সজনীকান্ত দাস।

ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স (২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা):—ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার কর্তৃক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। ভারতে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। বহু কৃতী বৈজ্ঞানিক এখানে গবেষণা করিয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছেন।

ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিট্যুট অব সায়েন্সেস্ অব ইণ্ডিয়া (১ পার্ক ষ্ট্রীট) —স্থাপিত ১৯৩৫; দেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার ও উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত।

দি ইন্‌ষ্টিট্যুট্ অব আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রি:—(হংকং হাউস, কলিকাতা) —কলা ও শিল্পের সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে স্থাপিত। বার্ষিক প্রদর্শনীতে বহুসংখ্যক চিত্রাদি প্রদর্শনের ও পুরস্কার বিতরণেব ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৫ সালে ২১,৫০০ টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন (বেলুড়):—প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ। স্থাপিত ১৯০৯। জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনসেবা—শিক্ষা বিস্তার, আর্তসেবা জন সাধারণের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতে প্রায় ১ শত ও ভারতের বাহিরে ২০টি শাখা আছে। সম্পাদক— স্বামী মাধবানন্দ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

আজ ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক উন্নতি এবং ভারতবাসীর মধ্যে স্বাধীনতা লাভের যে আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছে তাহা কংগ্রেসেরই দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফল।

ভারতবর্ষে কংগ্রেসই সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে কোন ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারেন। ১৮৮৫ সালে য্যালেন অক্টেভয়ান হিয়ুম নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস্-এর চেষ্টায় বোম্বাই নগরীতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ জাগরিত করা, বৃটেনের সঙ্গে সখ্যতার মধ্য দিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর কংগ্রেসের মধ্যে নূতন প্রাণ-সঞ্চার হইল। আসমুদ্র হিমাচল দেশাত্মবোধে জাগরিত হইয়া উঠিল এবং জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে লাগিল। ১৯২০ সালে দেশব্যাপী যে অসহযোগ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহা কংগ্রেসেরই নির্দেশে ও নেতৃত্বে। কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট 'ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্' দাবী করে কিন্তু তাহা পূরণ না হওয়ায় ১৯৩০ সালে সমস্ত দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পরে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন ও গান্ধীজীর মধ্যে চুক্তি হইয়া এই আন্দোলন স্থগিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজী বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। গোলটেবিল বৈঠকগুলিতে আলোচনার ফলেই ১৯৩৫ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে নূতন শাসন-প্রণালী অনুমোদন করেন এবং ১৯৩৭ সাল হইতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করিয়া কংগ্রেস বেশীর ভাগ প্রদেশেই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয় এবং মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ও বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়। সাময়িক মতবিরোধ

হওয়া সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারীদের সহিত মিলিত হইয়া কংগ্রেসের মন্ত্রী-মণ্ডলী দেশের উন্নতির জন্য একযোগে কাজ করিতে থাকেন। মাদকদ্রব্য-বর্জন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি নানাবিধ দেশহিতকর কার্য করিতে তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

১৯৩৯ সালে কংগ্রেস-কার্যকরী-সমিতির সহিত মত-বিরোধ হওয়ায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের স্থাপনা করেন। ইহাতে কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। ব্লককে কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন না এবং সুভাষচন্দ্র বসুকে ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ও সভ্যদের কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সুরুতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে যদি বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হন তবে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে এই যুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকবে। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি পৃথিবীর সমস্ত দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দেখিবার আশা পোষণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে মুক্ত দেখিতে উৎসুক। ভারতবাসীর বিনা সম্মতিতে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করায় কার্যকরী সমিতি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করে এবং দাবী করে যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে ও বর্তমানে যতদুর সম্ভব স্বাধীন রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে সুবিধা দেওয়া হউক। এ বিষয়ে বৃটিশ সরকারের অভিমত কংগ্রেসের মোটেই মনঃপূত হইল না এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এই মত ব্যক্ত করিল যে "ভারতবর্ষ বৃটিশ সরকারকে কোনরূপ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নহে" এবং কার্যকরী সমিতি সমগ্র প্রদেশ হইতে কংগ্রেস মন্ত্রীগণকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিল। সমস্ত প্রদেশ হইতে কংগ্রেস মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করিলেন এবং প্রদেশগুলিতে গভর্ণরেরা নিজহস্তে সমস্ত শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

১৯৪০ সালে রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভারতের জনসাধারণ পূর্ণ-স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য কোন জিনিষ গ্রহণ করিতে রাজী নহে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের শাসনবিধি গঠন করিতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমগ্র জাতির স্বাধীনতার জন্য। কংগ্রেস জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত দেশের প্রতিনিধি ও সেবক।

ইহার পর কংগ্রেসের নির্দেশে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। দলে দলে লোক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগদান করিয়া যুদ্ধের বিপক্ষে প্রচার করিয়া কারাবরণ করিল। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেল।

১৯৪১ সালে ভারত সরকার যুদ্ধে অধিকসংখ্যক ভারতীয়দের যোগদানের নিমিত্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারে অধিকসংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ করার জন্যএকটি জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠন করেন এবং বড়লাট বাহাদুরের শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বার্দোলীতে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স যখন ভারতে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব লইয়া আগমন করেন, তখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি নেতারা তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স দেশের সম্মুখে এই প্রস্তাব পেশ করেন যে যুদ্ধ শেষে ভারতবর্ষে "ডোমিনিয়ন্‌ ষ্ট্যাটাস্‌"-এর অনুরূপ শাসনক্ষমতা দেওয়া হইবে, কিন্তু যুদ্ধরত থাকাকালীন ভারতবর্ষের নিরপত্তার জন্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা বৃটিশ সরকারের হাতে থাকিবে। দেশবাসীর সহযোগিতায় ভারতের নৈতিক, সামরিক ও দ্রব্য-সম্ভারের সাহায্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারত সরকারের থাকিবে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবে সরাসরি গ্রহণ বা বর্জন করার মধ্যবর্তী কোন পন্থা না থাকায় কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়।

এই বৎসরে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সহিত মতদ্বৈত হওয়ায়, রাজাগোপালাচারী কার্যকরী সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। মুসলিম লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনাকে কংগ্রেস আদৌ সমর্থন করে না। পাকিস্থান পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া যদি মিলিতভাবে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে তাহা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়—এই মত পোষণ করায় রাজাগোপালাচারীর সহিত কংগ্রেসের মতবিরোধ হয়।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে বহিশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য এবং ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বর্দ্ধিত করার জন্য বৃটিশদের অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাওয়া প্রয়োজন। এই প্রস্তাবে তাহারা যদি সম্মত না হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস সমগ্র দেশব্যাপী অহিংস-ভাবে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে বাধ্য হইবে। ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে বোম্বাই নগরীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হইল। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যগণকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সমর্থক সমস্ত প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইল। ভারতের নেতৃ-স্থানীয় সকল কংগ্রেস কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। এইভাবে সহস্র সহস্র কংগ্রেসকর্মী কারারুদ্ধ হইলেন। গান্ধীজী প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে সমগ্র দেশব্যাপী এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইল। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ দেশব্যাপী হিংসামূলক ও অহিংস আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। রেললাইন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার, ডাকঘর, থানা প্রভৃতি সরকারী সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হইল। সরকারের পক্ষ হইতে এই আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। বহুস্থানে গুলীচালনা করা হইল। দেশব্যাপী এই হিংসামূলক কার্যের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করা হয়। ৮ই আগষ্ট সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর এই অভিমত প্রকাশ করিলেন যে তিনি

জানিতে পারিয়াছেন বে-আইনী ও কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসামূলক কার্যের জন্য কংগ্রেস কিছুকাল যাবৎ বিপজ্জনক আয়োজন করিতেছে। দেশব্যাপী এই হিংসামূলক কার্যের জন্য ও সরকার কর্তৃক কংগ্রেসকে এই সকল হিংসামূলক কার্যের জন্য দায়ী করাতে ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী ২১ দিন ব্যাপী অনশন করেন।

১৯৪৩ সালে ভারতের অদলীয় নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক অচল অবস্থা সমাধানের জন্য বড়লাট বাহাদুরের নিকট এক আবেদন করিলেন। ইহাতে কোন ফল হইল না।

যে ভারতরক্ষা আইনের বলে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়, তাহা ফেডারেল কোর্ট কর্তৃক অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় কিন্তু ভারত সরকার তৎক্ষণাৎ এক নূতন অর্ডিনান্স জারী করিয়া এই বে-আইনী কার্যকে আইন-সঙ্গত করিয়া লইলেন।

১৯৪৪ সালের মে মাসে মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির পরে মহাত্মা গান্ধী বড়লাট বাহাদুরের সহিত ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে পত্রালাপ করিতে থাকেন। ২১ জুন তারিখে গান্ধীজী এই অভিমত প্রকাশ করেন যে আগষ্ট আন্দোলনের হিংসামূলক কার্যের জন্য কংগ্রেস দায়ী নহে। ভারত সরকার কর্তৃক দেশব্যাপী সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তাহারা সাময়িক ভাবে আত্মসংযম হারাইয়া ফেলে। ইহার পর মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যগণের সহিত আলোচনা করিবার নিমিত্ত ভারত সরকারের অনুমতি চাহেন কিন্তু তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইল না।

৯ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে জিন্না-ভবনে গান্ধী-জিন্না আলোচনা সুরু হয়। মিঃ জিন্না পাকিস্থান পরিকল্পনাকে গ্রহণ করার উপর সমস্ত জোর দেওয়ায় মহাত্মা গান্ধী এই পরিকল্পনাকে অবাস্তব ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করায় এই আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের শেষভাগে সানফ্রান্সিসকো বৈঠকে

ভারতের নেতৃস্থানীয় কোন প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হন নাই। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বৈঠকের বাহিরে ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশার করুণ কাহিনী মর্মান্তিক ভাষায় প্রচার করিতে থাকেন। পৃথিবীর প্রধান রাষ্ট্র সমূহকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা অবজ্ঞাত করানোই তাঁহার প্রচারের মূল উদ্দেশ্য।

ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধান বিষয়ে বৃটিশ সরকারের সহিত পরামর্শ শেষ করিয়া ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৪ জুন বেতার বক্তৃতায় বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানকল্পে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবাবলী ঘোষণা করেন। প্রস্তাবের ফলে মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ ১৫ জুন মুক্তিলাভ করেন। কেন্দ্রে একটি নূতন শাসন পরিষদ গঠন সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য সিমলায় ২৫ জুন এক সম্মেলনে যোগদান করার জন্য ভারতের প্রধান রাজনৈতিকদল গুলির প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করেন। সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে ২১ জুন বোম্বাইতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশন আরম্ভ হয়। কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ বড়লাটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করেন।

পুনরায় সিমলায় গান্ধীজীর উপস্থিতিতে ৩ জুলাই হইতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠক আরম্ভ হয় এবং বৈঠকে বড়লাটের সহিত কংগ্রেসের কথাবার্তার বিভিন্ন বিষয়গুলির পর্যালোচনা করা হয়। বড়লাটের অনুরোধে তাঁহার পরিকল্পিত ভারতের নূতন শাসন পরিষদের জন্য ১৫ জন সদস্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া বড়লাটের নিকট পেশ করেন। ১৫ জুলাই কার্যকরী সমিতির দীর্ঘতম অধিবেশনের অন্যতম অধিবেশনটি শেষ হয়। ১৩ দিনের মধ্যে ১৮টি সভা হয়। ১৪ জুলাই বড়লাট নেতৃসম্মেলনের ব্যর্থতার সংবাদ ঘোষণা করেন।

১৩ সেপ্টেম্বর পুনরায় কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কার্যকরী সমিতিকে পরামর্শ দেন। ১৫ তারিখে কার্যকরী সমিতির

অধিবেশনে ১৯৪২ সালে ব্রহ্ম ও মালয়ে গঠিত ভারতীয় বাহিনীর বহু অফিসার ও সৈন্য-সামন্তের ভাগ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় গভর্ণমেণ্ট বর্তমান গভর্ণমেণ্টের কোন চুক্তি মানিতে বাধ্য থাকিবে না, এই মর্মেও এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩ বৎসর পরে ১৯৪৫-এর ২১ সেপ্টেম্বর বোম্বাই নগরীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতবাসী আগষ্ট বিপ্লবে যে অসীম সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছে এবং পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে তাহার জন্য দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাইয়া এই অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৯৪২ সালের আগষ্ট প্রস্তাব নিম্নলিখিতভাবে গ্রহণ করা হয়—"বিশ্বশান্তির জন্য ভারতের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করিয়াই পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইবে। ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন জাতির মর্যাদা দেওয়া আবশ্যক এবং ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই বিশ্বের স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য অন্যান্য জাতির সহিত সহযোগিতা করিবে।"

তৃতীয় দিনের অধিবেশনে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহেরু ঘোষণা করেন যে লীগের নেতৃবর্গের সহিত কংগ্রেস আপোষের জন্য আর কোনরূপ আলাপ আলোচনা চালাইবে না।

১৯৪৫ সালের ৭ ডিসেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে যে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তন্মধ্যে একটিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে ব্রহ্ম ও মালয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষনের ভার অর্পণ করা হয়। চতুর্থ দিনের অধিবেশনে আগামী প্রাদেশিক আইন সভার কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তাহারের অনুমোদন করা হয়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া এই ইস্তাহার প্রস্তুত করা হয়।

১৯৪৬ সালের ১২ মার্চ বোম্বাইতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১৫ তারিখের অধিবেশনে খাদ্য সঙ্কট সম্বন্ধে একটি কার্যক্রম রচনা করা হয় এবং বিশেষ জোরের সহিত একথা জানান হয় যে খাদ্যসঙ্কট প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থাই ফলপ্রদ হইতে পারে না যদি জনসাধারণের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা না থাকে।

১৮ মার্চ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মালয়ের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য সিঙ্গাপুর পৌঁছেন ও বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

১২ এপ্রিল দিল্লীতে কার্যকরী সমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের সঙ্গে যে সব আলাপ আলোচনা করেন এই অধিবেশনে তাহার পর্যালোচনা করা হয়।

কংগ্রেসের সভাপতি—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ; কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, আসফ আলী, শঙ্কররাও দেও, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, খান আবদুল গফুর খান, হরেকৃষ্ণ মহতাপ, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ। সাধারণ সম্পাদক—আচার্য জে, বি, কৃপালনী।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি—সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ; (সেক্রেটারী)সম্পাদক—কালীপদ মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিগণ :—

বৎসর	স্থান	সভাপতি
১৮৮৫	বোম্বাই	ডব্লিউ, সি, বনার্জি
১৮৮৬	কলিকাতা	দাদাভাই নৌরজী
১৮৮৭	মান্দ্রাজ	বদরুদ্দিন তায়েবজী
১৮৮৮	এলাহাবাদ	জর্জ ইউল্
১৮৮৯	বোম্বাই	স্যার ডব্লিউ ওয়েডারবার্ণ

১৮৯০	কলিকাতা	স্যার পি, মেটা
১৮৯১	নাগপুর	পি, আনন্দ চার্লু
১৮৯২	এলাহাবাদ	ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জি
১৮৯-	লাহোর	দাদাভাই নৌরজী
১৮৯৪	মান্দ্রাজ	এ্যালফ্রেড ওয়েব
১৮৯৫	পুনা	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
১৮৯৬	কলিকাতা	আর, এম, সয়ানি
১৮৯৭	অমরাবতী	সি, শঙ্করণ নায়ার
১৮৯৮	মান্দ্রাজ	আনন্দমোহন বসু
১৮৯৯	লক্ষ্ণৌ	রমেশচন্দ্র দত্ত
১৯০০	লাহোর	এন, জি চন্দ্রভারকার
১৯০১	কলিকাতা	ডি, ই, ওয়াচা
১৯০২	আমেদাবাদ	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
১৯০৩	মান্দ্রাজ	লালমোহন ঘোষ
১৯০৪	বোম্বাই	স্যার হেন্‌রী কটন
১৯০৫	বেনারস	জি, কে, গোখেল
১৯০৬	কলিকাতা	দাদাভাই নৌরজী
১৯০৭	সুরাট	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৮	মান্দ্রাজ	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৯	লাহোর	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য
১৯১০	এলাহাবাদ	ডব্লিউ ওয়েডারবার্ণ
১৯১১	কলিকাতা	বিষেণ নাথ ধর
১৯১২	পাটনা	আর, এন, মুধোলকার
১৯১৩	করাচী	নবাব সৈয়দ মহম্মদ
১৯১৪	মান্দ্রাজ	ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৯১৫	বোম্বাই	সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
১৯১৬	লক্ষ্ণৌ	অম্বিকা চরণ মজুমদার

১৯১৭	কলিকাতা	ডাঃ এ্যানি বেশান্ত
১৯১৮	দিল্লী	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য
১৯১৮	বোম্বাই (বিশেষ অধিবেশন)	হাসান ইমাম্
১৯১৯	অমৃতসর	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
১৯২০	নাগপুর	সি, বিজয় রাঘবাচারী
১৯২০	কলিকাতা (বিশেষ অধিবেশন)	লালা লাজপৎ রায়
১৯২১	আমেদাবাদ	হাকিম আজমল খাঁ
১৯২২	গয়া	চিত্তরঞ্জন দাশ
১৯২৩	কোকনাদ	মহম্মদ আলি
১৯২৩	দিল্লী (বিশেষ অধিবেশন)	আবুল কালাম আজাদ
১৯২৪	বেলগাঁ	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
১৯২৫	কাণপুর	সরোজিনী নাইডু
১৯২৬	গৌহাটি	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
১৯২৭	মান্দ্রাজ	ডাঃ এম, এ, আনসারি
১৯২৮	কলিকাতা	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
১৯২৯	লাহোর	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৩১	করাচী	বল্লভভাই প্যাটেল
১৯৩২	দিল্লী	শেঠ রণছোড়লাল
১৯৩৩	কলিকাতা	নেলী সেনগুপ্তা
১৯৩৪	বোম্বাই	রাজেন্দ্র প্রসাদ
১৯৩৫	লক্ষ্ণৌ	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৩৭	ফৈজপুর	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৩৮	হরিপুরা	সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩৯	ত্রিপুরি	সুভাষচন্দ্র বসু
	(পদত্যাগ করার পর	ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ)
১৯৪০	রামগড়	আবুল কালাম আজাদ

হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা বহুদিন পূর্বেই অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই উহার কার্যধারা আবদ্ধ ছিল। বীর সাভারকারের হিন্দু মহাসভায় যোগদানের পর হইতেই যেন ইহার নূতন প্রাণ সঞ্চার হইল এবং ইহার কার্যধারার সীমা বর্দ্ধিত হইয়া গেল। ১৯৩৯ সালে হিন্দু মহাসভার বাৰ্ষিক অধিবেশনে ভারতবর্ষকে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার-মার্কা 'ডোমিনিয়ন-ষ্টেটাস' অবিলম্বে প্রদান করার জন্য একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। হিন্দুমহাসভার কর্মপন্থা—(১) হিন্দু স্বার্থরক্ষা ও তাহার সংগঠন (২) হিন্দু-নারীর আদর্শের পুনঃপ্রবর্তন (৩) জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (৪) গোজাতির রক্ষা (৫) হিন্দুজাতিচ্যুতদের পুনঃগ্রহণ ও অন্য জাতির লোকদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা (৬) হিন্দুজাতির সামরিক শক্তির পূর্ণ জাগরণ এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিকরণ (৭) অনাথ আশ্রম গঠন (৮) হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন (৯) হিন্দু জাতির ধর্ম, শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থের উন্নতিবিধান।

১৯৪০ সালে মাদুরায় বীর সাভারকারের সভাপতিত্বে মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে অধিক সংখ্যক হিন্দুর যুদ্ধের বিভিন্ন বিভাগে যোগদানের পক্ষে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন, রামসেনা-বাহিনীর প্রসার প্রভৃতি আটটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অধিবেশনে এই প্রস্তাবও গৃহীত হয় যে যুদ্ধশেষের এক বৎসরের মধ্যেই যেন ভারতবর্ষকে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার মার্কা 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' দেওয়া হয় এবং অখণ্ড হিন্দুস্থানকে যেন বিভক্ত না করা হয়। ১৯৪১ সালের ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে ভারত-সরকার যদি এই প্রস্তাবগুলির সদুত্তর না দেন তবে দেশব্যাপী একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করার পক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারত-সরকার কেবলমাত্র প্রথম প্রস্তাবের উত্তর দেন।

১৯৪১ সালের জুন মাসে কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার এক সাধারণ অধিবেশনে সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত

হয়। এই সভাতেই হিন্দু-স্বার্থের ক্ষতিকর মুসলীম-লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনাকে বাধা দেওয়ার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিহার সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও ভাগলপুরে ১৯৪১ সালে মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন করার প্রস্তাব মহাসভার কার্যনির্বাহক সমিতির দ্বারা গৃহীত হয়। বীর সাভারকার, ডাঃ মুঞ্জে, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতারা ভাগলপুর যাত্রার পথে গ্রেপ্তার হন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ভাগলপুরের নিকটে কলগাঁও ষ্টেশনে আটক রাখিয়া বিহার হইতে বহিষ্কারের আদেশ জারী করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর লালা নারায়ণ দত্তের সভাপতিত্বে দেবীপ্রসাদ ধর্মশালায় আনুষ্ঠানিক বার্ষিক অধিবেশন হয়।

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের ভারত-শাসন সংস্কারের প্রস্তাবে সরাসরি গ্রহণ অথবা বর্জন করার মধ্যবর্তী কোন পন্থা না থাকায় মহাসভার এ প্রস্তাব বর্জন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। হিন্দু স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ প্রস্তাব সরাসরি গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়।

১৯৪৩ সালে ২৫শে ডিসেম্বর অমৃতসরে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার রজত জয়ন্তী অধিবেশন হয়। দেশের বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও অবিলম্বে ভারতবর্ষকে জাতীয় স্বাধীনতা প্রদান না করায় এবং অবিলম্বে জাতীয় শাসন পরিষদ গঠন না করায় বৃটিশ সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সভায় এই মত প্রকাশ করা হয় যে ভারতকে বহিঃশত্রুর হাত হইতে রক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য (১) ভারত-সচিব আমেরীকে অবিলম্বে অপসরণ করা উচিত (২) রাজনৈতিক অচল-অবস্থার অবসান হওয়া উচিত (৩) রাজবন্দী ও অন্তরীণদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক এবং (৪) ভারত-রক্ষার জন্য দেশের সমস্ত সম্পদ যাহাতে উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়, সেজন্য সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে একত্রে মিলিত করিয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করা হউক।

১৯৪৪ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিলাসপুরে মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশন হয়। এবং হিন্দু মহাসভার মূলনীতি অপরিবর্তিত রহিয়া যায়।

লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের জুন মাসে সিমলায় যে বৈঠক আহ্বান করেন, তাহাতে হিন্দু মহাসভার কোন প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। ২৪ জুন পুণাতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সমিতির এক বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়—"সিমলা বৈঠকে হিন্দু মহাসভাকে নিমন্ত্রণ না করাতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হয় যে বৃটিশ শাসনকে ভারতে দৃঢ়ভাবে স্থায়ী করার জন্য ভারতীয়দের মধ্যে একতা নষ্ট করিয়া ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন বৃটিশ সরকার এড়াইয়া চলিতেছে। বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া এবং বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া হিন্দুদিগকে সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দু মহাসভাই হিন্দুদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। হিন্দুমহাসভাকে বাদ দিয়া সিমলা বৈঠকে কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলেও হিন্দুজাতি তাহা গ্রহণ করিবে না।"

সভাপতি—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কার্যকরী সভাপতি—ভোপৎকার

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি—নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯০৬ সালে লীগের জন্ম কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার কার্য্যকলাপ ও সভ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের নূতন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচনে সমস্ত প্রদেশেই মুসলিম লীগ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করে এবং একাধিক প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গঠনে সক্ষম হয়। কংগ্রেস সম্প্রদায় নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এবং ইহাতে অনেক মুসলমান সদস্যও আছেন। লীগের অভিযোগ

এই যে কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না এবং সেইজন্ত কংগ্রেসের মধ্যে বহু মুসলমান সদস্য থাকা সত্ত্বেও মুসলীম লীগ কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

যুদ্ধ ঘোষণার পর লীগের কার্যকরী সমিতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ চালাইতে হইলে মুসলমানদের সহযোগিতা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের একান্ত প্রয়োজন এবং সেইজন্য মুসলমানদের মুখপাত্র মুসলিম লীগের উপর আস্থা স্থাপন করা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রয়োজন।

লীগ কংগ্রেসকে হিন্দুগণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে। লাহোর অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিকে স্বতন্ত্র করা হউক। এই দ্বিখণ্ড ভারতবর্ষে পৃথকভাবে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন করা হউক। ইহাই পাকিস্থান পরিকল্পনা নামে অভিহিত।

সম্প্রতি অন্যান্য মুসলমান প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়াতে মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি বলা চলে না। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিখিল ভারত মোমিন সভার সভাপতি সেখ মহম্মদ জহিরুদ্দিন ঘোষণা করেন যে নিখিল ভারত মোমিন সম্প্রদায় মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করে না ও সাড়ে চার কোটি মোমিন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি "নিখিল ভারত মোমিন সভা"। মোমিন সম্প্রদায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কামনা করে।

বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের বিস্তার এবং জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠিত হইলে মিঃ জিন্নার বিনা অনুমতিতে মুসলিম লীগের কয়েকজন সদস্য তাহাতে যোগদান করেন। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহার জন্য লীগের পক্ষ হইতে, তাঁহাদের উপর শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। মিঃ ফজলুল হক ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তিনি মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতি ও লীগের পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশরক্ষা

পরিষদের সদস্যপদও ত্যাগ করেন। ইহার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন করাতে মিঃ ফজলুল হককে মুসলীম লীগ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

ভারত শাসন সংস্কার প্রস্তাব লইয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ভারতবর্ষে আসিলে মিঃ জিন্না ঘোষণা করেন যে পাকিস্থান পরিকল্পনা গৃহীত না হইলে মুসলিম লীগ স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের কোন প্রস্তাবেই সম্মত নহে।

কংগ্রেসের "বৃটিশদের ভারত-ত্যাগ" প্রস্তাবে লীগের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করা হয় এবং তাহাদের অভিমত এই যে কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে নিজেরা শাসনভার গ্রহণ করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীনে আনিতে চায় এবং দেশে হিন্দু প্রাধান্য বিস্তার করিতে চায়। ইহার পর হইতে মুসলিমলীগ পাকিস্থান পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার চেষ্টাই বিশেষভাবে করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৩ সালের মুসলিম লীগের সমগ্র ক্রিয়া কলাপেই পাকিস্থান পরিকল্পনাকে ফলবতী করিবার চেষ্টাই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। তাহাদের মতে পাকিস্থান ব্যতীত ভারতে শান্তি স্থাপনা সম্ভব নয়।

১৯৪৪ সালে মিঃ জিন্না পাঞ্জাবে কোয়ালিশন লীগ মন্ত্রী সভা গঠন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি এ বিষয়ে বিফল মনোরথ হন। সিন্ধু প্রদেশেও লীগ মন্ত্রী সভার অবস্থা ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার মধ্যে আলাপ আলোচনা হয় কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। ১৯৪৪ সালে ডিসেম্বর মাসে করাচীতে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মিঃ জিন্না ঘোষণা করেন যে এখন হইতে তাঁহারা রাজনীতি অপেক্ষা গঠনমূলক কার্যেই অধিকতর মনোনিবেশ করিবেন।

১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে বাংলার লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর পতন হয়।

সিমলা বৈঠকে বড়লাট কেন্দ্রে নূতন পরিষদগঠনের জন্য মুসলিম লীগকেও সদস্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে বলেন। ৬ জুলাই তারিখে লীগের

কার্যকরী সমিতির বৈঠক আরম্ভ হয় এবং উহাতে এই তালিকা না পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি

প্রধানতঃ শ্রমিকদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাশিয়ার আদর্শে এদেশে গণতন্ত্র ও শ্রমিকরাজ স্থাপনই এই পার্টির উদ্দেশ্য। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ শোনা যায়—তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারল সেক্রেটারী মিঃ পি, সি, যোশী কংগ্রেসের নিকট প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, রাজাগোপালাচারী অথবা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর উপর ভারার্পণ করা হউক। শ্রীযুত দেশাই কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য করেন যে কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা আগষ্ট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

জেনারেল সেক্রেটারী—পি, সি, যোশী

র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর, বিশেষ করিয়া—১৯৪০ এর জুন মাসে ফ্রান্সের পতনের পর "র‍্যাডিক্যাল"-পন্থীরা ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে, মিত্রপক্ষকে সমর্থন করিয়া তাহাদের মত প্রচার করায় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফাসিস্ত বিরোধী দিবস পালন করায় শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁহার সমর্থনকারীদের কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা সকলে ডিসেম্বর মাসে উপরোক্ত দল গঠন করেন। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পার্টির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার করা হয়। 'ইণ্ডিয়ান্ ফেডারেশন অব লেবার' ইহার সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

> "স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন দুঃখ বা ত্যাগই অধিক নহে। বরং স্বাধীনতার জন্য আমরা যত বেশী উচ্চ মূল্য দিব, ততই উহা আমাদের কাছে প্রিয়তর হইবে।" —মহাত্মা গান্ধী

বাংলা সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপসাধন, জলসেচনের উন্নতিবিধান, উপার্জনের বিভিন্ন পন্থা দেশবাসীর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতি-সাধন, আনুসঙ্গিক শিল্পের উন্নতিবিধান, কৃষি, পশুচিকিৎসা, জনস্বাস্থ্যের ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, সাড়ে তিন হাজার মাইলের অধিক নূতন রাস্তা নির্মাণ, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মিঃ সার্জেন্টের শিক্ষা পরিকল্পনাকে আংশিকভাবে গ্রহণ, শাসনতন্ত্রের উন্নতিবিধান—এইগুলিই বাংলা সরকারের পঞ্চবার্ষিক যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনায় গৃহীত হইয়াছে।

বিশ বছরের পরিকল্পনায় যেগুলি আশু ও একান্ত প্রয়োজনীয় সেইগুলিই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে।

দেশের উন্নতিসাধনে কৃষির উন্নতিই সর্বপ্রথম প্রয়োজন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ সাধন পরিকল্পনায় প্রথমে বরিশাল, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী এবং সুন্দরবন অঞ্চলে কার্য আরম্ভ হইবে। ইহাতে প্রায় ১১ বৎসর সময় লাগিবে, কিন্তু ৬ বৎসর কাজ করার পর এই কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকিবে, যাহাতে ২৩ বৎসরের মধ্যেই সমগ্র বাংলাদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব হয়। ইহার জন্য ১২ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে।

জল সেচনের উন্নতিকল্পে দুইটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথমটি দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা—ইহাতে হাওড়া, হুগলী এবং বর্দ্ধমান জেলার উন্নতিসাধন হইবে। দ্বিতীয়টি—খাটাগাতে জল সঞ্চয়ের নিমিত্ত বৃহৎ জলাধার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করাও সম্ভব হইবে। ইহাতে বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাঞ্চল উপকৃত হইবে।

বাংলাদেশের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে ছোট ছোট অনেকগুলি পরিকল্পনা ছাড়াও ৪৭টি জলসেচন ও জলনিষ্কাশন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে। ইহাতে কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি ছাড়া জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধানের উন্নতিসাধন হইবে। জলসেচন ও জলনিষ্কাশন পরিকল্পনাতে ৩৭ কোটি টাকা খরচ ধরা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২০ লক্ষ বিঘা জমি চাষের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়া আছে। এই জমির উদ্ধার ও উন্নতি সাধন করা, জমি-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে প্রধানতম। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৬ লক্ষ বিঘারও অধিক জমি চাষোপযোগী করা হইবে। আর একটি পরিকল্পনায় প্রায় ১০ হাজার যুদ্ধ-ফেরত সৈন্যের পুনর্বসবাসের নিমিত্ত ৬ লক্ষ বিঘা জমি চাষোপযোগী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চাষের সুবিধার্থে যৌথ প্রথায় চাষ-আবাদের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনাতে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে—প্রতি ৬টি ইউনিয়নের জন্য একজন কৃষিকার্যে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও একজন কামদার নিযুক্ত করা হইবে। উদ্ভিদ বিষয়ে গবেষণার নিমিত্ত ঢাকাতে প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং ইহা ব্যতীত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ১২টি কেন্দ্র থাকিবে। প্রত্যেক থানায় একটি করিয়া শস্যাগার থাকিবে এবং শস্য-বীজ বর্দ্ধিত করার জন্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া সরকারী কৃষিক্ষেত্র থাকিবে। কচুরী-পানার বিনাশ সাধন করা হইবে। কৃষি-বিষয়ক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা লাগিবে।

গবাদি পশুর উন্নতিকল্পে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পশু চিকিৎসা বিভাগের উন্নতি বিধান করা হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রজননের জন্য ৫টি পশু-গবেষণাগার স্থাপন করা হইবে। প্রত্যেক থানায় একটি করিয়া পশু চিকিৎসালয় খোলা হইবে। ইহাতে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা লাগিবে।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাতে ৩,৫০০ মাইল রাজপথ নির্মাণ করা হইবে। ইহার মধ্যে ৯০০ মাইল কেন্দ্রীয় রাজপথ ও ২,৬০০ মাইল প্রাদেশিক রাজপথ। ২০ বৎসরের পরিকল্পনাতে ১,২০০ মাইল (৫০ হাজার বিদ্যালয় ও ২ লক্ষ ৫০ হাজার ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক-) কেন্দ্রীয় রাজপথ ও ৬,৩০০ মাইল প্রাদেশিক রাজপথ ও ২০ হাজার মাইল গ্রাম্যপথ নির্মিত হইবে। পাঁচ শতাধিক লোকের বসতি সম্পন্ন সমস্ত গ্রামগুলিকে রাস্তার দ্বারা যুক্ত করা হইবে।

জলপথে গমনাগমনের সুবিধার জন্য বৎসরের সব সময়েই ১২টি রাস্তা চালু রাখা হইবে। ইহার মধ্যে চারটিতে বিভিন্ন প্রদেশের সহিত যোগাযোগ রাখা সম্ভব হইবে।

যুদ্ধ ফেরত সৈন্যগণের পুনর্বসতির সুবিধার জন্য ও যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে "টেক্‌নিশিয়ানদের" শিক্ষার জন্য কতকগুলি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। রেশম শিল্প ও মৎস্য চাষের উন্নতির দিকে খুব বেশী নজর দেওয়া হইবে।

রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট জাতের গুটিপোকা উৎপন্ন ও চাষের জন্য সেগুলিকে বিতরণের ব্যবস্থা করা হইবে। গ্রামের লোকদের এই চাষের সাহায্যের জন্য এই বিষয়ে শিক্ষিত লোক নিযুক্ত করা হইবে।

বাংলাদেশ মৎস্য-চাষের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র এবং বঙ্গোপসাগরই পৃথিবীর মৎস্য চাষের দ্বিতীয় সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। মৎস্য-চাষের উন্নতির নিমিত্ত এবং মাছ চালান দেওয়ার সুবিধার্থে বহু সংখ্যক জলযান নিযুক্ত থাকিবে। মৎস্য চাষের উন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিভিন্ন উপায়ে মৎস্য শিকার প্রণালীর গবেষণার নিমিত্ত গবেষণাগার স্থাপিত হইবে। ইহার জন্য ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে।

বঙ্গীয় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যাহাতে অধিকতর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে এবং ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য শিল্পের উন্নতির দিকেও নজর দেওয়া হইবে।

শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা করা হইবে এবং কলিকাতার ৫০ হাজার বস্তি-বাসিন্দার বাসস্থানের উন্নতি বিধান করা হইবে।

শিক্ষা পরিকল্পনা বহুল পরিমাণে মিঃ সার্জেন্টের পরিকল্পনার অনুরূপ হইবে। বাংলাদেশের ৭৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। অবশ্য-গ্রহণীয় প্রাথমিক শিক্ষা যাহাতে দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হয়, সেজন্য সকলপ্রকার ব্যবস্থা করা হইবে।

স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধে আধুনিক প্রণালীতে গ্রামবাসীদের শিক্ষিত করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

যদিও জন-শিক্ষার জন্য গোড়ায় ৮ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিক্ষাবাবদ মোট ২৫ কোটি টাকা খরচ করা হইবে।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের উন্নতির জন্য বর্তমানের সমস্ত হাসপাতালগুলি আধুনিক প্রথায় সুসজ্জিত ও উন্নত ধরণের করিতে হইবে। সমগ্র প্রদেশের জন্য কমপক্ষে ১৬,৪০০ হাসপাতাল-বেড্ দরকার। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে বর্তমানের বেড গুলিকে বাড়াইয়া ৮,৯০০তে পরিণত করিতে হইবে এবং ৫০০ নূতন চিকিৎসালয় পল্লী অঞ্চলে স্থাপন করা হইবে। এই সকল চিকিৎসালয়ে ২ জন করিয়া চিকিৎসক থাকিবেন। বর্তমানের মোট ১,৭২৯টি চিকিৎসালয় ব্যতীত আরও ১০০টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় থাকিবে।

নার্স ও চিকিৎসকদের 'ট্রেনিং'-এর ব্যবস্থা করা হইবে এবং তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যের চেষ্টা করা হইবে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য প্রভূত চেষ্টা ও সেজন্য প্রচুর অর্থব্যয় করা হইবে।

সমবায় সমিতিগুলির প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইবে। এই সমিতিগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়া যাহাতে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মৎস্য-ব্যবসায়ীদের পুনর্বসতি এবং তাঁত-শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

সরকারী ও বে-সরকারী বনগুলিকে সংস্কার করিয়া বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে। যে সব অঞ্চলে বন-জঙ্গল নাই, সে সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করা হইবে, যাহাতে বন্যা ও খোয়াইয়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং চাষেরও সুবিধা হয়। এই বাবদ ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে।

সাধারণ শাসন ব্যবস্থার উপর আরও জোর দেওয়া হইবে। রাওল্যাণ্ড কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থার উন্নতি করা হইবে। এই পরিকল্পনাতে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

নগরগুলির উন্নতির জন্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন এবং জলপ্রবাহে

উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ করা হয় নাই বটে, তবে সেগুলি বিবেচনা করা হইতেছে।

এই পঞ্চ-বার্ষিকী যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে সর্বসমেত মোট ১৫৯ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। কেন্দ্রীয় রাজপথ নির্মাণের ব্যয় ভারত সরকার বহন করিবেন। সুতরাং এই খরচ বাদ দিলে বাংলা সরকারের মোট ১৪৫ কোটি টাকা খরচ হইবে।

এই পরিকল্পনাতে অর্থের যে অঙ্ক ধরা হইয়াছে তাহা অপরিহার্য। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলা "ঘাটতি" প্রদেশ থাকায়, কোনও-রূপ উন্নয়ন-কার্যে প্রাদেশিক সরকার হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং সেই জন্যই এই অঙ্ক হয়ত বেশী মনে হইতে পারে। এই পরিকল্পনার সমস্ত অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য বাংলা সরকারের নাই। ভারত সরকার ৬.১ কোটি টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। রাজস্ব ও অন্যান্য আয় বর্দ্ধিত করিয়াও বাহির হইতে সাহায্য না পাইলে এই ব্যয় সংকুলান বাংলা সরকারের পক্ষে দুঃসাধ্য।

কলিকাতা কর্পোরেশন

আয়—ব্যয়

	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫
মোট আয়	২,৫৮,৭৬,০০০৲*	২,৫৮,৬৪,০০০৲*	২,৭৩,০৩,০০০৲*
ব্যয়	২,৩০,০৯,০০০৲	২,৭৫,৬৪,০০০৲	২,৭৩,০৩,০০০৲

[*—এই অঙ্কে সরকারী সাহায্য, স্থায়ী তহবিল হইতে গৃহীত অর্থ প্রভৃতিও ধরা হইয়াছে।]

কলিকাতার রেজিষ্টিকৃত জন্মের হার

বৎসর—	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৫-৪৫
জন্মের হার—	১৯,৭১৩	২০,৩৮৬	২২,০৭৮

প্রধান রোগ সমূহে কালকাতার মৃত্যুর হার (১৯৪৪-৪৫)

রোগের নাম	মৃত্যু সংখ্যা	রোগের নাম	মৃত্যু সংখ্যা
কলেরা	১,৬০৬	অন্যান্য জ্বর	১,৪১৪
বসন্ত	৮,৩২৫	আমাশয়	২,৫৮০
প্লেগ	৩	পেটের পীড়া	১,৩৮৭
হাম	১৫২	ক্ষয় রোগ	৩,০৪৯
ম্যালেরিয়া	৩,৫২৩	নিউমোনিয়া	৪,১৫৭
টাইফয়েড	১,৩৮১	অন্যান্য শ্বাসপ্রণালীর রোগ	২,৯২৯
কালাজ্বর	২৫৩	আঘাত	৯৭১
মেনিনজাইটিস	৫৪২	অন্যান্য কারণ	১৯,৫৪৭
ইনফ্লুয়েঞ্জা	১৭১	মোট—	৫১,৯৯২

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

বালকদের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৪৯
বালিকাদের জন্য ,, ,,	৮৫
ছাত্র সংখ্যা—	১৮,৮৮৮
ছাত্রী সংখ্যা—	১৫,৩৭৩
শিক্ষকের সংখ্যা—	৬৫৬
শিক্ষয়িত্রীর ,,	৩৭৯

বাৎসরিক ব্যয় ('৪৪-৪৫) ১১ লক্ষ টাঃ

[৯নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্য-গ্রহণীয়]

রাস্তার আলো

গ্যাস বাতি--	১৯,০০০
ইলেক্ট্রিক ,,	৮,৯৭৬
তেলের ,,	৩৫২

* * *

রাস্তার দৈর্ঘ্য -- ৪১০ মাইল

* * *

পাকা বাড়ীর সংখ্যা—

(১. ৪. ৪৫)—৭৫,৬২৭

"মিউনিসিপালিটির উদ্দেশ্য কী? কেবলমাত্র সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ নয়, সহযোগিতা ও জনসেবাকে আদর্শ ক'রে সুন্দর নরনারী এবং স্বাস্থ্যবান ও প্রগতিশীল জাতি গড়ে তোলাই তার কাজ।"

—পণ্ডিত জওহরলাল

বাংলা দেশের মিউনিসিপালিটিসমূহ— চেয়ারম্যানগণের নাম, বার্ষিক আয় ও লোক সংখ্যা

মিউনিসিপালিটির নাম	চেয়ারম্যানের নাম	বার্ষিক আয় (টাকা)	লোক সংখ্যা
বৰ্দ্ধমান	এস, কে, বোস	৪,২৮,৫০০	৬২,৯১০
কালনা	তারাপদ ঠাকুর	৫২,৬৬২	১২,৫৬২
কাটোয়া	মনিমোহন চন্দ্র	৪০,৩৪২	১১,২৮৩
দাঁইহাট	কাজি মহম্মদ হোসেন	১২,০০০	৫,০৩৬
রাণীগঞ্জ	ডাঃ এম, এন, ঘোষ	৮৫,৩৩৬	২২,৮৩৯
আসানসোল	রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ রায়	২,০০,০০০	৫৫,৭৯৭
সিউড়ি	রায় সাহেব দেবেন্দ্রকুমার মুখার্জি	৫৬,৭০০	১৫,৮৬৭
বাঁকুড়া	তারাগতি সামন্ত	১,৪২,৪১১	৪৬,৬১৭
বিষ্ণুপুর	নরেন্দ্রনাথ কর	২৭,০০০	২৪,৯৬১
সোনামুখী	উমাপ্রসাদ চ্যাটার্জি	১০,০০০	১৪,৬৬৭
মেদিনীপুর	রায় সাহেব ক্ষিতিশচন্দ্র দত্ত	১,৭৩,৭০৮	৪৩,১৭১
তমলুক	মন্মথনাথ বসু	২৩,০০০	১২,০৭৯
ঘাটাল			
চন্দ্রকোণা	সুরেন্দ্রনাথ সাঁতরা	৯,৬০০	৬,৪১১
রামজীবনপুর			
ক্ষীরপাই	শচীপতি রায়	৫,৪৫০	৪,৪০০
খড়ার			
হুগলী-চুঁচুড়া	রায় বাহাদুর জে, এন, মুখার্জি	২,৭৫,০০০	৪৯,০৮১
বাঁশবেড়ে	রতন চন্দ্র কুণ্ডু	৭২,০০০	২৫,৭০০
শ্রীরামপুর	কানাইলাল গোস্বামী	৩,৬৮,০০০	৫৫,৩৩৯
বৈদ্যবাটি	অমরেন্দ্র নাথ সেন	৬৬,০০০	২৯,৮২৫

মিউনিসিপালিটির নাম	চেয়ারম্যানের নাম	বার্ষিক আয় টাকা	লোক সংখ্যা
চাঁপদানি	রাজেন্দ্রনাথ নিয়োগী	৮৭,০৩০	৩১,৮৩৩
ভদ্রেশ্বর	এ, কে, মুখার্জি	৫৪,১৭৯	২৭,৬৭৩
রিষড়া	বটকৃষ্ট ঘোষ	৫০,০৪০	২৩,৬৯০
কোন্নগর	নৃসিংহদাস বসু	৪০,০০০	১৮,০০০
কোটরাং	জ্ঞানরঞ্জন মল্লিক	২৭,৫৬৪	১০,৪০১
উত্তরপাড়া	অমরনাথ মুখার্জি	৬৪,৯০৫	১৩,৬১০
আরামবাগ	নির্মলচন্দ্র পাল	১৬,২৭৩	৮,৯৯২
হাওড়া	শৈলকুমার মুখার্জি	২৩,০০,০০০	৩,৭৯,৫৭৬
বালি	শরৎচন্দ্র আটা	২,১৩,৮৬০	৬৫,০০০
কাঁচড়াপাড়া			
হালিসহর	বি, এন, মুখার্জি	৫০,৫১৬	২৫,৮০৪
নৈহাটী	সি, ডি, লিচ্	১৪০৯৩৪	৪২,২০০
ভাটপাড়া	মনিমোহন মুখার্জি	৩.০০,০০০	১,১৭,০০০
গারুলিয়া			
নর্থ বারাকপুর	জি, বি, মণ্ডল	৬০,০০০	৩০,০০০
বারাকপুর	পরেশ নাথ সেন	৬৪,৮৫৪	২১,৭৭৩
টিটাগড়	আর, কোয়ার্লি	১,৬৪,৬৯৭	৫৭,৪১৬
খড়দহ	চারুচন্দ্র সেন	২৮,১১৬	৯,৫৬৮
পাণিহাটি	সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ	৮০,০০০	৪০,০০০
কামারহাটি	সুরেন্দ্রনাথ দাস	১,৮৫,৬৫৫	৪২,৫৪৫
বরাহনগর	পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী	২,৯০,০০০	৭০,০০০
নর্থ দমদম্			
সাউথ দম্দম্	প্রফুল্লকুমার গুহ	১,০০,০০০	২৫,৮৩৮
দম্দম্	প্রফুল্লকুমার গুহ	৯০,০০০	১৩,৮০০

মিউনিসিপালিটির নাম	চেয়ারম্যানগণের নাম	বার্ষিক আয় টাকা	লোক সংখ্যা
টালিগঞ্জ	পরেশচন্দ্র চ্যাটার্জি	২,৪২,৮০০	৫৮,৫৯৪
নর্থ সুবারবন			
বজ্‌বজ্‌	রায় বাহাদুর হীরালাল হালদার	১,২৮,০০০	৩২,৩৯৪
রাজপুর	কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য	২৪,০০০	১৩,৬১৪
বারুইপুর	শৈলেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী	১৪,৪৪৫	৭,১৩০
জয়নগর-মজিলপুর	সুধীরকৃষ্ণ দত্ত	২৪,৯৪০	১৪,৭২২
গার্ডেন রীচ *	নরেশচন্দ্র চ্যাটার্জি	৫,০০,০০০	৮৫,১৮৮
বারাসত	শিশিরকুমার বোস	২৭,৭৯১	১১ ২৩০
গাবরডাঙ্গা	জগৎপ্রসন্ন মুখার্জি	১১,৭ ৫	৫,৫৪৪
বাদুরিয়া	অমূল্যরতন ব্যানার্জি	৮,০০০	১৬,০০০
বসিরহাট	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৯,৩১৩	৩৫,০০০
টাকি	প্রতাপচন্দ্র ঘোষ	৮,৮৫৮	১১,০৫১
কৃষ্ণনগর	সুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক	১,৩০,৪৮০	৩২,০১৬
নবদ্বীপ	জীতেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী	১,৩৩,৫৮৩	৩০,৫৮৩
শান্তিপুর *	হেমচন্দ্র দত্তগুপ্ত	১১,১৫,০০০	৩১,০০০
রাণাঘাট	হারাধন ব্যানার্জি	৬৬,৯৬০	১৬,৪৮৮
বীরনগর	নীলকান্ত মুখার্জি	৮,৫৯২	২,০০০
চাকদহ	আশুতোষ দত্ত	৮,৫৯৬	৫,৪৯৪
কুষ্টিয়া	রায় বাহাদুর রমাপ্রসন্ন চক্রবর্তী	৪২,৮৯৯	১৩,৮৪২
কুমারখালি	ডাঃ রেবতীমোহন সাহা	১১,৯৭১	৫,৫৬২
মেহেরপুর	সত্যেন্দ্রভূষণ মল্লিক	১১,৭২৮	৭,৭২৮
বহরমপুর	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য	১,৭৪,৫৩৯	৪১,৫৫৮
মুর্শিদাবাদ	সাহিবজাদা সৈয়দ কাজিম আলি মির্জা	৩৯,৫৯১	১১,৪৯৮
জিয়াগঞ্জ -আজিমগঞ্জ	রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	৩৪,৮৬৯	১৫,২২৩

মিউনিসিপ্যালিটির নাম	চেয়ারম্যানের নাম	বার্ষিক আয় টাকা	লোক সংখ্যা
কাঁদি	বিজয়েন্দুনারায়ণ রায়	১৫,৫৭৯	১৬,৬৫২
জঙ্গিপুর	কুবেরচাঁদ হালদার	৩০,০০০	১৭,০০০
ধুলিয়ান	শচীন্দ্রনাথ রায়	১৫,০০০	১২,৬১৩
যশোহর	ডাঃ জীবনরতন ধর	৬৯,২৯৭	১৮,৪১৬
কোটচাঁদপুর	নিত্যানন্দ সিংহ	১২,০০০	৭,০০২
মহেশপুর			
খুলনা	রায় বাহাদুর মহেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	১,৩৩,৮৩৩	৩১,৭৪৯
সাতক্ষীরা	ভবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	১৯,৫০০	১৪,৭৬৯
দেবহাট্টা	অমূল্যমোহন রায় চৌধুরী	৩,৮০০	৬,২৮৬
ঢাকা	বিমলানন্দ দাশগুপ্ত	১৩,৬৩,৮০৫	২,১৩,২১৮
নারায়ণগঞ্জ	আনন্দমোহন পোদ্দার	৩,৭৯,৫০৭	৫৬,০০৭
মৈমনসিংহ	মহারাজকুমার সুধাংশুকান্ত আচার্য	২,০৭,৯৫২	৫২,৯৫০
মুক্তাগাছা	জীবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী	১৬,৯৮০	৮,১০৯
গৌরীপুর	মনোতোষ গাঙ্গুলী	১২,৫০০	৭,৭৮১
জামালপুর *	লেঃ এন, এম, চক্রবর্ত্তী	৩৭,০০০	২৯,০০০
শেরপুর	মহম্মদ ইয়াসিন	২৭,৯৪৩	২৪,২১০
কিশোরগঞ্জ	দুর্গাচরণ বিশ্বাস	৪০,০০০	২০,১২৮
বাজিতপুর	দেবেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	৯,০০০	১৪,৩৯৪
নেত্রোকণা			
টাঙ্গাইল	আজিজার রহমান	৭৩,২৫৬	২১,৬৮৪
ফরিদপুর	রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মজুমদার	৮৭,০৫৮	২৫,৬৭১
মাদারিপুর			
রাজবাড়ী	ডাঃ তারাপদ চক্রবর্ত্তী	২২,০০০	৯,০৫৪
বরিশাল	মফজ্জল হক্	১,৪০,৭৬৬	৬১,৩১৬

মিউনিসিপালিটির নাম	চেয়ারম্যানের নাম	বার্ষিক আয় টাকা	লোক সংখ্যা
নলচিতি			
ঝালকাটি			
পিরোজপুর			
পটুয়াখালি	নীরঞ্জন ব্যানার্জি	১৭,৩৩৬	১০,৮৪৭
ভোলা			
চট্টগ্রাম *	এন, সি, কর,	৬,৪৬,১২৮	৯২,৩০১
কক্সবাজার			
কুমিল্লা *	এইচ্, এইচ্, নোমানি,	২,০০,০০০	৪৮,৪৬২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া			
চাঁদপুর	অক্ষয়কুমার দে সরকার	৯৯,৩০৭	৪০,৪৩৪
নোয়াখালি	খান বাহাদুর আবদুল গফরাণ	৪৪,১৯৫	১৮,৫৮১
রাজসাহী	সনৎকুমার মৈত্র	১,৭১,৩১৫	৪০,৭৭৮
নাটোর	রায় সাহেব গোপেন্দ্রপ্রসাদ স্কুল	৩৫,০০০	১০,৬৩২
দিনাজপুর	রায় সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন	৮৫,০০০	২৮,১৯০
জলপাইগুড়ি	ভবকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১,৫২,০৭১	২৭,৭৬৬
রংপুর	অতুলকৃষ্ণ রায়	১,১৩,৬২৭	৩৭,০৩৯
গাইবাঁধা	সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৩৭,৯০০	১৩,১২৮
বগুড়া	যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	১,২২,২৫৯	২১,৬৮১
শেরপুর	রাধিকানাথ সাহা	১৫,০০০	',১৪৫
পাবনা	ডাঃ মণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার	৭২,০০	৩২,২৯৯
সিরাজগঞ্জ	খান বাহাদুর আবদুল্লা অল মহম্মদ	৭৫,০০০	৪২,০৭৫
ইংরাজবাজার	নন্দদুলাল দত্ত	৭৭,৩৮৩	২৩,৩৩৪
পুরাতন মালদহ			
নবাবগঞ্জ	গঙ্গাচরণ দত্ত	২০,০০০	২৩,১৬৪
দার্জিলিং	আর, এস, টি, জন, আই, সি, এস	৮,৯৩,৮২৭	২৫,৮৭৩
কার্সিয়ং	জে, এম, গোয়েঙ্কা		৮,৫০০
কালিম্পং	ডি, এ, হোয়াইট, আই, সি, এস	৯৪,০০০	১০,৮৬৯

[উপরের তালিকায় যে সকল মিউনিসিপালিটির সংবাদ দেওয়া হয় নাই সেগুলি একাধিকবার পত্র লিখিয়াও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।] * সরকারী পরিচালনাধীন

শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাংলার শিল্প প্রচেষ্টাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, যে শিল্প শিল্পকারের ঘরেই তাহার স্থান নিরূপণ করিয়া লয়—তাহাকে কুটীর শিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়। আর দ্বিতীয় ধরণের শিল্প প্রচেষ্টা বিশেষ কর্মশালায় পরিবর্দ্ধিত হয়। এইসব কর্মশালায় উৎপন্ন দ্রব্য দেশের বাহিরে পর্যন্ত চালান যায়, যেমন পাট শিল্প, চা-শিল্প প্রভৃতি। কিন্তু কুটীরশিল্পের প্রতিপত্তি গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার জন্য নহে। তাহা হইলেও কথনও কথনও স্থানীয় শিল্প এতদূর অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ায় যে দেশের ও দশের মধ্যে বিনা চেষ্টায় তাহার প্রসার হইয়া পড়ে। কৃষিপ্রধান দেশে কুটীরশিল্প কৃষিকার্যের প্রায় সহগামী; বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান—সেজন্য কুটীর-শিল্প বাংলায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গণনামূলক তথ্যের অভাবে বাংলার কুটীর-শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্যকভাবে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে।

সে যাহাই হউক, এক একটা মহাসমরের তাগিদে দেশবিদেশের শিল্প-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছে। গত প্রথম মহাসমরের সময় বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি সহরগুলিতে যেরূপ শিল্প প্রচেষ্টার আলোড়ন দেখা গিয়াছিল, দ্বিতীয় মহাসমরে তদপেক্ষা বহুল পরিমাণে দেশব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতকে সৈন্য বাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম, আহার-বিহারের আয়োজন করিতে হইয়াছে এবং হইতেছে। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ যুদ্ধের কাজে দৈনন্দিন দ্রব্যসম্ভার কিনিয়া চলিয়াছে। ১৯৪২ সালে এই বিভাগ ১৬৯ কোটি টাকার জিনিষ কিনিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, লোহার জিনিষ, আরও অন্যান্য ছোট খাট জিনিষপত্রের চাহিদা বাংলা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মিটাইয়া চলিয়াছে। কাপড়-চোপড় খাদ্য-সামগ্রী, কাঠের জিনিষ প্রভৃতি যে সব দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ বিভাগ কিনিয়াছে এবং এখনও কিছু কিছু কিনিতেছে, বাংলা সে সব বড় কম পরিমাণে যোগান দিয়াছে ও দিতেছে মনে করিলে ভুল

করা হইবে। যুদ্ধ সুরু হওয়ার প্রারম্ভে এই প্রদেশে প্রায় ৬৫টি সরকারী সাহায্যে পরিপুষ্ট প্রতিষ্ঠান কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পর সাধারণ যে সব প্রতিষ্ঠান কর্মরত রহিয়াছে তাহার মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	কর্মী-সংখ্যা
কাপড়ের কল	৩৪	২৯,১৮৩
পাটের কল	৮৬	৩,৭৫,৭০০
কাঁচের কারখানা	৩৩	৪,৬৪৯
চামড়ার ,,	৮	৩,৫০০
চিনির কল	১১	৩,৭৫,৭০০
কাঠের বড় কারখানা	৫০	৭,১০০
কলকব্জা (ইঞ্জিনিয়ারিং)	২৬৬	৭৮,২০০
খাদ্য সামগ্রী, পানীয় ও তামাকের কারখানা	৩৯১	২৩,৭০০
রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির ,,	১০১	১৬,৪০০
কাগজের কল ও ছাপাখানা	১১৬	১৬,৯০০
খনিজদ্রব্যের প্রতিষ্ঠান	১২	১৭,৫০০

বাংলার শিল্পকে—কি ধরণের শিল্প এই হিসাবে—প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম যে সব শিল্প কৃষিকার্যের সহিত সংযুক্ত, যেমন চাউলের কল, তেলের কল ইত্যাদি। এই প্রদেশে প্রায় চারিশত চাউলের কল দিবারাত্র কাজ করিয়া চলিয়াছে। তেলের কল, ময়দা বা আটার কল এদিকে ওদিকে অনেক ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পর চা-শিল্পের কথা বলিতে হয়। বাংলায় ৪১২টি বেশ বড় বড় চা তৈয়ারীর প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। পাটের গাঁইট বাঁধিবার কল আছে প্রায় চল্লিশটি। বাংলায় গুড়ের কারখানাতেও বছরে বেশ মোটা পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হয়।

বাংলায় দ্বিতীয় ধরণের শিল্প হইতেছে—খনিজ দ্রব্যের শিল্প। রাণী-

গঞ্জের কয়লার খনিগুলি হইতে বছরে দুই কোটি মণের উপর কয়লা তোলা হয়। লোহার কাজও হিরাপুর, কুলটিতে বেশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

বাংলার প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে তৃতীয় ধরণের শিল্পের পর্যায়ে পড়ে সেইসব শিল্প, যেগুলি এমন কোন সামগ্রী তৈয়ারী করে যাহা কাঁচা মাল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রায় ৮৬টি পাটের কল হুগলী নদীর দুই তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। গড়ে প্রায় পৌনে চার লক্ষ লোক প্রত্যহ এখানে কাজ করিতেছে। প্রায় ২৩ কোটি টাকা এই সব ব্যবসাতে খাটিতেছে। বাংলার কাপড়ের কল প্রধানতঃ ৩৪টি, আরও গোটা-কুড়ি মিলের গোড়া পত্তন হইয়াছে। পাট-শিল্পের পরেই বাংলার বস্ত্র-শিল্পের স্থান। কম বেশী ৩০ হাজার লোক বস্ত্র-শিল্পে নিবুক্ত আছে। ১৯৪১-৪২ সালে প্রায় ২০ কোটি গজ কাপড় তৈয়ারী হইয়াছে বাংলার কাগজ-শিল্প সারা ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। টিটাগড, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি (কলিকাতার নিকটবর্তী তিনটী স্থান) ও রানীগঞ্জ—এই চারিটি স্থানে চারিটি কাগজের কল রহিয়াছে। নৈহাটিতে কাগজের মণ্ড তৈয়ারী হয়। উহা ব্যতীত তিনটি বেশ বড় রকমের কার্ডবোর্ড (মোটা কাগজ) প্রস্তুত করিবার কারখানা রহিয়াছে। রবারের জুতা তৈয়ারীর জন্য প্রায় ষোলটি কারখানা কাজ করিয়া যাইতেছে। হুগলীর সাহাগঞ্জে ডানলপ্ রবার কোম্পানীর কারখানায় মোটর ও সাইকেলের টায়ার ও টিউব তৈয়ারী হইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণে বজবজ্ লাইনে বাটা কোম্পানীর জুতা তৈয়ারীর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। জুতা তৈয়ারীর এরূপ বিস্তৃত ব্যবস্থা ভারতে এই প্রথম। আসানসোলে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন্ কোম্পানী রেলগাড়ীর কামরা তৈয়ারীর কাজ করে। হুগলী নদীর তীরে কলিকাতার অপর পারে বেলুড়ে ন্যাশন্যাল আইরন ও ষ্টিল্ কাম্পানী লোহার নানা জিনিষ তৈয়ারী করিতেছে। বেলুড়ে এ্যালুমিনিয়মের বাসন তৈয়ারীর কারখানাও রহিয়াছে। সেলুলয়েডের জিনিষ যশোহরের এক কারখানায়, রবারের নানা জিনিষ বেঙ্গল ওয়াটার

প্রুফ কোম্পানীর কারখানায়, বৈদ্যুতিক জিনিষ-পত্র বেঙ্গল বাল্‌ব, ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক্যাল ওয়ার্কস্‌ প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট বড় কারখানাতে যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে। তারপর দিয়াশালাই, কাঁচের জিনিষ, চিনামাটির বাসন, সাবান, প্রসাধন দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, হোসিয়ারীর জিনিষ অনেক ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তুত হইতেছে। অন্যান্য যে সব শিল্প বাংলায় বেশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম এইরূপ ভাবে করা যাইতে পারে—ইন্‌জিনিয়ারিং, বেকারী অর্থাৎ রুটি বিস্কুট তৈয়ারীর কারখানা, কাঠ কাটার কল, ময়দার কল, গান-বাজনার যন্ত্র। ডাক্তারী যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা, তৈজসপত্র, কাঁচের বাসন, ষ্ট্যামপুল, কার্ডবোর্ডের বাক্স তৈয়ারীর প্রতিষ্ঠান এবং ঢালাইয়ের কারখানা।

বাংলার শিল্প-প্রসারের মূলে বাঙালীর নিজস্ব কৃতিত্ব বড় বেশী নয়, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাটশিল্পে প্রায় ষোল আনাই বিদেশী অথবা ভিন্ন-প্রদেশীয়রাই অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তবে বস্ত্রশিল্পে বাঙালীর চেষ্টা বেশ ভালভাবে দেখা গিয়াছে। বাংলাদেশের বস্ত্র-শিল্পের মোটামুটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বৎসর	কলের সংখ্যা	তাঁতের সংখ্যা	মাকুর সংখ্যা	কর্মী-সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন (টাকা)
১৯৩৭	২৬	—	—	২৭,৪৮৪	
১৯৩৯-৪০	৩০	৯,৯৯৮	৪,১৫,৮৭৬	৩১,৮৫৯	২ কোটি ২৬ লক্ষ
৩১-৮-৪৩	৩৪	১০,৮৫৫	৪,৭১,১৪৪	২৮,০৪২	৩ ,, ২৩ ,,
৩১-৮-৪৪	৩৪	১০,৮৬০	৪,৮১,২০৬	২৯,১৮৩	৩,৬১,৪৮,৯১৭

ভারতবর্ষে কাপড়ের কলে নিম্নলিখিত আদায়ীকৃত মূলধন নিয়োজিত আছে।

১৯৩৯—৪০	৩৪,২৩,৯১,৭৭৭ টাকা
১৯৪৩	৪৮,৫৪,২০,০৮৯ টাকা

ইহার ভিতর বাংলার অংশ—

১৯৩৯—৪০	২,২৬,০৪,০৪৫ টাকা
১৯৪৩	৩,২৩,২১,৮৭৬ টাকা

১৯৪৩ সালের ৩১ আগষ্ট যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরে বাংলার কাপড়ের কলগুলি মোট ১,৫৯,২৪৬ গাঁইট তুলা বস্ত্র বয়নে ব্যবহার করিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে ৪৮,৯০,২১৮ গাঁইট তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বাংলায় গড়ে বৎসরে মোট উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ	২২,০০ লক্ষ গজ
জনপ্রতি বৎসরে ১৬½ গজ হিঃ বাংলার মোট বস্ত্রের চাহিদা	১,০৭,০০ লক্ষ গজ
অন্য প্রদেশ হইতে আমদানী বস্ত্রের পরিমাণ	৪০,০০ লক্ষ গজ
১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী বস্ত্রের পরিমাণ	৬০,০০ লক্ষ গজ

শিল্প প্রচেষ্টার পর ব্যাঙ্কিং ও ইন্‌স্যুরেন্স্ কোম্পানীর কথা বলা যাইতে পারে। গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলায় ব্যাঙ্কিং (টাকা লেনদেনের ব্যবসা) বেশ কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। ১৯০৫-৬ সালে বাংলায় রেজিষ্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭টি ; ১৯১০-১১ সালে ১৫টি, ১৯১৫-১৬সালে ২০২টি, ১৯২০-২১ সালে ১০১টি (এই সময় বাংলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে পতন দেখা যায়), ১৯২৫-২৬ সালে ১৯০টি, ১৯৩০-৩১ সালে ৮০১টি, ১৯৩৫-৩৬ সালে ১১৬০টি। রেজিষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কিং-ব্যবসার মোটামুটি ইতিহাস এই সংখ্যাপাতের উপর নির্ভর করিয়া আছে, বলা যাইতে পারে। বাংলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসাগুলি সম্বন্ধে কোন কিছু বলিবার আগে বলিতে হয় যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি লোন কোম্পানী অর্থাৎ মহাজনী কারবারের অন্তর্ভুক্ত। এইসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই গ্রাম অঞ্চলে টাকা ধার দেওয়ার-কাজ করিয়া অসিতেছে। আর এইসব প্রতিষ্ঠান প্রায়ই অব্যবস্থার ফলে অকাল মৃত্যুর কবলে পড়িয়া অসিতেছে।

ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে বীমার কাজের বেশ একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে।

ভারতবর্ষে আধুনিক প্রথায় পরিচালিত পুরাতন কোম্পানীর ভিতর লাহোরের ক্রিশ্চিয়ান্ মিউচ্যুয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলধন লইয়া গঠিত এবং সম্পূর্ণ নূতন ও আধুনিক প্রথায় পরিচালিত সর্বপ্রথম জীবন বীমা কোম্পানী হইতেছে ওরিয়েন্টাল গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এস্যুরেন্স কোম্পানী। ইহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে স্থাপিত হয়। মূলধন ছাড়া সম্পূর্ণ আধুনিক ও নূতন প্রথায় পরিচালিত মিউচ্যুয়াল কোম্পানী হইতেছে বোম্বে মিউচ্যুয়াল লাইফ্ এস্যুরেন্স কোম্পানী।

বাংলাদেশের প্রথম জীবন বীমা কোম্পানী বলিতে গেলে হিন্দু মিউচ্যুয়াল লাইফ্ এস্যুরেন্স কোম্পানীকেই বুঝায়। ইহা ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে পুণ্যাত্মা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ফ্যামিলি য়্যান্নুইটি ফাণ্ড ১৮৭২ সালে স্থাপিত হয়। ১৮৭০ সালে জেনারল ফ্যামিলি পেন্সন ফাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু ইহা বিদেশী কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে কতকগুলি কোম্পানীর কর্মীদের পরিবারের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকায়, জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয় নাই। দেশ-ভক্ত বাঙালীদের প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ, ন্যাশনাল, ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি কয়েকটি জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং অতি সহজেই বাংলাদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। শ্রীযুত অম্বিকা উকিল, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি এই তিনটি জীবন-বীমা কোম্পানীর ভিতর দিয়া বাঙালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিলেন।

ভারতের যুদ্ধকালীন রপ্তানি ও আমদানি

সাল	রপ্তানি (কোটি টাকা)	আমদানী (কোটি টাকা)	উদ্বৃত্ত
১৯৪০-৪১	১৯৮·৭০	১৯৮·৭০	৪১·৭০
১৯৪২-৪৩	১১০·৪৫	১৯৪·৭০	৮৩·৮৬
১৯৪৩ ৪৪	১১৮·৮৫	২১০·১৭	৯১·৩২
১৮৪৪-৪৫	২০০·৯৮	২২৭·৭৩	২৬·৭৫

বৎসর	কোম্পানীর সংখ্যা			গড়ে জনপ্রতি বীমা	নূতন বীমার পরিমাণ	
	ভারতীয়	বিদেশী	মোট		ভারতীয় কোম্পানীর অংশ	বিদেশী কোম্পানীর অংশ
				টাকা	টাকা	টাকা
১৯৩৭	২১৯	১৪৯	৩৬৮	—	৩৯,০০ লক্ষ	৯,৬৫ লক্ষ
১৯৩৯	১৯৭	৯৮	২৯৫	৭·২	৪২,৫১ „	৪,০৯ „
১৯৪১	২০৯	৯৩	৩০২	৭·৫	৪৩,১৪ „	৫,৩৭ „
১৯৪৩	২২০	৯৪	৩১৪	৯·২	৬৫,২৪ „	৯,১৮ „
১৯৪৪	২২৮	৯৫	৩২৩	১১·৮	৯৫,২০ „	১১,০০ „
১৯৪৫	২৩৪	৯৬	৩৩০	—	—	—

বৎসর	প্রিমিয়াম আয়		চলতি বীমার পরিমাণ	
	ভারতীয় কোম্পানী	বিদেশী কোম্পানী	ভারতীয় কোম্পানী	বিদেশী কোম্পানী
	টাকা (লক্ষে)	টাকা (লক্ষে)	টাকা (লক্ষে)	টাকা (লক্ষে)
১৯৪০	১০,৬৯	৩,৩০	২২৫,৫১	৬[illegible],১২
১৯৪১	১১,২৭	৩,২৪	২৩৭,২৪	৫৪,৪১
১৯৪২	১২,৬৬	৩,৯৯	২৬৬,৬০	৭২,২৬
১৯৪৩	১৫,১৯	৪,২৩	৩১০,৯৫	৭৪,৬৫
১৯৪৪	১৭,৩১	৪,৫৯	৩৬৬,১৫	৭৬,৯৮

বাংলার বহির্ভারতীয় বাণিজ্য (১৯৩৯—৪০)

দ্রব্যের নাম	দ্রব্যের মূল্য (টাকা) রপ্তানি	আমদানি
পাটজাত দ্রব্য	৪৮,৫২,৬৩,৬০০	—
পাট কাঁচা মাল	১৯,৬৫,০৬,২৩৫	—
চা	২০,৮১,৪৪,৪১৪	৪,৯২,৫৯৪
পরিত্যক্ত চায়ের গুঁড়া	৪,৭৬,৪৩৮	—
ধাতু ও আকরিক	৫,০২,৯২,৫৮০	৫,৭৬,৩৫,০৯১
কয়লা	১,৯২,৭৩,২৪৫	—
খাদ্যশস্য	১,৯২,২০,৭১৯	৬,৫৪,৫৮,৬৭৭
গালা	১,৯০,৭৮,৭১১	—
বীজ	১,৭৭,৮৭,৬০৪	—
চামড়া	১,৭৪,২৮,৬৪৩	১৫,৭৭,১৮০
অভ্র	১,৪৯,১৩ ৯৭৪	—
তামাক	৭৯,৫৬,৭৪১	—
তামাকজাত দ্রব্য	—	৬৮,৪১,৬২৩
শণ ও শণজাত দ্রব্য	৬৭,১৭,৩০০	—
পশম ও পশমী দ্রব্য	৪৮,৭৪,১৮৬	৬০,৬৪,৬৫১
কার্পাসজাত দ্রব্য	৩৭.২০,৮৪২	৫,৬৭,০১,৪২২
মশলা	৪৭,৬৯,৪৮০	১,২৪,৮০,৮৬৮
খাদ্য ও আহার্য	৩৫,২০,৭৪৬	১,০৩,০৮,৬২১
মোম	৩২,৯৭,৮৭৪	—
তৈল	২৫,৪৭,৬১৬	৭,৩৫,৩৬,৭৮১
জুতা	২৪,১২,৪৬১	৬,৭৯,৪১০
জুতা ব্যতীত অন্যান্য চামড়ার জিনিষ	২২,৬১,৭০০	—

দ্রব্যের নাম	রপ্তানি	আমদানি
সার	২৩,৬[illegible],৯০০	৩৬,৬৯,৮৭৬ (খইল ব্যতীত)
রঞ্জন ও ট্যান করিবার দ্রব্যাদি	২২,৩২,৮৯৬	—
যন্ত্রপাতি ও তাহার অংশ	১[illegible],৫৫,০৭২	২,১৭,৩৭,৯৫৮
তৈলের খইল	১৫,৪৯,১৯৪	—
কাগজ	১২,৭৫,০৪৩	১,২৬,৫৮,২৭৯ (পেষ্টবোর্ড সহ)
সাবান	১১,৯৯,৭২৮	৭,০০,২৫৫
পোষাক পরিচ্ছদ	১০,২৬,১২৮	১০,৮৩,৬৪৬
ফল ও তরি-তরকারী	৯,৯৪,১১৫	৩৪,৬১,৫৮৪
দড়া ও দড়ি (পাট ও কার্পাস-জাত ব্যতীত)	৮,৮৭,৫৫৮	—
ঔষধ	৫,৯২,৪৬৫	৭৬,৮৬,২০১
খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম	৫,৩০,১৫৬	১৫,৩১,০০২
মাছ (টিনের মাছ ব্যতীত)	৪,৯৪,১৪৭	—
চিনি	৩,২৪,০৫৩	৯৩,৮৮,০০২
মেসিন ও কলকব্জা	—	৬,৯০,৩৯,২৯৩
গাড়ী (রেলের ইঞ্জিন ব্যতীত)	—	১,৯৮,০৫,৪৯৭
রাসায়নিক দ্রব্য	—	১,৮৯,৬৮,৫০৫
কাঠ	—	১,০৭,৮৮,৩৫৩
লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদি	—	৯৩,৯০,৫৯৩
মদ্যাদি	—	৭৮,৬৮,৯৯৪
চায়ের বাক্স	—	৬৭,৫৫,৯৪৩
রং ও রংয়ের সরঞ্জাম	—	৪৫,৯৫,৯১৫
কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্যাদি	—	৩৬,২৩,৮৫৪
রবারের দ্রব্য	—	২৯,৩৩,৪৮৪

দ্রব্যের নাম	রপ্তানি	আমদানি
কৃত্রিম রেশমী দ্রব্য	—	২৭,৭৪৩৭৪
মনোহারী দ্রব্যাদি (কাগজ ব্যতীত)	—	২৫,০৯,৬৮৮
গৃহ নির্মাণের দ্রব্যাদি (লৌহ ও কাঠ ব্যতীত)	—	২৩,৫৬,৬০২
প্রসাধন দ্রব্যাদি	—	২১,৬৩,৭০৬
পুস্তক	—	১৯,৭০,২২৫
কলকব্জার বেল্ট	—	১৯,৫৫,৯৫০
'স্টার্চ'-জাতীয় পদার্থ	—	১৭,৮১,৩৩০
বিস্ফোরক দ্রব্যাদি	—	১২,৩৪,৯১৭
চিনা-মাটির বাসন ইত্যাদি	—	১১,৫৫,৫৩৭
আসবাবপত্র	—	৯,৫৯,৬২৯
মূল্যবান্ পাথর	—	৯,২৮,৮৮২
পালিশ	—	৮,৫১,৪৯৪
ছুরি কাঁচি ইত্যাদি	—	৮,১৯,৬৫৯
ঘড়ি	—	৫,৩৬,১৬৯
রেশমী বস্ত্র	—	৪,৬৮,০১৯
বোতাম	—	৪,৩৬,০০৬
আফিম	—	২,৮৬,৭১৭

দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সমস্যা

১৩৫০ সালে বাংলা দেশে এবং ভারতের কোন কোন অংশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে বিরল। বর্তমান কালে মাল সরবরাহের নানারূপ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোককে অনশন ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে না পারা নিদারুণ দুঃখ ও লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা মন্তব্য করেন,

"এই দুর্ভিক্ষের জন্য মিলিতভাবে দায়ী নূতন দিল্লী, কলিকাতা ও হোয়াইট হলের রাজপুরুষেরা—তাঁহারা ভারতীয় হউন বা বৃটিশ হউন এবং উচ্চপদে বৃটিশ রাজপুরুষেরাই অধিষ্ঠিত। ভারতীয় ও বৃটিশ উভয় রাজপুরুষদের অপটুতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং উভয়ের পক্ষেই ইহা লজ্জাকর।" এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কারণ অনুসন্ধানের জন্য গঠিত উড্‌হেড্‌ দুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন—"আমন ফসল নষ্ট হওয়া ও ব্রহ্ম হস্তচ্যুত হওয়া দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। কিন্তু বাংলা সরকার দুর্দিনের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করিয়াও বাংলাকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। ভারত সরকারও উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য তাঁহারা সকলেই দায়ী।......সমগ্র বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছি যে বাংলা সরকার যদি যথা সময়ে দৃঢ়তা এবং সংকল্পশীলতা সহকারে সুবিবেচিত কর্মপন্থা অবলম্বন করিতেন, তবে তাঁহারা দুর্ভিক্ষের মৃত্যু সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিতে সক্ষম হইতেন।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগ বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত ১০টি জেলা লইয়া নমুনা হিসাবে একটি তদন্ত করেন। ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন—"স্বাভাবিক সময়ে বাংলার মৃত্যুহার বৎসরে হাজার করা ৩০ অর্থাৎ ৬ মাসে হাজার করা ১৫; অতএব এই হাজার করা ৮৫ অর্থাৎ শতকরা ৮½ মৃত্যুহার হইবার কারণ হইল দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত ব্যাধি। পশ্চিম ও মধ্য বাংলা অথবা পূর্ববঙ্গের ঘাটতি অঞ্চলের তুলনায় উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেক কম হওয়াতে সমগ্র মৃত্যুহার নির্ধারণের সময় উপরোক্ত সংখ্যা কিছু কমাইতে হইবে। বাংলায় কমবেশী দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহা অতিশয়োক্তি হইবে না। সেই হিসাবে স্বাভাবিক অপেক্ষা সম্ভাব্য মৃত্যু সংখ্যা ৩৫ লক্ষের অধিক হইবে বলিয়া ধরা যায়।" অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বলেন—"এক দুর্ভিক্ষের জন্য

এই দুর্ভাগা দেশে ৩৬ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে সমগ্র যুদ্ধে মাত্র ১৫ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে।"

এক বৎসর যাইতে না যাইতেই দেশে আবার খাদ্য-সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা দিল। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে প্রবল বন্যা হয়। বৃষ্টির অভাবে আশু ধান্যের ফসল ভাল হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করা হয়। বাংলা হইতে তৎসত্ত্বেও চাউল রপ্তানি হইতে থাকে। তাহার প্রতিবাদে জনসাধারণের আন্দোলন চলিতে থাকিলে সেই সম্পর্কে বড়লাটের শাসন পরিষদের খাদ্য-সচিব স্যার জাওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বলেন "বাংলায় আর দুভিক্ষ হইবে না, ভারত সরকার তাহা হইতে দিবেন না। ...ভারত সরকার ইচ্ছা করিয়া বাংলা হইতে চাউল লইতেছেন না—বাংলা সরকারের অনুরোধেই তাহা করিতেছেন। কারণ তাহা না লইলে বাংলার অনেক মজুদ চাউল পচিয়া যাইবে।" ঐ একই দিনে—১৬ আগষ্ট, বাংলা সরকার এক বিবৃতিতে বলেন—"বাংলা সরকার ৯৬,৫০০ টন চাউল রপ্তানি করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে ৪,৫০০ টন ব্যতীত আর সব বাংলার বাহির হইতে আনীত, আশু ধান্যের চাউল, ভাঙ্গা ইত্যাদি—বাংলায় সে সব চলিবে না।" ১৯ আগষ্ট কলিকাতায় এক প্রতিবাদ সভায় বলা হয় যে এ দেশের কৃষকেরা ২০ বৎসর খাদ্যশস্য অবিকৃত রাখিতে পারে অথচ বিদেশী বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে সরকারী গুদামে চাউল নষ্ট হইতেছে! বাংলার গভর্ণর একদিকে বলিয়াছেন যে গভর্ণমেণ্ট যে সকল গোলা নির্মাণ করাইয়াছেন, তাহাতে শস্য কখনও বিকৃত হইবে না। আর একদিকে বলিয়াছেন—বর্ষাকালে বাংলায় খাদ্যশস্যের বিকৃতি নিবারণ করা যায় না। ১৭ আগষ্ট হইতে বাংলা সরকার কলিকাতা ও চতুষ্পার্শস্থ শিল্পাঞ্চলে চাউলের মূল্য মণ প্রতি ১৬।০ স্থলে ১৫৲ টাকা ধার্য করিয়াছেন। ১৩ সেপ্টেম্বর স্যার জাওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বলেন—"এবার উত্তর-পূর্ব ভারতে বৃষ্টি আবশ্যক পরিমাণ হয় নাই। কাজেই ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে যদি খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়, তবে আবার বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে।" শ্রীযুত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ বলেন—"বাংলায় লোকের জন্য বৎসরে (অন্ততঃ) ৮০ লক্ষ

টন চাউলের প্রয়োজন ; এবার সে স্থলে ৫৫ হইতে ৬০ লক্ষ টনের অধিক পাইবার সম্ভাবনা নাই।" সরকার বলিয়াছেন, আশু ধান্যের ফলন শতকরা ৭৫ ও আমনের ফলন শতকরা ৮০ ভাগ হইবে ; কিন্তু ব্যবসায়ীদের হিসাব, ৩ ভাগের ২ ভাগের অধিক শস্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের হিসাবে—"যুদ্ধের পূর্বে বাংলাদেশে গড়ে ৯,০২,১৭,০০০ টন চাউল উৎপন্ন হইত এবং বিদেশ হইতে বৎসরে ২ লক্ষ টন চাউল এই প্রদেশে আমদানি করা হইত।" দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন—"গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন আন্দোলনে যে ফললাভ করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার মত নহে। কারণ অধিকতর খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিতে যে সকল উপকরণ অনিবার্য, সে সকল—জলসেচনের উন্নতি, অধিক সারের ব্যবস্থা—এ সকলই ছিল না।" গত তিন বৎসরে এই আন্দোলন বাবদ বাংলা গভর্ণমেণ্ট প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় করেন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী ১৯৪৬ সালের ২ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন—"ভারতে বর্তমান বৎসরে ৬০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্যের ঘাটতি। তন্মধ্যে বিদেশ হইতে অন্ততঃ ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা আবশ্যক।" কৃষি বিভাগের সেক্রেটারীর প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষ বৎসরে মোট ৬ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আহার্যের জন্য ব্যবহার করে। তন্মধ্যে চাউল ২·৯০ কোটি, গম ১ কোটি, বাজরা ১·৯৪ কোটি, যব ·২৬ কোটি, ছোলা ·৪৪ কোটি ও বিবিধ ·৩৯ কোটি টন। ইহার মধ্যে বীজ, ঝড়তি-পড়তি ইত্যাদি বাবদ ·৮৩ কোটি টন বাদ যায়।

ভারতীয় খাদ্য-প্রতিনিধি দল সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের নিকট ৪০ লক্ষ টন খাদ্য শস্যের দাবী পেশ করেন। এই দলের নেতা স্যার রামস্বামী মুদলীয়র খুব জোরের সহিত বলেন যে এই খাদ্যশস্য ভারতকে না দেওয়া হইলে এই বৎসরে ভারতে দুর্ভিক্ষ-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা বাঙ্গলার গত দুর্ভিক্ষের পাঁচ-ছয় গুণ হইবে। খাদ্য বোর্ড তন্মধ্যে ১৫,৬০,০০০ টন খাদ্যশস্যের বরাদ্দ করিয়াছেন। ওয়াশিংটনে ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কীয় নব-গঠিত

কমিটির সভানেত্রী পার্ল বাকের নিকট স্যার রামস্বামী এ কথাও বলেন যে যাহাতে এই খাদ্যশস্য ঠিক সময়ে ভারতে প্রেরিত হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। উপরোক্ত খাদ্যশস্য ভারতে প্রেরিত হইলেও সরকারী হিসাব মত ভারতে এখনও প্রায় ৪৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের অভাব। শ্রমিক ব্যতীত অন্যান্য লোকেদের খাদ্য রেশনের পরিমাণ ১ পোয়া হইতে কমাইয়া ৩ ছটাক করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার কোন সন্তোষ-জনক সমাধান হইবার সম্ভাবনা নাই।

মার্চ মাসে, আসন্ন খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বড়লাট একটি খাদ্য-কমিটি গঠনের সংকল্প করেন। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি তাহাতে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন, কারণ, "যদি জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা না থাকে, তবে এই সঙ্কট প্রতিরোধের জন্য অবলম্বিত কোন ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না।" কার্যকরী সমিতি খাদ্য-সঙ্কট দূরীকরণে জনসাধারণকে সকল প্রকারে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে আহ্বান করিয়া ১৫ মার্চ একটি ১৫ দফা কার্যক্রম রচনা করিয়াছেন। তাহাতে জনসাধারণকে সকল পতিত আবাদী জমিতে চাষ করিতে, নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য অন্যকে দিতে, অর্থকরী ফসলের পরিবর্তে সম্ভবমত খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে, খাদ্যদ্রব্যে মিতব্যয়ী হইতে, সাহস না হারাইতে এবং এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে নির্দেশ দেন এবং গভর্ণমেণ্টেরও যে জনসাধারণের অপরিহার্য প্রয়োজনগুলি হৃদয়ঙ্গম ও পূরণ করা কর্তব্য, একথা স্মরণ করাইয়া দেন।

বাংলা দেশে খাদ্যের তেমন ঘাটতি হইবে না বলিয়া সরকার পক্ষ আশ্বাস দিতেছেন বটে কিন্তু বাংলার কোন কোন স্থানে অন্নহীনতা ইতিমধ্যেই শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। শ্রীযুক্তা রেণুকা রায়ের বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের বিবরণ হইতে ঐ অঞ্চলসমূহের সঙ্কটজনক অবস্থা প্রতীয়মান্ হয়। কলিকাতার রাজপথেও অন্নার্থীদের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। রাজধানীতে মার্চ মাসে অনাহারে ৬ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ২০ মার্চ তারিখে এক বেতার বক্তৃতায় বাংলা গভর্ণমেণ্টের

খাদ্য-বিভাগীয় ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এস, কে, চ্যাটার্জি আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে কাহারও শঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। বাংলায় শতকরা ৭ ভাগ মাত্র চাউলের ঘাটতি পড়িবে—এবং সকলে যদি প্রতি সেরে সওয়া ছটাক কম খায়, তাহা হইলেই এই ঘাটতি পূরিত হইবে।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে যে যাহাতে সকল লোকে আহার্য পায়, সেজন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা সরকারের কর্তব্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অধ্যায়

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যাণ্ডের নিকট ডানজিগ্ ও করিডর ফেরত চায়। পোল্যাণ্ড তাহা অগ্রাহ্য করায় জার্মানি পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বৃটেন ও ফ্রান্স ৩ সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানি ক্রমান্বয়ে ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, লুক্সেমবার্গ ও ফ্রান্স দখল করে। ইটালি জার্মানির সহযোগিতা করিতে থাকে। ১৯৪১ সালে জার্মানি যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস অধিকার করে। এবং জার্মানি রাশিয়াও আক্রমণ করে। ফিনল্যাণ্ড হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত ১৮০০ মাইল এক রণাঙ্গণে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্মানি ইউক্রেণ, ক্রিমিয়া প্রভৃতি দখল করিয়া দক্ষিণে রোস্টভ্, মধ্যে টুলে ও উত্তরে লেনিনগ্রাডের কাছাকাছি অগ্রসর হয় এবং স্ট্যালিনগ্রাড্ আক্রমণ করে। মার্শাল টিমোশ্যাঙ্কোর অধিনায়কত্বে লালফৌজ বাহিনী ২২ ডিভিসন নাৎসী সৈন্যকে আটক করে এবং অবশেষে ষ্ট্যালিনগ্রাড জার্মান কবল মুক্ত হয়। ১৯৪৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ইটালি মিত্রশক্তির নিকট বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৪ সালে মিত্রপক্ষ ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, গ্রীস প্রভৃতি স্থান জার্মানির কবলমুক্ত করিতে সক্ষম হয়। রাশিয়া বিপুল উদ্যমে যুদ্ধ করিয়া বার্লিনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যগণও জার্মানির উপর প্রবল চাপ

দিতে থাকে। এইরূপে ৫ বৎসর ৮ মাস কাল যুদ্ধ করার পর ১৯৪৫ সালে ৭ মে সমগ্র জার্মান বাহিনী বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করে ও সেই সঙ্গে পশ্চিম রণাঙ্গণের যুদ্ধও শেষ হয়।

প্রাচ্য রণাঙ্গন—১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান অতর্কিতে আমেরিকান যুক্তরাজ্যের নৌ-ঘাঁটি পার্ল-হারবার আক্রমণ করে এবং ইহার কয়েক দিনের মধ্যেই জার্মানি ও ইটালি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপান একসঙ্গে হংকং, মালয়, গোয়াম, ওয়েক ও মিড্ওয়ে দ্বীপ এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করিয়া বসিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইন্দোচীন ও শ্যামের পথ দিয়া মালয় আক্রমণ করে এবং সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রসর হয়। সিঙ্গাপুর জাপানীদের হাতে চলিয়া যায়। ইহার পর জাপান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া ১৯৪২ সালের ১০ মার্চ রেঙ্গুন অধিকার করিতে সক্ষম হয়। ২৩ মার্চ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। ১৯৪২ সালের মে মাসের মধ্যে জাপান সমগ্র ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া লয়। ভারতের ভিজাগাপট্টম্, কোকোনদ, চট্টগ্রাম, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের উপর জাপান বোমা বর্ষণ করে। ১৯৪৪ সালে শত্রুপক্ষ মণিপুর আক্রমণ করে ও কোহিমা ও ইম্ফলের মধ্যে ৬০ মাইল রাস্তা অধিকার করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শত্রুপক্ষ আসাম সীমান্ত হইতে বিতাড়িত হয়। ১৯৪৪ সালে মিত্রশক্তি পুনরায় রেঙ্গুন অধিকার করে এবং ক্রমে ব্রহ্মদেশও অধিকারে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী টোকিও অধিকার করার জন্য বিপুল উদ্যমে যুদ্ধ চালাইয়া হৃতরাজ্যের অংশগুলি দখল করিতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৫ সালে ৬ আগষ্ট মার্কিণ বাহিনী জাপানের হিরোসিমা নগরীর উপর প্রথম আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে। নগরীর অর্দ্ধেকের উপর ধ্বংশ হইয়া যায়। রাশিয়া ৮ আগস্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঐ দিনই নাগাসাকি নগরীর উপর দ্বিতীয় আনবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই আক্রমণের প্রাবল্যে ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং প্রাচ্যের যুদ্ধের অবসান হয়।

সান্ ফ্রান্সিস্কো বিশ্ব নিরাপত্তা সম্মেলন।

১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল হইতে পৃথিবীর ৫০টি জাতির প্রতিনিধি লইয়া আমেরিকার সান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে এক বিরাট সম্মেলন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন জাতিসমূহের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য ২৬ জুন একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং সোভিয়েট রাশিয়ার ৪ জন প্রতিনিধি লইয়া যুক্ত সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয়। সমস্ত জাতির প্রতিনিধি লইয়া একটি পরিষদ গঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর কমিটির একটি বাৎসরিক অধিবেশন হইবে। উক্ত নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে একটি সৈন্য বাহিনী গঠিত হইবে। বিভিন্ন জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক সমস্যার মীমাংসার জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় থাকিবে। নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত একজন 'সেক্রেটারী জেনারল' থাকবেন—তিনিই এই সভার কার্য পরিচালনার কর্ণধার হইবেন। জীবন যাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধন, বেকার সমস্যার সমাধান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, সমাজ, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক সমস্যার সমাধান; জাতি ভাষা বা ধর্মগত বৈষম্যকে দূর করিয়া যাহাতে প্রত্যেক জাতির জনসাধারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তাহাই নিরাপত্তা পরিষদের উদ্দেশ্য।

ভারতের জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করা নাই। ভারত-সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদলে দলপতি ছিলেন স্যার রামস্বামী মুদলীয়র।

সিমলা সম্মেলন

১৯৪৫ সালের ১৪ জুন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানকল্পে কেন্দ্রে একটি নূতন শাসন পরিষদ গঠন সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবাবলী বেতার যোগে ঘোষণা করেন। ইহাতে বলা হয় যে প্রধান সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি ও সমান-সংখ্যক

বর্ণ হিন্দু ও মুসলমান লইয়া এই শাসন পরিষদ গঠন করা হইবে। প্রধান সেনাপতি সমর বিভাগের সদস্যরূপে থাকিবেন।

বড়লাট মহাত্মাগান্ধী, রাষ্ট্রপতি আজাদ মিঃ জিন্না প্রমুখ ২৩ জন নেতাকে ২৫ জুন বড়লাটের সিমলা ভবনে আমন্ত্রণ করেন। মহাত্মা গান্ধী উত্তরে বড়লাটকে জানান, কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা তাঁহার নাই, তবে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন। বড়লাট ব্যবহৃত "বর্ণ হিন্দু" কথায় তিনি আপত্তি জানান। হিন্দু মহাসভার কোন প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই।

সম্মেলনে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত বড়লাটের আলাপ আলোচনা হয়। ১ জুলাই বড়লাট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে অন্যূন ৮ জন ও অনূর্দ্ধ ১২ জন করিয়া, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়কে ৪ জন এবং শিখ সম্প্রদায়কে ৩ জন সদস্যের নামের একটি তালিকা পেশ করিতে অনুরোধ করেন। এই সদস্য-তালিকাগুলি হইতে এবং প্রয়োজন বোধে ইহার বাহির হইতেও সদস্যের নাম লইয়া প্রস্তাবিত শাসন পরিষদ গঠন করিবেন। ৯ জুলাই কংগ্রেস ও অন্যান্ত সম্প্রদায় নামের তালিকা দাখিল করে কিন্তু মিঃ জিন্না বড়লাটকে জানান যে যদি সমগ্র মুসলমান সদস্য নির্বাচনের ভার মুসলিম লীগকে দেওয়া হয় এবং মুসলমানদিগের স্বার্থের পক্ষে হানিকর যদি কোন প্রস্তাবের সমগ্র মুসলমান সদস্য বিরোধিতা করেন তাহা হইলে বড়লাট নিজ ক্ষমতাবলে উক্ত প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিবেন এইরূপ আশ্বাস পাইলে তবে মিঃ জিন্না নামের তালিকা দিতে প্রস্তুত আছেন। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া বড়লাট মিঃ জিন্নাকে তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করার অক্ষমতা জানাইয়া দেন। ১৪ জুলাই বড়লাট নেতৃসম্মেলনের শেষ অধিবেশনে সরকারী ভাবে সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা ঘোষণা করেন এবং বলেন যে যখন বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া নূতন শাসন পরিষদ গঠন করা সম্ভব হইল না তখন বর্তমান ব্যবস্থাই চলিতে থাকিবে।

বৃটিশ পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন

বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ আর, ডব্লিউ, সোরেন্সেন, মিঃ জি, নিকল্‌সন, মিসেস্ এম, ডব্লিউ, নিকল্‌সন, মেজর ডব্লিউ ওয়াট, ও মিঃ এইচ, মরিস, লর্ড চোলি, লর্ড মুনষ্টার, মিঃ এ, জি, বটম্‌লি ও ব্রিঃ এ, আর, লো প্রোফেসর আর, রিচার্ডসের অধিনায়কত্বে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য ১৯৪৫ সালের ৫ জানুয়ারী ভারতে আগমন করেন। ভারতের নানা স্থানে বিভিন্নদলের নেতাদিগের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ৮ ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশযাত্রা করেন। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার আশু অবসানের সুপারিশ করেন।

ভারতে বৃটিশ মন্ত্রী প্রতিনিধিদল

১৯৪৬ সালের ২৩ মার্চ ভারত সচিব লর্ড পেথিক-লরেন্স, বাণিজ্য-সচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ও নৌ-সচিব মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডার ভারতে আগমন করেন। ভারতবাসীদের আশা আকাঙ্ক্ষা কিরূপে দ্রুত পরিপূরণ করা যায় এবং শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ভারতবাসী ভারতের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে সেই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের এদেশে আগমন। তাঁহারা ইতিমধ্যে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য, দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিমণ্ডলী, প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীগণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন।

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতের রেলপথের মোট দৈর্ঘ ছিল ৪০,৫২৫ মাইল; ঐ বৎসরের শেষে মোট ৮,৫৯,৯২,১৯,০০০ টাকা নিয়োজিত ছিল; ঐ বৎসরে যাত্রী সংখ্যা ছিল মোট ৬,২২,৩৫,০০০ এবং ৯,৫২,৫৩,০০০ টন মাল-পত্র বহন করা হইয়াছিল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

জাপান বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিস্তার লাভ করে। বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ব্রহ্ম, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে পশ্চাদপসরণ করিবার সময় ভারতীয় সৈনিক ও অসামরিক লোকদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া আসিল। তাহার ফলে সমগ্র ভারতীয় বাহিনী জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৪২ সালে ২৮ মার্চ টোকিওতে শ্রীযুত রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করার সংকল্প গৃহীত হয়। বৃটিশদের ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য করানোর জন্য ভারতীয়দের নেতৃত্বে শুধু ভারতীয় বাহিনীই যুদ্ধ করিবে, এই প্রস্তাবও গৃহীত হয়। অতঃপর শ্রীযুত রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে পুনরায় ব্যাঙ্ককে ১৫ হইতে ২৩ জুন এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে পূর্ব-এশিয়ার সকল দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে একটি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর অধিনায়কত্বে সাত হাজার সৈন্য লইয়া জাতীয় বাহিনী গঠিত হয়। জাপান ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সহিত পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রথমে দিলেও পরে তাহাদের সহিত স্বাধীনতা লীগের সম্পর্ক ক্রমশঃ অপ্রিয় হইতে থাকে। শ্রীযুত রাসবিহারী বসুর অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও এই সম্পর্ক ক্রমশই খারাপ হইতে থাকে। ২ জুলাই শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে পৌঁছেন এবং স্বাধীনতা লীগের সমস্ত দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রায় ৬০ হাজার ভারতীয় নরনারী ঐক্যবদ্ধ হন এবং এই আন্দোলনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হয়। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী (আজাদ হিন্দ্) গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন ও তাহা বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধমান সমস্ত দেশ কর্তৃক গভর্ণমেণ্টরূপে স্বীকৃত হয়। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ডাঃ শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথের নেতৃত্বে একটি নারী-বাহিনীও

গঠন করা হয়। আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট অফিসারদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি ট্রেনিং স্কুল ও রেড্ ক্রশ বিভাগও গঠন করেন।

আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের ১৯টি বিভাগ ছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রিক কার্যের জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া সিঙ্গাপুরে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের ব্রহ্মে ১০০টি, মালয়ে ৭০টি, শ্যামে ২৪টি ও ইহা ব্যতীত সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস, আন্দামান, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক শাখা ছিল। এই শাখাসমূহ হইতে সৈন্য ও অর্থ সংগৃহীত হইত। জাতীয় বাহিনীর প্রয়োজনে ৮ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট চিকিৎসা শিক্ষা প্রভৃতি কল্যাণকর কার্যের জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ৬৫টি জাতীয় বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছিল। সৈন্যদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ও কোনরূপ সাম্প্রদায়িকার বিভেদ ছিল না। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অন্তর্গত সুভাষ ব্রিগেড, গান্ধী ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড প্রভৃতি নামে সৈন্যবাহিনী ছিল।

১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং ১৮ মার্চ ভারত ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোহিমা ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান দখল করিয়া ইম্ফল অবরোধ করে। কিছুদিন কঠোর সংগ্রাম করিবার পর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য আজাদ হিন্দ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। ইহার পর ব্রহ্মদেশের উপর বৃটিশ ও মার্কিণ বাহিনীর চাপ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ১৯৪৫ সালের ২৩ এপ্রিল জাপানী সৈন্যবাহিনী ও ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট রেঙ্গুন ত্যাগ করে। ২৪ এপ্রিল মেজর-জেনারল লোকনাথনের অধিনায়কত্বে ৬ হাজার আজাদ হিন্দ সৈন্য এবং আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি ও আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীযুত জে, এন, ভাদুড়ীর উপর ভারতীয়দের ধনপ্রাণ রক্ষার ভার এবং সঙ্ঘের সকল দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ রেঙ্গুনের সকল কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করে। ইহার একপক্ষ কাল পরে আজাদ হিন্দ বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বৃটিশ বাহিনী রেঙ্গুন অধিকার করে।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

জন্ম ১৮৯৭ ; স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়া ১৯২০ সালে আই, সি, এস পরীক্ষায় চতুর্থস্থান অধিকার করেন ; বিলাতে থাকিতেই উক্ত পদ ত্যাগ করেন ও এদেশে আসিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার, ১৯২৪ ; ঐ বৎসর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় ; ১৯৩০ সালে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। কারারুদ্ধ থাকাকালীন ১৯৩০ সালে তিনি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ ও ১৯৪০ সালে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। অনেকবার বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৮-৩৯ সালে নিখিল-ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পর বৎসর পুনরায় নির্বাচিত হন কিন্তু কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভ্যদের সহিত মতবিরোধ হওয়াতে কয়েক মাস পরে পদত্যাগ করেন ও ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারী তাঁহার কলিকাতার বাসভবন হইতে রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হন। শ্রীযুত উত্তম চাঁদের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশ হইতে পেশোয়ার হইয়া কাবুলে যাইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং সেখানে প্রায় দেড়মাস কাল থাকার পর আফগানিস্থানের ইতালীয় কন্সালের চেষ্টায় মস্কো হইয়া বার্লিনে যাইতে সক্ষম হন। আজাদ হিন্দ ফৌজের তথ্যাদি হইতে জানা যায় যে তিনি জার্মানীতে বৎসরাধিক কাল সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৪২ সালের ২ জুলাই সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। বৃটিশ বাহিনী রেঙ্গুন অধিকার করার পর জাপান গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার এই মৃত্যুর সংবাদ সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় নাই—তাঁহার জীবিত থাকার সংবাদ মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

> "তোমার এই চরিত্র শক্তিকেই বাংলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।"
>
> —সুভাষচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথ

আজাদ হিন্দ্ (অস্থায়ী) গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণের নাম

সুভাষচন্দ্র বসু (রাষ্ট্রনায়ক, প্রধান মন্ত্রী এবং সমর ও পররাষ্ট্র সচিব); ক্যাপ্টেন মিস্ লক্ষ্মী স্বামীনাথন্ (নারী-সংগঠন); এস, এ, আয়ার (প্রচার); লেঃ কঃ এস, সি, চ্যাটার্জি (অর্থ); লেঃ কঃ আজিজ আহম্মদ; লেঃ কঃ এন, এস, ভগৎ; লেঃ কঃ জে, কে, ভোঁসলে; লেঃ কঃ গুলজারা সিং; লেঃ কঃ এ, জেড, কিয়ানি; লেঃ কঃ এ, ডি, লগানাদান; লেঃ কঃ এহ্সান কাদির এবং লেঃ কঃ শাহ নওয়াজ (সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধি)। এ, এম, সহায় (মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন সেক্রেটারী)। রাসবিহারী বসু (প্রধান পরামর্শদাতা)। করিম গণি; দেবনাথ দাস; ডি, এম, খাঁ; এ, ইয়েলাপ্পা; জে, থিবি ও সর্দ্দার ঈশ্বর সিং (পরামর্শদাতাগণ)। এ, এন, সরকার (আইনবিষয়ক পরামর্শদাতা)।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

কদম কদম্ বঢ়ায়ে জা
খুশীকে গীত্ গায়ে জা
ইয়েহ্ জিন্দ্গী হ্যায় কৌম কী
(তো) কৌম পৈ লুটায়ে জা ॥
তূ শেরে হিন্দ্ আগে বঢ়্
মরণেসে ফিরভি তূ ন ডর
আসমান্ তক্ উঠায়ে সির্
জোশে ওতন্ বঢ়ায়ে জা।

তেরে হিম্মৎ বঢ়তী রহে
খুদা তেরী শুনতা রহে
জো সামনে তেরে চঢ়ে
(তো) খাকমে মিলায়ে জায় ॥
চলো দিল্লী পুকার্কে
কৌমী নিশান্ সম্ভাল্কে
লাল কিল্লে গাড়্কে
লহ্রায়ে জা লহরায়ে জা ॥
কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা

শেরে হিন্দ—হিন্দুস্থানের ব্যাঘ্র; জোশ্=শক্তি; কৌমী নিশান—জাতীয় পতাকা।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিচার

গত ৫ নভেম্বর দিল্লীর লাল কেল্লায় "ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর" সেনাপতি দলের তিন জনের—ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন পি, কে, সেগল ও লেঃ গুরুবক্স সিং ধীলনের সামরিক আদালতে প্রথম বিচার আরম্ভ হয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ—রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, হত্যা, অপরাধে সাহায্য করণ। ভারতীয় বাহিনীর সাত জন অফিসার লইয়া সামরিক আদালত গঠিত হয়—৪ জন ইউরোপীয় ও ৩ জন ভারতীয়। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা। করেন স্যার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ার ও মেজর ওয়াল্‌স। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থনের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু, কুনোয়ার স্যার দিলীপ সিংহ, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মিঃ আসফ্ আলি, রায় বাহাদুর বদ্রীদাস, শ্রীযুক্ত পি, কে, সেন ও শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন শরণ কে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই ও স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থন করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁহাদের অপরাধ অস্বীকার করেন। এই বিচারে দেশব্যাপী দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ভারত সরকার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এক বিবৃতিতে বলেন—২০ হইতে ৫০ জনের অধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা আনা হইবে না এবং যে সব ব্যক্তি তাহাদের স্বদেশবাসী যুদ্ধ বন্দীদের উপর অথবা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সদস্যদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাইয়াছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল লোকের মৃত্যু ঘটাইয়াছিল শুধু তাহাদের বিরুদ্ধেই মামলা চালান হইবে। সামরিক আদালত ৩ জানুয়ারী অফিসারত্রয়কে যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন কিন্তু ভারতের জঙ্গীলাট সেই আদেশ মকুব করিয়া তাঁহাদের মুক্তি দেন। ক্যাপ্টেন আবদুল রসিদ, সুবেদার সিঙ্গারা সিং, জমাদার ফতে খাঁ, ক্যাপ্টেন ববহানউদ্দিন প্রভৃতিদের বিরুদ্ধেও চার্জ সীট দাখিল করা হয় ও সামরিক আদালতে তাঁহাদের বিচার আরম্ভ হয়।

('ঘটনা প্রবাহ' দ্রষ্টব্য)

১৩৫২ সালের ঘটনা প্রবাহ

১৪ এপ্রিল— (১ বৈশাখ—)

এপ্রিল-১৪—কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির রজত-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন। কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ। ১৮—সর্দার প্যাটেল ও শ্রীশঙ্কর রাও দেও আমেদনগর জেল হইতে যারবেদা জেলে স্থানান্তরিত। ১৯—মৌলানা আজাদ আমেদ-নগর দুর্গ হইতে বাঁকুড়ার স্পেশাল জেলে অদ্য আনীত। ২৭—শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত।

মে (১৮ বৈশাখ—১৭ জ্যৈষ্ঠ)

১—উড়িষ্যার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহতাপের সম্বলপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ। ৬—সাময়িকভাবে রেশনিংয়ের পরিকল্পনানুসারে কলিকাতায় বস্ত্র বণ্টন আরম্ভ। ৮—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৮৫ তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশের সর্বত্র অনুষ্ঠান। ১০—হিন্দু মহাসভার নির্দেশক্রমে ভারতের সর্বত্র "হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা দিবস" পালিত। ১৪—কলিকাতায় ও সহরতলীতে ইউরোপের যুদ্ধ জয়ের অনুষ্ঠান। ২০—হাওড়া হইতে ২৭ মাইল দূরে ই, আই, রেলওয়ের মণিরামপুর ষ্টেশনের নিকট ট্রেন সংঘর্ষের ফলে ১৩ জন নিহত ও ৭৩ জন আহত—স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য নিহত। ২৩—অসুস্থতার জন্য মিঃ আসফ আলিকে মুক্তি দিতে ভারত গভর্ণমেণ্টের সীদ্ধান্ত।

জুন (১৮ জ্যৈষ্ঠ—১৬ আষাঢ়)

৪—প্রায় দশ সপ্তাহ পরে ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের ভারতে প্রত্যাবর্তন। ৬-জামালপুরে (মৈমনসিংহ) ২ হাজার অর্দ্ধনগ্ন নরনারীর মিছিল। ১০—পণ্ডিত জওহরলাল ও আচার্য নরেন্দ্র দেব বেরিলি জেল হইতে আলমোড়া জেলে অদ্য আনীত। ১৪—ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানকল্পে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কর্তৃক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের

প্রস্তাবাবলী ঘোষিত। ১৫—রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, শ্রীযুত শঙ্কর রাও দেও, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, আচার্য কৃপালনি ও ডাঃ পট্টভি সিতারামিয়ার বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ। ১৬—নারায়ণগঞ্জে পল্লী অঞ্চলের প্রায় এক হাজার অর্দ্ধনগ্ন নারীর মিছিল। রাষ্ট্রপতি আজাদের কলিকাতায় আগমন ও বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত। ২১—তিন বৎসর পরে বোম্বাইতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ। ২২—কার্যকরী সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত। ২৩—রাষ্ট্রপতি আজাদ ও বড়লাটের সাক্ষাৎকার। পুনায় হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সমিতির বৈঠক। ২৪—গান্ধীজী, মৌলানা আজাদ ও মিঃ জিন্নার সহিত বড়লাটের সাক্ষাৎকার। কংগ্রেস নিমন্ত্রিতগণের সহিত রাষ্ট্রপতি আজাদের আলোচনা। ২৫—সিমলা লাট প্রসাদে লর্ড ওয়াভেল কর্তৃক আমন্ত্রিত নেতৃসম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ—গান্ধীজী ব্যতীত ২০ জন নেতার যোগদান। শ্রীযুত মাখন সেনের কারামুক্তি। চূড়ামনি যোগ উপলক্ষ্যে কলিকাতায় স্নানার্থীর বিরাট সমাগম। বিক্রয়-কর দুই পয়সা হইতে ৩ পয়সা হারে বর্দ্ধিত। ২৬—নেতৃসম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন। ২৭—নেতৃসম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশন। ২৯—একঘণ্টা আলোচনার পর অধিবেশন স্থগিত। ৩০—এলাহাবাদে জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যালয়ের (স্বরাজ ভবন) সমস্ত ঘর খুলিয়া দেওয়ার আদেশ জারী।

জুলাই—(১৭ আষাঢ়—১৫ শ্রাবণ)

১—পণ্ডিত নেহরুর সিমলায় আগমন। ২—বড়লাট ও পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী আলাপ আলোচনা। ৩—সিমলায় রাষ্ট্রপতি আজাদের সভাপতিত্বে ও গান্ধীজীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ। ৫—কার্যকরী সমিতির অধিবেশন। ৬—কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশন। মুসলিম লীগ কার্যকরী সমিতির বৈঠক। ৭—কার্যকরী সমিতির অধিবেশন—বড়লাটের নিকট প্রস্তাবিত পরিষদের জন্য ১৫ জন

ব্যক্তির নামের একটি তালিকা পেশ। ৮—কার্যকরী সমিতির অধিবেশন। ৯-কার্যকরী সমিতির অধিবেশন—বড়লাটের নিকট মিঃ জিন্নার ও রাষ্ট্রপতি আজাদের পত্র প্রেরণ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সাহায্য ও পুনর্বসবাস সমিতির সভ্যদের করাচীতে আগমন। ১০—কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠক। ১২—রাষ্ট্রপতি আজাদ ও বড়লাটের সাক্ষাৎকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান আরম্ভ। মাদারীপুর মহকুমার ট্যাকেরহাট নামক স্থানে হাটের সময় একটি বিমান ভাঙ্গিয়া পড়ায় শতাধিক লোক নিহত ও আরও বহু ব্যক্তি নিখোঁজ। বহু মাল-বোঝাই নৌকা চূর্ণ। ১৪—বড়লাটের সারাদিন নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা। ১৫—বড়লাট কর্তৃক নেতৃসম্মেলনের ব্যর্থতার সংবাদ ঘোষিত। ১৬—গান্ধীজী, সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি নেতাদের সিমলা ত্যাগ। ২৫—পাঞ্জাব পুলিশ কর্তৃক খান আবদুল গফুর খান গ্রেপ্তার। ২৬—খান আবদুর গফুর খানকে মুক্তিদান।

আগস্ট—(১৬ শ্রাবণ—১৪ ভাদ্র)

৭—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত ১২—স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের মৃত্যু। ১৬—অস্তি চিমুর মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ৭ জন বন্দীর মৃত্যু দণ্ডাদেশ মকুব করিয়া বড়লাট কর্তৃক যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডের আদেশ। ১৮—কংগ্রেসের প্রথম মহিলা জেনারেল সেক্রেটারী, একনিষ্ঠ দেশ সেবিকা ও প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীযুক্তা সরলাবালা দেবী চৌধুরাণীর কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন। কুচবিহার রাজ্যের সৈন্যগণ কর্তৃক স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজ ও কলেজ-হোস্টেল আক্রমণ; অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীগণকে প্রহার—ফলে ৯২ জন আহত। ২৩—বাংলা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত—(প্রেসনোট)। ২৭—বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের লণ্ডন যাত্রা।

সেপ্টেম্বর (১৫ ভাদ্র—১৩ আশ্বিন)

৮—জব্বলপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, পিপলস শহরের ৬ মাইল দূরে এক জলাধার ফাটিয়া যাওয়ার ফলে শতাধিক লোক ও দুই সহস্রাধিক গবাদি পশু নিহত। ১৩—পুনায় কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ। পেশোয়ারের কংগ্রেস নেতা ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষের পরলোকগমন। বাংলার গভর্ণর মিঃ আর, জি, কেসীর লণ্ডন যাত্রা। ১৪—বেলা ১১টায় কুহুর বন্দীনিবাস হইতে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তিলাভ। শ্রীযুত হরিবিষ্ণু কামাথ ও পণ্ডিত শীলভদ্র যাজীর মুক্তিলাভ। ১৫—কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত। বিলাতে তিন সপ্তাহ অবস্থানের পর লর্ড ওয়াভেলের ভারতে প্রত্যাবর্তন। ১৬—বিখ্যাত নাগা মহিলা রাণীর গুইদালোর কয়েকটি সর্তাধীনে মুক্তিলাভ। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৫ তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সম্বর্দ্ধনা। ১৮—শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর চার বৎসর পরে বাংলায় আগমন—বিপুল-ভাবে সম্বর্দ্ধিত। ১৯—বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের বেতার বক্তৃতা—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনার ফলাফল ঘোষিত। কলিকাতার ট্রাম শ্রমিক ও কর্মীদের ধর্মঘট আরম্ভ। ২১—বেলা তিনটায় বোম্বাইতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ। ২২—সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন। ২৩—রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত। ২৮—ট্রাম-শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে মীমাংসা হওয়ায় ট্রাম চলাচল আরম্ভ।

অক্টোবর (১৪ আশ্বিন—১৪ কার্তিক)

৫—স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান। ১৯—মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবার্তা। ২১—প্রধান সেনাপতি স্যার অকিনলেক কর্তৃক, এদেশের সশস্ত্রবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়-করণের পরিকল্পনা ঘোষিত। ২৬—কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত। ৩০—৫

বৎসর পূর্বে কলিকাতায় পুলিশ অনুমতি ব্যতীত সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ জারী করা হয়, তাহার প্রত্যাহার।

নভেম্বর (১৫ কার্তিক—১৩ অগ্রহায়ণ)

২—বাংলার জমিয়েৎ-উল-উলেমা-ই হিন্দের সভাপতি মৌলানা রুহুল আমীনের মৃত্যু। ৩—শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও শিবনাথ ব্যানার্জির প্রেসিডেন্সি জেল হইতে মুক্তিলাভ। ৫—দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ৪ জন অফিসারের বিচার আরম্ভ। ৭—আত্রাইঘাট স্টেশনের নিকট দার্জিলিং মেল ও নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ—৯ জন নিহত, ৫২ জন আহত। মৈমনসিংহে পাঁচ হাজার অর্দ্ধ-নগ্ন নরনারীর শোভাযাত্রা ও বস্ত্র দাবী। ৮—বক্সার জেল হইতে মৌলভী আশ্রফ-উদ্দিন চৌধুরীর মুক্তিলাভ। ৯—কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বিরাট নির্বাচন-সভা—ভীড়ের চাপে ২ জন নিহত, ৮ জন আহত। ১৫—শত্রুচরের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শক্চন্দ্রনাথ চোপরা, ভাগবত উপাধ্যায়, সর্দার কনোয়াল সিং, সর্দার কর্তার সিং ও রামদুলারী দুবের প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত। ২১—আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-জ্ঞাপক কলিকাতার ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপর পুলিশের গুলি চালনা—৩ জন নিহত, ৫৮ জন আহত। ২২—রক্তস্নাত কলিকাতা—পুলিশের গুলিচালনায় ১৩ জন নিহত, ১৩১ জন আহত; শহরে হরতাল; যানবাহন চলাচল বন্ধ; ওয়েলিংটনে সভা; শোভাযাত্রা কর্তৃক তাহাদের লক্ষ্যস্থল ডালহৌসী স্কোয়ার পরিক্রমণ; গত দিনের মৃত ব্যক্তিদের শোভাযাত্রায় যোগদানকালে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী মিলিটারী লরীর সংঘর্ষের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত। ২৩—পুনরায় পুলিশের গুলিচালনা—৫ জন নিহত, ৫৬ জন আহত; ৩ দিনে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩৬; ই, আই, রেলওয়ের ট্রেণসমূহের চলাচল ব্যাহত; শহরে পূর্ণ হরতাল, যানবাহন চলাচল বন্ধ। তিন শত টাকা বেতনের অনুর্দ্ধ কলিকাতা কর্পোরেশনের সকল কর্মচারীর ধর্মঘট আরম্ভ।

কলিকাতায় গুলিচালনার প্রতিবাদে বোম্বাইতে পঞ্চাশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ধর্মঘট। ২৪—যানবাহন চলাচল আরম্ভ—শহর শান্ত। বোম্বাইতে ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালনা। কাঁচড়াপাড়ায় আমেরিকান অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণ—বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী শতাধিক অসামরিক ব্যক্তি নিহত। ২৭—কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্মচারীদের ধর্মঘটের অবসান।

ডিসেম্বর—(১৫ অগ্রহায়ণ—১৬ পৌষ)

১—মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতায় আগমন—সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠান আশ্রমে অবস্থানের ব্যবস্থা। লাটভবনে গান্ধীজী ও বাংলার গভর্ণর মিঃ কেসীর সাক্ষাৎকার। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের দমদম্ সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ। ২—গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার। ৩—পুনরায় গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠকে যোগদানের জন্য রাষ্ট্রপতি আজাদ, সর্দার প্যাটেল, মিঃ আসফ্ আলী ও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের কলিকাতায় আগমন। ৪—পুনরায় গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার। কলিকাতায় কংগ্রেস কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের অধিবেশন আরম্ভ। কয়েকদিন আগে সিন্ধুতে যে ভূমিকম্প হয়, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে তাহার ফলে করাচী ও কেতি বন্দরের মধ্যবর্তী ১০০ মাইলব্যাপী উপকূল অঞ্চলের অনেকগুলি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—২০ হাজার লোক গৃহহীন, ৪ হাজার লোকের মৃত্যু। ৫—কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন। পণ্ডিত নেহেরুর কলিকাতায় আগমন—বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত। ৭—কলিকাতায় কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ। অপরাহ্নে রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের সহিত-বাংলার গভর্ণরের পৌনে দুই ঘণ্টা কাল আলাপ-আলোচনা। ৮—কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে পাঁচ লক্ষ নরনারীর এক সভায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সপ্তাহের উদ্বোধন। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন। ৯—লাহোরের সাংবাদিক শ্রীযুত কালীনাথ রায়ের মৃত্যু। পত্নীসহ বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কলিকাতায় আগমন। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির তৃতীয় দিনের অধিবেশন। ১০—গান্ধী-বড়লাট

সাক্ষাৎকার। কার্যকরী সমিতির অধিবেশন। ১৬—কার্যকরী সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত। ১৭—গান্ধীজী কর্তৃক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাসভবন পরিদর্শন—শান্তিনিকেতন যাত্রা। ১৮—মহাত্মা গান্ধীর শান্তিনিকেতনে আগমন। ১৯—গান্ধীজী কর্তৃক শান্তিনিকেতনে দীনবন্ধু-স্মৃতি হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপন। ২০—গান্ধীজীর শান্তিনিকেতন হইতে রামপুরহাট হইয়া সোদপুরে প্রত্যাবর্তন। ২১—কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কে একটি বিরাট জনসভায় পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা। ২২—গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার। ২৩—পণ্ডিত নেহরুর সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত। ২৫—মীরাটে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ২৩তম অধিবেশন আরম্ভ। গান্ধীজীর ডায়মণ্ডহারবার হইয়া মহিষাদলে আগমন। ২৮—কংগ্রেসের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে সভা অনুষ্ঠিত। ৩০—মহাত্মা গান্ধীর মহিষাদল হইতে কাঁথিতে আগমন।

জানুয়ারী—(১৭ পৌষ—১৭ মাঘ)

২—অধ্যাপক আফজল হোসেনের সভাপতিত্বে বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৩শ অধিবেশন আরম্ভ। ৩—অদ্য নূতন দিল্লীতে সামরিক আদালত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মেঃ-জেনারল শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সায়গল ও লেঃ ধীলনের যে যাবজ্জীবন দীপান্তর আদেশ দেন, ভারতের জঙ্গীলাট তাহা মকুব করেন—ফলে অপরাহ্নে তাঁহাদের মুক্তিলাভ। মেদিনীপুর সফর শেষ করিয়া গান্ধীজীর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। ৫—সোদপুরে বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রায় ৭৫০জন কর্মীর সম্মেলনে গান্ধীজী কর্তৃক তাঁর গঠনমূলক কার্যসূচীর ব্যাখ্যা। বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের করাচীতে আগমন। ৭—রাত্রে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী সাহহাজারী গ্রামে সিভিল পাইওনিয়ার ফোর্সের ও পাইওনিয়ার সেবার কোরের প্রায় ১ হাজার সৈন্য গ্রামবাসীদের প্রহার, লুটতরাজ ও পেট্রোল দ্বারা গৃহে অগ্নি সংযোগ করে; কয়েকজন লোক গুরুতররূপে আহত—ক্ষতি আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা। ৩'জন সৈনিক একজন স্ত্রীলোককে টানিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া গ্রামবাসীদের তাহাতে বাধা দেওয়ার ফলে এই নৃশংস

ঘটনা। ৮—গান্ধীজীর গৌহাটী যাত্রা। ৯—নূতন দিল্লীতে পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের সহিত মিঃ আসফ আলীর আলোচনা। ১২—গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে ডায়মণ্ডহারবারে সাময়িকভাবে নির্মিত দুইটি জেটী ভাঙ্গিয়া পড়ার ফলে ১৪২জন নিহত ও ৮০জন আহত। অদ্য হইতে ৫ শত ও তদূর্দ্ধ টাকার নোট অবৈধ ঘোষণা করিয়া এক নূতন অর্ডিন্যান্স জারী। ১৩—কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কে এক জনসভায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু সম্বর্দ্ধিত ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে ১,১১,১১১ টাকার একটি তোড়া দান। ১৪—আসাম সফর শেষ করিয়া গান্ধীজীর সোদপুর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন। ১৮—কলিকাতায় গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার। ১৯—শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের দলপতি ও মিঃ আসফ আলী সহকারী—দলপতি নির্বাচিত। মহাত্মা গান্ধীর বাংলা সফর সমাপনান্তে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা। করাচীতে রাজকীয় বিমান বাহিনীর প্রায় ২ হাজার ভারতীয় বৈমানিকের অনশন ধর্মঘট আরম্ভ। ২১—নব-নির্বাচিত কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন দিবসে সরকারী পক্ষের প্রথম পরাজয়। ২২—মেঃ জেনারল শাহ নওয়াজ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিলে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত। ২৩—অদ্য সাড়ম্বরে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৫০তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত। কলিকাতায় বঙ্গীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য কমিটির উদ্যোগে মেঃ-জেনারল শাহ নওয়াজের উপস্থিতিতে দশহাজার স্বেচ্ছাসেবক সেবিকার দুই মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা। বোম্বাইয়ে নেতাজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রাকারীদের উপর পুলিশের গুলিচালনা; লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহৃত; ১০জন নিহত, ৪৫০জন আহত। ২৪—বোম্বাইয়ে পুনরায় বিক্ষোভের সৃষ্টি ও পুলিশের গুলিচালনা—মৃতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৩। ২৫—বোম্বাইয়ে হাঙ্গামার তৃতীয় দিবসে পুলিসের ৬ বার গুলিচালনা—এ পর্যন্ত মোট মৃত্যু সংখ্যা ২২। দিল্লীর চীফ কমিশনার কর্তৃক শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলির গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল বলিয়া প্রকাশ। বৃটিশ পার্লামেণ্টারী দলের কলিকাতায়

আগমন। ২৬—ভারতের সর্বত্র 'স্বাধীনতা দিবস' পালিত। দমদম্ বিমান ঘাঁটিতে বৃটিশ বিমান বাহিনীর ২২শত লোকের ধর্মঘট। ২৮—শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নিউইয়র্ক হইতে করাচীতে আগমন। ২৯—শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলির কলিকাতায় আগমন। লক্ষ্ণৌ জেলে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জির অনশন ধর্মঘটের চতুর্দশ দিবস। মালয়-প্রবাসী ভারতীয়গণের নেতা ও আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত এন, রাঘবনের মুক্তিলাভ।

ফেব্রুয়ারী (১৮ মাঘ—১৬ ফাল্গুন)

৪—সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় মামলায় ক্যাপ্টেন আবদুল রসিদ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত—জঙ্গীলাট কর্তৃক এই দণ্ডকাল ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে পরিণত। ৬—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জির ২২ দিনের পর অনশন ভঙ্গ। বোম্বাইয়ে রাজকীয় বিমান বাহিনীর অফিসারগণ সহ ৬০০ সদস্যের অনশন ধর্মঘট আরম্ভ। বিখ্যাত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মৃত্যু। ৮—স্যার গোলাম হিদায়েতুল্লা কর্তৃক সিন্ধুর মন্ত্রীসভা গঠিত। ৯—আসামে শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ কর্তৃক মন্ত্রীসভা গঠিত। ১১—আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলির দণ্ডের প্রতিবাদে অপরাহ্নে কলিকাতায় ডালহৌসী স্কোয়ার অভিমুখে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের এব শোভাযাত্রার উপর পুলিসের গুলীচালনা, লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার; ১জন নিহত, ৩১জন আহত; ২৭জন ছাত্র গ্রেপ্তার; ২০খানি মিলিটারী গাড়ীতে অগ্নি-সংযোগ। ১২—কলিকাতায় হাঙ্গামার দ্বিতীয় দিবসে পুলিশের গুলী ও লাঠি চালনার ফলে ১৬জন নিহত ও প্রায় ২০০জন আহত; ২০খানি মিলিটারী লরীতে ও কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে অগ্নি-সংযোগ; অপরাহ্নে লক্ষাধিক হিন্দু-মুসলমানের শোভাযাত্রা কর্তৃক ডালহৌসী স্কোয়ার পরিক্রমণ। ১৩—কলিকাতায় হাঙ্গামার তৃতীয় দিবস—টহলদারী মিলিটারী ও সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর প্রায় ২৫ বার গুলীচালনা—১২ জন (তন্মধ্যে ১৪ বৎসরের ১টি বালিকা) নিহত, ২০০ জন আহত;

১৪৪ ধারা জারী। নৈহাটী রেল স্টেশনে ১ খানি ট্রেন ও কাঁকিনাড়া স্টেশনে ৩ খানি ট্রেন ও স্টেশন ঘর ভস্মীভূত—পুলিসের গুলিচালানায় ৭ জন নিহত, ১৪ জন আহত। ১৪—কলিকাতায় হাঙ্গামার চতুর্থ দিবসে বিভিন্ন স্থানে গুলীচালনা। শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে আহতদের মধ্যে ৯ জনের ও শহরতলীতেও আহতদের মধ্যে ৯ জনের মৃত্যু। নৈহাটীতে ৬০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট। ১৫—বাংলা সরকার বিক্রয়-করের হার টাকাপ্রতি তিন পয়সা হইতে ১ আনা করায় তাহার প্রতিবাদে কলিকাতার ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট আরম্ভ। বাংলার নূতন গভর্ণর স্যার ফ্রেড্রিক বারোজ ও লাট-পত্নীর কলিকাতায় আগমন। ১৭—কলিকাতার হাঙ্গামায় আহতদের মধ্যে আরও ৩ জনের মৃত্যু। ১৯—বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী করিয়া বোম্বাইয়ে রাজকীয় ভারতীয় নৌ বাহিনীর প্রায় ৭ হাজার লোকের ধর্মঘট। ২০—কুচবিহার কলেজে সৈন্যদের অত্যাচার সংক্রান্ত মামলায় ২ জন অফিসার ও ৪৬ জন সৈন্য বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত। ২১—বোম্বাইয়ে নাবিক ধর্মঘটের গুরুতর আকার ধারণ; ধর্মঘটকারী ভারতীয় নাবিকদের গ্রেপ্তার করার সময় বাধা পাওয়ায় সামরিক পুলিস কর্তৃক গুলীবর্ষণ; গোরা সৈন্যদল ও নাবিকদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ ভারতীয় নৌ-সৈন্যগণ কর্তৃক একটি অস্ত্রাগার ও ২০ খানা জাহাজ অধিকৃত। করাচীতেও গোলযোগের বিস্তারলাভ; সামরিক পুলিস ধর্মঘটকারী নাবিকদের উপর গুলীচালনা করায় ভারতীয় নাবিকগণ কর্তৃক প্রত্যুত্তরে কামান চালনা। ২২—বোম্বাইয়ে জনতার উপর পুলিসের ১২বার গুলীবর্ষণ—৬০ জন নিহত, ৬০০ জন আহত; জনতা কর্তৃক ডাকঘর, পুলিস ফাঁড়ি ও অনেকগুলি মিলিটারীলরীতে অগ্নি সংযোগ; শহরে সান্ধ্য-আইন ও ১৪৪ ধারা জারী। করাচীতে "হিন্দুস্থান" জাহাজের উপর গোলা বর্ষণ করায় উহার আত্মসমর্পণ। সর্দার শার্দুল সিং-এর মুক্তিলাভ বোম্বাই ও করাচীর ধর্মঘটকারী নৌ সেনাদের প্রতি সহানুভূতিতে শিয়ালদহ স্টেশনের সমস্ত কর্মচারীর হরতাল। কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের ৫০ হাজার শ্রমিকের হরতাল। সর্দার

প্যাটেলের উপদেশে বোম্বাইয়ের ভারতীয় নৌ-সৈনিকদের বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ। ২৪—সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ, কয়েকদিনের হাঙ্গামায় ২০০ জন নিহত, ১,০১৭ জন আহত। ২৫—৬ দিন ধর্মঘটের পর ৫ শত বাঙালী নাবিকের কার্যে যোগদান। ২৬—আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন বুরহানউদ্দিন সামরিক আদালত কর্তৃক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত—জঙ্গীলাট কর্তৃক তৎপরিবর্তে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দান। ২৮—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব কর্তৃক ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট পেশ।

মার্চ (১৭ ফাল্গুন—১৭ চৈত্র)

৪—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ঝাঁসির রাণী-বাহিনীর অধিনায়িকা লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন্ বিমান যোগে কলিকাতায় আনীত ও তথা হইতে তাঁহাকে মুক্তি দান। নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় টাকায় ৩ পয়সা বিক্রয়কর আদায় করা হইবে, এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করায় ১৮ দিনের পর দোকান মালিকদের হরতাল ভঙ্গ করার সীদ্ধান্ত গ্রহণ। ৭—দিল্লীতে যুদ্ধ-বিজয় দিবস উৎসবের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ প্রদর্শন—পুলিস কর্তৃক জনতার উপর গুলীবর্ষণ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার। ৮—প্রকাশ, দিল্লীর হাঙ্গামায় ৭ জন নিহত ও ২০ জন আহত। পণ্ডিত নেহরুর বিমান যোগে কলিকাতায় আগমন। ৯—উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রী সভার কার্যভার গ্রহণ। ১০—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে পণ্ডিত নেহরুর অভিভাষণ। ১১—আজাদ হিন্দ্ সরকারের মেজর-জেনারল এ, সি, চ্যাটার্জি বিমান যোগে কলিকাতায় আনীত ও অদ্য সামরিক পাহারায় দিল্লী প্রেরিত। ১২—বোম্বাইয়ে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ। ১৫—কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত। ১৭—পণ্ডিত নেহরুর দিল্লী হইতে বিমান যোগে মালয় যাত্রা। ১৮—বাংলায় অদ্য হইতে চাউল ও গমজাত দ্রব্যের রেশনের হার ৪ সের স্থলে ২ সের ১০ ছটাক করা হইল; শ্রমিক ও শিশুদের নূতন হার ধার্য।

২১—দিল্লীর পুলিশ লাইনের কনষ্টেবলদের বেতন বৃদ্ধির ধর্মঘট আরম্ভ। ২২—দিল্লীতে ধর্মঘটকারী ৪৬ জন পুলিশ গ্রেপ্তার। ২৩—ভারত-সচিব লর্ড পেথিক-লরেন্স, নৌ-সচিব মিঃ এ, ভি আলেকজাণ্ডার ও বৃটিশ বাণিজ্য সচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের বিমান যোগে করাচীতে আগমন। ২৪—বৃটিশ মন্ত্রী সভার প্রতিনিধিদলের দিল্লীতে আগমন। ২৬—ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সীর ৪ বৎসর কারাভোগের পর মুক্তিলাভ। ২৭—মালয় ভ্রমণ সমাপণান্তে পণ্ডিত নেহরুর এলাহাবাদে প্রত্যাবর্তন। আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের ৩৬৬ জন সদস্যের কলিকাতায় আগমন। ২৯—দিল্লীতে বৃটিশ মন্ত্রীগণের সহিত প্রাদেশিক গভর্ণরদের আলোচনা সমাপ্ত।

এপ্রিল (১—১৩) (১৮—৩১ চৈত্র)

১—মহাত্মা গান্ধীর সহিত স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স ও ভারত-সচিবের আলাপ আলোচনা। যুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রী সভার কার্যভার গ্রহণ। ২—বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রসভা গঠিত—শ্রীযুত জগলাল চৌধুরী ব্যতীত অপর তিন জনের কার্যভার গ্রহণ ও শ্রীযুত চৌধুরীকে মুক্তি দানের আদেশ। নূতন দিল্লীতে বৃটিশ মন্ত্রীসভার সদস্যদের সহিত নরেন্দ্র মণ্ডলের চ্যান্সেলর ও ৫ জন দেশীয় রাজার আলাপ-আলোচনা। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দু বিবাহিতা নারীর পৃথক বাসস্থান ও খোরপোষ প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কীয় বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। রাষ্ট্রপতি আজাদ ও বৃটিশ মন্ত্রীসভরে সদস্যদের মধ্যে আলাপ আলোচনা। ৫—রাজনৈতিক পলাতকগণের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল করিয়া বিহার ও বোম্বাইয়ের কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর আদেশ জারী। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক উক্ত প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তিদানের আদেশ ৬—বৃটিশ মন্ত্রীসভার সদস্যদের সহিত বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও মধ্য প্রদেশের ৪ জন প্রধান মন্ত্রী ও উড়িষ্যার ভাবী প্রধান মন্ত্রীদের মিলিত ভাবে আলাপ-আলোচনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি পরীক্ষার পদার্থ-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ভাগে প্রশ্নপত্র কঠোর

হওয়ার অভিযোগে কলিকাতার প্রায় ১ হাজার ছাত্রের পরীক্ষা গৃহ ত্যাগ। জাতীয় সপ্তাহ আরম্ভ। ৭—যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রী মণ্ডলী কর্তৃক শ্রীযুক্ত যোগেশ চ্যাটার্জি সহ ৬০ জন বন্দীর মুক্তি দান। ১১—শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার মুক্তিলাভ। ১২—নূতন দিল্লীতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠক আরম্ভ। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত বৃটিশ মন্ত্রীদের আলোচনা।

প্রাদেশিক গভর্ণর ও মন্ত্রীসভা

বাংলা—গভর্ণর স্যার ফ্রেড্রিক জন্ বারোজ্। মন্ত্রীমণ্ডলী—এইচ, এস, সুরাবর্দী (প্রধান মন্ত্রী); আমেদ হোসেন; খান বাহাদুর আবদুল গোফরাণ; খান বাহাদুর মহম্মদ আলি; খান বাহাদুর মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন; খান বাহাদুর এ, এফ, এম, আবদার রহমান; সামসুদ্দিন আমেদ; যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল।

বোম্বাই—গভর্ণর—স্যার জন কলভিল। মন্ত্রীমণ্ডলী—বি, জি, খের (প্রধান মন্ত্রী); মোরার্জি দেশাই; ডাঃ এম, ডি, ডি, গিলদার; ডি, এন, দেশাই; বৈকুণ্ঠ মেটা; এল, এম, পাটিল; গুলজারিলাল নন্দ; এম, পি, পাটিল; গোবিন্দ ভর্তক; জি, ডি, তাপাসে।

মাদ্রাজ—গভর্ণর—লেঃ জেনারল স্যার আর্চিবল্ড নাই। মন্ত্রীমণ্ডলী—টি, প্রকাশম্ (প্রধান মন্ত্রী); ভি, ভি, গিরি,; এম, ভক্তবৎসলম্; টি, এস, অবিনাশীলিঙ্গম্; কে, ব্যাসম; পি, এস, কুমারস্বামী রাজা; ডানিয়েল টমাস; (শ্রীযুক্তা) রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি; কে, আর, কারন্ত; কে, কোটি রেড্ডি; ভেমুল কুরমায়া।

যুক্তপ্রদেশ—গভর্ণর—স্যার ফ্রান্সিস ডি, উইলি। মন্ত্রীমণ্ডলী—পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ (প্রধান মন্ত্রী); রফি আমেদ কিদোয়াই; ডাঃ কৈলাস নাথ কাটজু; (শ্রীযুক্তা) বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত; হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম; সম্পূর্ণানন্দ।

পাঞ্জাব—গভর্ণর—স্যার বার্ট্রাণ্ড গ্লান্‌সি। মন্ত্রীমণ্ডলী—খিজির হায়াৎ খান তিওয়ানা (প্রধান মন্ত্রী); নবাব স্যার মোজাফ্‌ফার আলি খান কিজিলবাস; লালা ভীমসেন সাচার; সর্দার বলদেও সিং।

বিহার—গভর্ণর—স্যার টমাস্‌ রাদারফোর্ড। মন্ত্রীমণ্ডলী—শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (প্রধান মন্ত্রী); অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ; ডাঃ সৈয়দ মামুদ; জগলাল চৌধুরী; বদ্রিনাথ বর্মা; বিনোদানন্দ ঝা; রামচরিত্র সিংহ; কৃষ্ণবল্লভ সহায়; আবদুল কায়াম আনসারী।

মধ্যপ্রদেশ—গভর্ণর—স্যার হেনরী জে, টোয়াইনাম। মন্ত্রীমণ্ডলী—পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল (প্রধান মন্ত্রী); পণ্ডিত ডি, পি, মিশ্র; ডি, কে, মেহ্‌তা; এস, ভি, গোখেল; আর, কে, পাতিল।

আসাম—গভর্ণর—স্যার য়্যান্‌ড্রু ক্লু। মন্ত্রীমণ্ডলী—গোপীনাথ বরদলৈ (প্রধান মন্ত্রী); বসন্ত কুমার দাস; বিষ্ণুরাম মেধী; বৈদ্যনাথ মুখার্জি; রেঃ নিকলস রায়; রামনাথ দাস; আবদুস মতলিব মজুমদার।

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ—গভর্ণর—স্যার ওলেফ ক্যারো। মন্ত্রীমণ্ডলী—ডাঃ খান সাহেব (প্রধান মন্ত্রী); কাজী আতাউল্লা খান; লালা মেহের চাঁদ খান্না; খান মহম্মদ ইয়াহিয়া জান।

উড়িষ্যা—গভর্ণর—স্যার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী। মন্ত্রীমণ্ডলী—হরেকৃষ্ণ মহতাপ (প্রধান মন্ত্রী); নবকৃষ্ণ চৌধুরী; পণ্ডিত লিঙ্গরাজ মিশ্র; নিত্যানন্দ কানুঙ্গো; রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস রায়।

সিন্ধু—গভর্ণর—স্যার ফ্রান্সিস্‌ মোডি। মন্ত্রীমণ্ডলী—স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা (প্রধান মন্ত্রী); খান বাহাদুর এম, এ, খুরো; পীর এলাহী বখ্‌শ; মীর গোলাম আলী খান তালপুর।

(১৫.১.৫৩)

> "জাতিকে যদি মুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ নিজের অন্তরে পাইতে হইবে। 'আমি মুক্ত স্বাধীন মানুষ' এই কথা ধ্যান করিতে করিতে মানুষ নির্ভীক হইয়া উঠে। নির্ভীক হইতে পারিলে মানুষ কোন স্থানে আবদ্ধ হয় না; কোন বাধা-বিঘ্ন তাহার পথ-রোধ করিতে পারে না।" —সুভাষচন্দ্র

সিনেমা

১৯৪৫ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র-সাংবাদিক সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ ১৯৪৫ সালে কলিকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় ও বিদেশী ছবির জনপ্রিয়তা নির্দ্ধারণে যে ভোট দিয়াছিলেন, তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

দশটি শ্রেষ্ঠ ছবি (ভারতীয়) :—(১) ভাবীকাল (২) পর্বত পে আপনা ডেরা (৩) দুই পুরুষ (৪) কাশীনাথ (হিন্দী) (৫) একদিন কা সুলতান (৬) আয়না (৭) দিনরাত (৮) মন-কী-জীৎ (৯) দেবদাসী (১০) মজদুর।

দশটি শ্রেষ্ঠ ছবি—(ইংরাজী)—(১) গ্যাস লাইট (২) দি লষ্ট উইকেণ্ড (৩) আর্সেনিক য়্যাণ্ড ওল্ড লেস (৪) এ সং টু রিমেম্বার (৫) উইল্‌সন (৬) এ থাউস্যাণ্ড য়্যাণ্ড ওয়ান নাইট্‌স (৭) হেন্‌রী দি ফিফ্‌থ (৮) ড্র্যাগন সিড্‌ (৯) দি সেভেন্‌থ ক্রস্‌ (১০) দি পিক্‌চার অব্‌ ডোরিয়ান্‌ গ্রে।

শ্রেষ্ঠ শিল্পী (ভারতীয়—যথাক্রমে, বাংলা ও হিন্দী)—

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য—ভাবীকাল ; পর্বত পে আপনা ডেরা। **শ্রেষ্ঠ পরিচালনা**—নীরেন লাহিড়ী (ভাবীকাল) ; ভি, শান্তারাম (পর্বত পে আপনা ডেরা)। **শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনা**—পঙ্কজ মল্লিক (দুই পুরুষ) ; আমির আলী (পান্না)। **শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্র**—সুধীন মজুমদার (দুই পুরুষ) , ভি, অভ্যুত্ত (পর্বত পে আপনা ডেরা)। **শ্রেষ্ঠ শব্দানুলেখন**—লোকেন বসু (দুই পুরুষ) ; এ, কে, পারমার (পর্বত পে আপনা ডেরা)। **শ্রেষ্ঠ শিল্প-নির্দেশ**—সৌরেন সেন (দুই পুরুষ) ; রুসি ব্যাঙ্কর (একদিন কা সুলতান)। **শ্রেষ্ঠ অভিনেতা**—দেবী মুখার্জি (ভাবীকাল) ; পৃথ্বিরাজ (দেবদাসী)। **শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী**—চন্দ্রাবতী (দুই পুরুষ) ; গীতা নিজামী (পান্না)। **শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব-চরিত্রাভিনেতা**—অমর মল্লিক (ভাবিকাল) ; ইয়াকুব (আয়না)। **শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব-**

চরিত্রাভিনেত্রী—প্রভা (মানে-না-মানা); রঞ্জিতকুমারী (চল চলরে নওজোয়ান। **শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচনা**—শৈলেন রায় (দুই পুরুষ); গোপাল সিং নেপালী (মজদুর) **শ্রেষ্ঠ সংলাপ**—প্রেমেন মিত্র (ভাবীকাল); উপেন্দ্র আসব (মজদুর)।

বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র—বাংলা—ভাবীকাল (কে, বি পিকচার্স); হিন্দী-পর্ব'তপে আপনা ডেরা (রাজকমল কলা মন্দির); ইংরাজী—গ্যাস লাইট (মেট্রো-গোল্‌ড্‌ইন)

শ্রেষ্ঠতম বাংলা চিত্র

১৯৩৯—জীবন মরণ; ১৯৪০—ডাক্তার; ১৯৪১—প্রতিশ্রুতি; ১৯৪২—বন্দী; ১৯৪৩—কাশীনাথ; ১৯৪৪—উদয়ের পথে; ১৯৪৫—ভাবীকাল।

১৯৪৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলা দেশে স্থায়ী চিত্রগৃহের সংখ্যা ছিল ১৯৮; তন্মধ্যে ৪৬টি প্রদর্শনী-গৃহ কলিকাতায় অবস্থিত।

* * *

১৯৪৫ সালে ৬৩টি হিন্দী ছবি ও ১১টি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করে। ১৯৪৪ সালে এই দুই শ্রেণীর মোট সংখ্যা ছিল ৯৩।

* * *

১৯৪৫ সালে শ্রীপ্রতিমা দাসগুপ্তা 'ছমিয়া' চিত্র পারিচালনা করিয়া ভারতের প্রথম মহিলা পরিচালকের সম্মান লাভ করিয়াছেন।

* * *

১৯৪৫-এর শেষে বাংলায় চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৪৪; ফিল্ম-স্টুডিও'র সংখ্যা ছিল ১০।

* * *

ভারতে কাঁচা ফিল্ম আমদানির পরিমাণ ১৯৪১-৪২ সালে ৯,৩০,০০,০০০ ফিট; ১৯৪২-৪৩ সালে ৮,৬৫,৫৩,০০০ ফিট ও ১৯৪৩-৪৪ সালে ৭,৮৭,৫৮,০০০ ফিট।

ভারত সরকারের বাজেট

১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত সরকারের মোট রাজস্ব আয় ৩০৭ কোটি টাকা (বর্তমানে যে কর ধার্য আছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া) এবং ব্যয় ৩৫৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে; ইহার ফলে ৪৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়ে। দেশরক্ষা খাতে ২৪৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধার্য হইয়াছে।

সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৫-৪৬ সালের ১৪৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা রাজস্বের ঘাটতি পড়িবে; বাজেট বরাদ্দে ১৫৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের বরাদ্দ ৩৭৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা।

বাংলা সরকারের বাজেট

১৯৪৬-৪৭ সালে ৪১,১৮,৮৪,০০০ টাকা আয় ও ৫০,৬৫,১৯,০০০ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে; ফলে ৯,৪৬,৩৫,০০০ টাকা ঘাটতি পড়ে।

ঐ বৎসরে গঠন-মূলক কার্যের জন্য মোট ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। যে সকল পরিকল্পনার ব্যয় ঋণ গ্রহণ দ্বারা নির্বাহ হইবে, সেগুলির জন্য উপরোক্ত বরাদ্দ হইতে ১ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। অন্যান্য পরিকল্পনার জন্য সরাসরি রাজস্ব হইতে ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

গঠন-মূলক কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ হিসাবের মধ্যে না ধরিলে মূল রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৪৫-৪৬ (সংশোধিত) ৩৪,৭১,৪৩,০০০৲ ও ১৯৪৬-৪৭ (বাজেট)—৩০,৬০,১০,০০০৲।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ৭ কোটি টাকা সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৪-৪৫ সালের রাজস্ব খাতে ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়ে। ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত হিসাবে রাজস্বের ঘাটতির পরিমাণ ৭ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নাম—

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি, সভাপতি— মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা, ” — ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ভারতীয় মুসলিম লীগ, ” — মহম্মদ আলি জিন্না
নরেন্দ্র মণ্ডল, চ্যান্সেলর — মহামান্য ভুপালের নবাব
নিখিল ভারত কিষাণ সভা, সভাপতি— মুজাফর আমেদ
র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ” — মানবেন্দ্রনাথ নাথ রায়
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, সভাপতি— মৃণালকান্তি বসু
ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, সেক্রেটারী — পি, সি, যোশী
ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স য়্যাণ্ড
ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ সভাপতি— স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা
মেট্রোপলিটান অব ইণ্ডিয়া ও কলিকাতার বিশপ— ডাঃ জি, সি, হুব্যাক
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর — স্যার সি, ডি, দেশমুখ
নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন, সভাপতি— তুষার কান্তি ঘোষ
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স, সভাপতি— স্যার আব্দুল হালিম গজনভী
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, সভাপতি — অধ্যাপক আফজল হোসেন
দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন, ,, — পণ্ডিত জহরলাল নেহরু
ফেডারেশন অব পোষ্টস্ য়্যাণ্ড
টেলিগ্রাফস ইউনিয়ন, সভাপতি— দেওয়ান চমনলাল
ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘ, ,, — সভাপতি চণ্ডুলাল শা
ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন, ,, — অধ্যক্ষ এস, মৈনুল হক্
,, ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড, ,, — ডাঃ পি, সুব্বারায়ণ
অল্ ইণ্ডিয়া আর্ট কন্‌ফারেন্স, ,, — দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিট্যুট অব আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রি, সভাপতি— স্যার হোমি মোদী
,, কেমিক্যাল সোসাইটি, সভাপতি— ডাঃ জে, এন, মুখার্জি
অল্ ইণ্ডিয়া উইমেন্‌স কন্‌ফারেন্স, সভানেত্রী— শ্রীযুক্তা হংস মেটা
,, সাইকো-য়্যানালিটিক্যাল সোসাইটি, সভাপতি—ডাঃ গিরীন্দ্র শেখর বসু,

অল্ ইণ্ডিয়া সাইকোলজিক্যাল য়্যাশোশিয়েশন, সভাপতি— হরিদাস ভট্টাচার্য
ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনাল ইনষ্টিট্যুট অব সায়েন্স, সভাপতি — অধ্যাপক ওয়াদিয়া
রামকৃষ্ণ মিশন, সভাপতি — স্বামী বিরজানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ,, — স্বামী সচ্চিদানন্দ
জমিয়ৎ-উল-উলেমা, ,, — মৌলানা মাদানী
ন্যাশনাল কাউন্সিল, ওয়াই, এম, সি, এ, সভাপতি— রাজা স্যার মহারাজা সিং
ইণ্ডিয়ান য়্যাশোশিয়েশন, সভাপতি — প্রমথনাথ ব্যানার্জি
প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ,, — ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
ইণ্ডিয়ান ইন্স্যুরেন্স ইন্ষ্টিট্যুট, ,, — শচীন বাগচী
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি, ,, — সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
,, প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা, ,, — ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
,, মুসলিম লীগ, ,, — আক্রাম খাঁ
বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, ,, — ডাঃ এস, বি, দত্ত
মাড়োয়াড়ী ,, ,, ,, ,, — মদনলাল খেমকা
মুসলিম ,, ,, ,, ,, — এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী
ইণ্ডিয়ান্ ফুটবল য়্যাশোশিয়েশন, ,, — খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ,, — মন্মথমোহন বসু
,, সংস্কৃত ,, ,, — মাননীয় বিজনকুমার মুখার্জি
,, থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটি, ,, — অধ্যাপক তুলসীদাস কর
,, লাইব্রেরী য়্যাশোশিয়েশন ,, — অপূর্ব কুমার চন্দ
মহাবোধি সোসাইটি, ,, — ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতার শেরিফ — এফ, পি, এস, ওয়ারেন
কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স, সভাপতি — টমাস এল্‌ডারটন
,, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ,, — জে, এ, পার্কস
,, কর্পোরেশনের মেয়র — এস, এম, ওসমান
,, ম্যাথমেটিকাল সোসাইটি, সভাপতি— অধাপক এন, এম, বসু

১৩৫২ সালের বিশিষ্ট বাঙালীদের মৃত্যু

এস, এন দত্তগুপ্ত——২৮ আষাঢ় ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৯১৪ সালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে প্রবেশ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি তক্ষশীলার যাদুঘরের কিউরেটারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পাঞ্জাব-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার—২৬ শ্রাবণ ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইনি প্রথমে বিহারে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন ও পরে সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দেন। অতঃপর ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। ১৯২৯ সালে বাংলার য়্যাডভোকেট-জেনারল নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৪—১৯৩৯ ভারত সরকারের আইন-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বিলাতে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন ও হিন্দু মহাসভার পক্ষ সমর্থন করেন।

ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ—২৭ ভাদ্র ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া পেশোয়ারে য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জেনের পদে নিযুক্ত হন। উর্দ্ধতন কর্মচারীর সহিত মতবিরোধ ঘটায় সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯২৯-৩০ সালে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। দেশসেবার জন্য তাঁহাকে একাধিকবার কারাবরণ করিতে হয়।

মৌলানা রুহুল আমিন—১৪ কার্তিক ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করেন। ইনি বঙ্গীয় জমিয়ৎ-উল-উলেমার সভাপতি এবং একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

পাঁচকড়ি দে—৪ অগ্রহায়ণ ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক হিসাবে ইনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল।

জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী—৬ অগ্রহায়ণ পুলিসের গুলীতে নিহত একজন ছাত্রের শবযাত্রায় যোগদানকালীন মিলিটারী মোটর দুর্ঘটনায়

মারা যান। সিংহলে বৌদ্ধ মহিলা-কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন সিংহলে এবং ভারতে বহুনারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইনি আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া অক্লান্তভাবে দেশের সেবা করেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের জন্য ভারতের সর্বত্রই পরিচিত ছিলেন।

কালীনাথ রায়—২৩ অগ্রহায়ণ ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন; সাংবাদিক হিসাবে ইনি ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরেরও কোন কোন স্থানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি লাহোরের 'পাঞ্জাবী' ও পরে, 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

অনাথগোপাল সেন—৩ অগ্রহায়ণ হৃদরোগে মারা যান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। টাকার কথা, জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থনীতি, ও অর্থনীতি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। দেশসেবার জন্য তাঁহাকে কারাবরণও করিতে হয়।

যতীন্দ্রনাথ বসু—১০ মাঘ ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ইনি একজন যশস্বী এটর্নী ছিলেন। জাতীয়তাবাদী উদারনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁহার নাম সুপরিচিত ছিল। ইণ্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশনের সভাপতির পদে বহুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন।

স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী—২৩ মাঘ ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইনি কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীব্যাপী খ্যাতিলাভ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি। রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিনের ও ভারতীয় ন্যাশনাল ইনষ্টিট্যুট অব সায়েন্সের ফেলো ও কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

শরৎকুমার রায়—৩০ চৈত্র ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন ও বরেন্দ্র গবেষণা মন্দিরের স্থাপনা করেন। কৃষিবিষয়ে গবেষণাতেও তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙালী

শ্রীঅরবিন্দ (ঘোষ):—জন্ম ১৫ই আগষ্ট ১৮৭২—কলিকাতায়। বাল্যকাল হইতেই বিলাতে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯০ সালে আই, সি, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন কিন্তু অশ্বচালনা পরীক্ষায় অনুপস্থিত হওয়ায় তিনি অমনোনীত হন। কিছুকাল বারোদায় অধ্যাপনার পর বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন ও 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। অলিপুরের বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হন কিন্তু নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর ১৯১০ সালে তিনি পণ্ডিচেরীতে যান এবং তখন হইতে সেইখানেই বাস করিতেছেন। পণ্ডিচেরীতে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া তিনি নীরবে যোগ-সাধনায় মগ্ন আছেন। ইনি একজন বিজ্ঞ দার্শনিক এবং কবি-ও। ধর্ম, দর্শন ও যোগ-সাধনা সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই—জন্ম ১৮৭১; আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জন্মদাতা। কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। এঁর অঙ্কিত চিত্রাবলী দেশ-বিদেশে বহু প্রদর্শনীতে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা। শিল্পকলা ও শিশু সাহিত্যে এঁর কয়েকটি পুস্তক বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ইনি বিশ্বভারতীর বর্তমান আচার্য।

অখিলচন্দ্র দত্ত, এম, এ; বি, এল; জন্ম ১৮৬৯; ১৮৯৭ সাল হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং বর্তমানে ফেডারেল কোর্টের য্যাড্ভোকেট। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ১৯১৬—৩০। সভাপতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, ১৯১৮; সভাপতি, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন, ১৯২৭-২৮; প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, কংগ্রেস ন্যাশানালিষ্ট পার্টি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী-সভাপতি।

স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, (ক্যাণ্টাব), এল-এল, ডি (এডিন) কে, সি, এস, আই; জি, সি, আই, ই; আই, সি, এস

(অবসরপ্রাপ্ত) :—জন্ম ১৮৭৪ ; আই, সি, এস পরীক্ষায় ইনি সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি ভারত সরকারের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের ভূতপূর্ব লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনার। রাজকীয় অর্থনীতি কমিটির সদস্য। লণ্ডনের কাউন্সিল অব্ আর্টসের ভূতপূর্ব সভাপতি। বর্তমানে ভারত সচিবের পরামর্শদাতা (য়্যাড্ভাইসর)।

অনুরূপা দেবী :—ইনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী। ইনি সংস্কৃত, কাব্য, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন। মন্ত্রশক্তি, মা, পোষ্যপুত্র, মহানিশা প্রভৃতি অনেক উপন্যাস রচনা করিয়া ইনি যশস্বিনী হইয়াছেন। সমাজ ও ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহার স্বামী দীর্ঘকাল মজঃফরপুরে আইন-ব্যবসা করেন। বর্তমানে অনুরূপা দেবী কলিকাতার বহু শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায়, আই, সি, এস :—ইনি আই, সি, এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে ইনি মৈমনসিংহের জেলা-জজের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। সাহিত্যে এঁর যথেষ্ট অনুরাগ আছে ও পথে-প্রবাসে, সত্যাসত্য (৫ খণ্ড), তারুণ্য, বিনুর বই, ইসারা প্রভৃতি বই লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

আবুল কাশেম ফজলুল হক্, এম, এ ; বি, এল ; এম,এল,এ :—জন্ম ১৮৭৩ ; ১৯০০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। পরে কিছুকাল সরকারী চাকুরী করেন এবং ১৯২৩ সালে পদত্যাগ করিয়া পুনরায় আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালে ইনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সম্পাদক। ইনি প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র; নিখিল ভারত মুসলীম লীগের ভূতপূর্ব

মন্ত্রীপতি। বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী (১৯৩৭—৪৩)। কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা।

আলামোহন দাশ:—জন্ম ১৮৯৫, দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং স্কুলের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া ১৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসেন এবং ফিরি করিয়া খৈ-মুড়ি বিক্রয় আরম্ভ করেন। কিন্তু নিজ উৎসাহ ও দৃঢ়তার বলে, নানারূপ ব্যবসা করিতে করিতে পরে ওজন করিবার যন্ত্র প্রভৃতি মেসিনারীর একটি কারখানা খুলেন। তাঁহার নিজ কারখানাতে প্রস্তুত যন্ত্র-পাতির দ্বারা ইনি ভারত জুট মিল্‌সের প্রতিষ্ঠা করেন। জুট মিল্‌স ও ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার, দাস ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী এবং আরও অনেকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট।

উদয় শঙ্কর, এ, আর, সি, এ (লণ্ডন):—জন্ম ১৯০০; বোম্বাই আর্টস্ কলেজ ও লণ্ডন আর্টস্ কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রাচ্যনৃত্য দেখাইয়া ভারতীয় নৃত্যকে জগতের সম্মুখে একটি বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালে আলমোড়াতে নৃত্যকলা ও সংস্কৃতি চর্চার একটি কেন্দ্র স্থাপনা করেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী।

ডাঃ কালিদাস নাগ, এম, এ; ডি, লিট:—জন্ম ১৮৯২, স্কটিশ চার্চ কলেজের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক; ১৯২১ সালে জেনেভাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ইনি পৃথিবীর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও আছেন এবং বহুস্থানে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯২৩ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। বঙ্গীয় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক। ইনি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকখানি বই লিখিয়াছেন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়:—জন্ম ১৮৬৩, দক্ষিণেশ্বরে ১৯১০ সালে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বাঙলাসাহিত্যে হাস্য-রসের

যে সৃষ্টি ইনি করিয়াছেন তাহা অমূল্য—এঁর কোষ্ঠীর ফলাফল, ভাদুড়ী মশাই, ঝাঁই হ্যাজ প্রভৃতি বাঙলা সাহিত্যে এক নূতন ধরনের সৃষ্টি। ইনি পূর্ণিয়া প্রবাসী।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, এম,এ :—জন্ম ১৮৮০ কাশীর টোল সমূহ ও কুইন্স্ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি ভারতীয় বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং সেই হইতে ঐ বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। বর্ত্তমানে বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ। কবীর (৪) খণ্ড; ভারতীয় সাধনার ধারা ও আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কাজি নজরুল ইসলাম :—জন্ম ১৮৯৯; বিগত মহাসমরের সময়ে ইনি বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা, চিত্তনামা প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সঙ্গীত রচনাতেও এর বিশেষ খ্যাতি আছে। ভূতপূর্ব সম্পাদক 'নবযুগ'।

নবাব আসেফ্ কুতুর্ সৈয়দ ওয়াসেফ্ আলী মীর্জা, কে, সি, এস্, আই; কে, সি, ভি, ও; মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর—জন্ম ১৮৭৫; বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য; ইনি আরবী ও উর্দূ ভাষায় বুৎপন্ন। হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, এম, এ (অক্সন্), সি, আই ই; জন্ম ১৮৯৪; ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান; বাংলা সরকারেরর শিক্ষা সচিব, ১৯২৯-৩৪, স্বরাষ্ট্র-সচিব, ১৯৩৭-৪১; প্রধান মন্ত্রী ১৮৪৩-৪৪; বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ভূতপূর্ব সভাপতি। ১৯৪৫ সালে ভারতীয় খাদ্য মিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যান।

ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ডি, এস, সি; এম, বিঃ—জন্ম ১৮৮৭, দ্বারভাঙ্গা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ; মনঃসমীক্ষণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা; মানসিক রোগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয়,

চিকিৎসক। ইনি মনোবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

চারুচন্দ্র বিশ্বাস, এম, এ; বি, এল, সি আই ই:—জন্ম ১৮৮৮; ১৯১০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলর, লণ্ডনের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কমিটির সদস্য (১৯৩৩); জেনেভার লীগ অব্ নেশন্সের ভারতীয় সদস্য (১৯৩৬); কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডি, এস-সি:—জন্ম, ১৮৯৪; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক, ১৯১৫—২১; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ, ১৯২১—৩৯; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি, ১৯৩৯, সরকারী ও বে-সরকারী বহু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইঁহার দান বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, ১৯৩৯ সাল হইতে বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিট্যুট অব্ সায়েন্সের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত আছেন।

স্যার যদুনাথ সরকার, পি, আর, এস; ডি, লিট; সি, আই, ই; আই, ই, এস (অবসর প্রাপ্ত):—জন্ম ১৮৭০; ইনি প্রথমে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, পাটনা কলেজ এবং পরে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ভারতের মোগল যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি বহু মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এঁর গবেষণাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হয়। এঁর রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি খুবই মূল্যবান্। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়:—জন্ম ১৮৯৮ সালে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান্ লেখক। ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখিয়া ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়া-

ছেন। এঁর কয়েকখানা উল্লেখযোগ্য বই—গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, কবি, ধাত্রী-দেবতা, দুই পুরুষ, জলসা ঘর, হারানো সুর।

তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, এম, এ, (অক্সন্‌):—জন্ম ১৮৯৮; কলিকাতা, প্যারী ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের ভূতপূর্ব ডেপুটি-লীডার। বাংলার ভূতপূর্ব অর্থ-সচিব। কানাডায় এম্পায়ার পার্লামেণ্টারী য়্যাসোসিয়েসনের অধিবেশনে সদস্য-রূপে যোগদান করেন।

তুষারকান্তি ঘোষ, বি, এ:—জন্ম ১৮৯৯; অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য ইনি রাজরোষে পতিত হন ও তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৯৪; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ। ইনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্‌ সাহিত্যিক, সমালোচক ও সঙ্গীত বিচারক। কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের সময়ে ইনি উক্ত প্রদেশের ডাইরেক্‌টর অব় প্যাবলিক ইনফর্মেশন ও প্রেস্‌ অ্যাডভাইজর পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ যোগ্য দান—তাঁহার প্রবন্ধাবলী, ছোট গল্প, ত্রি-ধারা (উপন্যাস) প্রভৃতি। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপরে ইংরাজী ভাষায় ইঁহার একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

নলিনী রঞ্জন সরকার—জন্ম ১৮৮৮, ময়মনসিংহ জেলার সাজুড়া গ্রামে। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্‌ ইনস্যুরেন্স সোসাইটিতে সাধারণ কেরাণী রূপে প্রবেশ করিয়া শেষে ইহার ম্যানেজার ও সভাপতি হন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্‌ কমার্সের ভূতপূর্ব সভাপতি। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, ১৯৩৪-৩৫। ভারতীয় অর্থ নৈতিক ভূতপূর্ব সভাপতি। স্বরাজ্য পার্টির সম্পাদক ও প্রধান হুইপ ছিলেন। বাংলার ভূতপূর্ব অর্থসচিব। দিল্লী বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রো-চান্সেলর। বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের সদস্য ছিলেন—১৯৪২ সালে পদত্যাগ করেন। ভারতের বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯৪৫ সালে ভারতীয় শিল্পপতি মিশনের সদস্য রূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকা গমন করেন।

নন্দলাল বসু : জন্ম ১৮৮৩; ডাঃ অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য শিষ্য। কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে ও অবনীন্দ্র নাথের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার বহু চিত্রে ও প্রাচীর চিত্রে একজন প্রতিভাবান্ শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

ডা নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম, এ; ডি, এল :—জন্ম ১৮৮২; কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাড্ভোকেট। ইনি রিপন, সিটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। ঢাকা আইন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যক্ষ। ঢাকা জগন্নাথ হলের ভূতপূর্ব 'প্রভোষ্ট' ও ডীন অব্ দি ফ্যাকাল্টি অব্ ল'। ইনি আইন সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান্ বই লিখিয়াছেন। বহু সংখ্যক উপন্যাস লিখিয়া ইনি বাংলার সাহিত্য-জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন—অভয়ের বিয়ে, তরুণী ভার্য্যা, প্রহেলিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রবোধকুমার সান্যাল :—জন্ম ১৯০৭; ইনি অনেকগুলি উপন্যাস ও ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়া সাহিত্য জগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—প্রিয়-বান্ধবী, আঁকাবাঁকা, অরণ্যপথ, মহাপ্রস্থানের পথে প্রভৃতি।

প্রমথ চৌধুরী এম, এ; বার-য়্যাট-ল :—জন্ম ১৮৬৮ সাল। ১৮৯৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইনি বাংলাদেশের একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক ও সমালোচক। 'বীরবল' এই ছদ্মনামে ইনি অনেক ছোটগল্প লেখেন। প্রায় দশ বৎসর কাল ইনি 'সবুজ পত্র" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। বিশ্ব-ভারতী মাসিক পত্রিকার কিছুকাল সম্পাদক ছিলেন। নীল লোহিতের আদি প্রেম, বীরবলের হাল খাতা প্রভৃতি উল্লেযোগ্য।

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ; ডি, এস-সি, (ইকন)

(লণ্ডন); বার-য়্যাট-ল; :—জন্ম ১৮৭৯; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক, ১৯২০-৩৫, ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি, ১৯৩০, ও ভারতীয় রাজনীতি-বিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতি, ১৯৪০; কংগ্রেস গ্যাশনালিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি; অর্থনীতি ও শাসন-বিধি বিষয়ে ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

প্রমোথনাথ বন্দোপাধ্যায়, এম, এ; বি, এল; বার-য়্যাট্ ল:—বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক; বিশ্ববিদ্যালয়· আইন কলেজের অধ্যক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর।

প্রমথনাথ বিশী, এম, এ:—জন্ম ১৯ ২; শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেন। দশ বৎসর রিপন কলেজে অধ্যাপনার পর বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। সমালোচনা, কাব্য, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ৩০ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহ, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, কোপবতী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'বনফুল'—(বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়):—জন্ম সন ১৩০৬, পূর্ণিয়ায় মণিহারী গ্রামে। ইনি বর্তমানে ভাগলপুরে চিকিৎসা ব্যবসা করেন। ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস ও কবিতা দ্বারা ইনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এঁর প্রত্যেক লেখাতেই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—বৈতরণী তীরে, দ্বৈরথ, মৃগয়া, বনফুলের ছোটগল্প, সে ও আমি, সপ্তর্ষি, শ্রীমধুসূদন, জঙ্গম প্রভৃতি।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়:—জন্ম ১৯০৪; সম্পাদক 'যুগান্তর'। পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান জার্ণালিষ্ট য়্যাসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি। কাব্য ও সাহিত্যেও ইনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য রচনা—জাপান যুদ্ধের ডায়েরী।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, এম, ডি; এফ, আর, সি, এস; এম, আর, সি, পি:—বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ইনি সুপরিচিত। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ১৯৩১-৩৩ ও ভূতপূর্ব অল্ডারম্যান। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির ভূতপূর্ব সদস্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলর। ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ:—জন্ম ১৮৯৯; যশোহর জেলার বরাকপুর গ্রামে। ইনি প্রথমে ভাগলপুরে কোন জমিদারীর ম্যানেজার হন, তাহার পর হইতে ইনি শিক্ষকতায় রত আছেন। পথের পাঁচালী, অপরাজিতা, আরণ্যক, অনুবর্তন প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।

বুদ্ধদেব বসু:—জন্ম ১৯০৮, কুমিল্লা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম, এ পাশ করেন। রিপণ কলেজের অধ্যাপক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই বহু রচনা করিয়া ইনি খুব জনপ্রিয় হইয়াছেন। এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—অসূর্য্যম্পশ্যা, সাড়া, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, সমুদ্রতীর, বন্দীর-বন্দনা প্রভৃতি। ১৯৩৩ সালে এঁর লেখা "এরা ও ওরা" অশ্লীলতার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হয়। ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্রিকা—"কবিতা"র সম্পাদক।

স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, এম, এ; বি, এল; বার-য়্যাট্-ল; কে, সি, এস, আই:—জন্ম ১৮৭৫, বাংলার ভূতপূর্ব য়্যাডভোকেট জেনারল ও ভারত সরকারের ভূতপূর্ব আইন-সচিব। ১৯৩১ ও ১৯৩৩ সালে লীগ অব নেশন্‌সে ভারতীয় দলের নেতারূপে যোগদান করেন। বর্তমানে ভারত সরকারের য়্যাডভোকেট জেনারল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়:—জন্ম ১৮৯১; ১৯০৮ হইতে ১৯২৮ পর্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন অফিসে চাকুরী করেন। ১৯২৯ হইতে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রের সহকারী-সম্পাদক রূপে নিযুক্ত

আছেন। ইনি সংবাদপত্রে সে কালের কথা, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (৩৮ খানি), প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ও কয়েকটি গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়া বাঙালী পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক।

স্যার মহম্মদ আজিজুল হক. বি, এল; সি, আই, ই; ডি, লিট্: জন্ম ১৮৯২; বাংলার শিক্ষা-সচিব ১৯৩৪-৩৭; বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি (স্পীকার) ১৯৩৭-৪২; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর ১৯৩৮-৪২; ভারতের লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনার ১৯৪২-৪৩; ইণ্ডিয়ান্ ফ্রাঞ্চাইজ কমিটি, বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি প্রভৃতির ভূতপূর্ব সদস্য। বর্তমানে বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের বাণিজ্য বিভাগের সদস্য।

মানবেন্দ্র নাথ রায়:—১৯০৩ সালে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি মামলার সহিত জড়িত হন। ১৯১৫ সালে আমেরিকায় যান এবং কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে যোগদান করেন। তাহার পর লেনিন কর্তৃক রাশিয়ায় আহূত হইয়া 'কম্যুনিষ্ট-ইণ্টারন্যাশনালের' একজন সদস্য হন। ১৯২৭ সালে মস্কোর ইষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটির ভারতীয় শাখার প্রধান নিযুক্ত হন। নানা কারণে রাশিয়া হইতে বহিষ্কৃত হইয়া জার্মানি ও পরে ফ্রান্সে আসেন। ১৯৩০ সালে গোপনে ভারতে আসেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধৃত হইয়া ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর কংগ্রেসে যোগদান করেন কিন্তু কংগ্রেসের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় ১৯৪০ সালে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সৃষ্টি করেন।

মৃণালকান্তি বসু, এম, এ; বি, এল:—জন্ম ১৮৮৭; অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। ইণ্ডিয়ান্ জার্নালিষ্ট য়্যাসোশিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতা, ভূতপূর্ব সভাপতি ও সম্পাদক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন, কংগ্রেসের ও নিখিল ভারত

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি। ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে এঁর কয়েকটি বই আছে ;

ডাঃ মেঘনাদ সাহা, এফ, আর. এস ; ডি, এস, সি ; এফ, এন, আই :—জন্ম ১৮৯৩ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানে অধ্যাপনার পর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯২৩-৩৮)। তাহার পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানে পালিত-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি—১৯৩৪ ; ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিট্যুট্ অব্ সায়েন্সের সহ-সভাপতি, ১৯৩৭-৩৮ ; "সায়েন্স য়্যাণ্ড কাল্‌চার" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ইনি জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেকগুলি গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালে বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যান ও সোভিয়েট রাশিয়া বিজ্ঞান পরিষদের জুবিলি উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে মস্কো যান।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম, এ ; পি, আর এস ; পি, এইচ, ডি :—জন্ম ১৮৮৮ ; ১৯১৪ হইতে ১৯২১ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১ হইতে ১৯৩৬ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ১৯৩৭-৪২ ; ইনি অনেকগুলি মূল্যবান্ ইতিহাসের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

রাজশেখর বসু, এম, এ ; বি, এল :—জন্ম ১৮৮০ ; ১৯০৩ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল য়্যাণ্ড ফার্মাসিটিকাল ওয়ার্কসে প্রবেশ করেন এবং শেষে এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। ১৯৩২ সালে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সাহিত্যিক-জগতে ইনি 'পরশুরাম' নামে সুপরিচিত। গড্ডালিকা, কজ্জলী, চলন্তিকা (অভিধান) প্রভৃতি বই লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম, এ ; পি, এইচ, ডি :—জন্ম ১৮৯০, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজ-নীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ;

ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পাঞ্জাব, পাটনা, নাগপুর মাদ্রাজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ অধ্যাপক রূপে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ভারতের বহু অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯৩৭ সালে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ; পি আর, এস; পি, এইচ, ডি; ইতিহাস শিরোমণি:—জন্ম ১৮৮৪; বঙ্গীয় আইন পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য; বঙ্গীয় ভূমি-রাজস্ব. কমিশনের সদস্য ১৯৩৮-৩৯; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ। ইনি জাতীয়তাবাদী এবং কংগ্রেসের সেবক। ইতিহাস এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

লাবণ্যপ্রভা দত্ত:—জন্ম ১৮৯০; বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম মহিলা সভাপতি; বর্তমানে সহ-সভাপতি। ২৩ বৎসর বয়সে ইনি বিধবা হন এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। ইনি তজ্জন্য কয়েকবার কারাবরণও করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র বসু, এম, এ; বি, এল; বার-য়্যাট্-ল; এম, এল, এ (কেন্দ্রীয়):—জন্ম ১৮৮৯; ১৯১৩ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং সেখানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান, নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্য ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিপক্ষদলের ভূতপূর্ব নেতা। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা। দেশ সেবার জন্য ইঁহাকে কয়েকবার কারাবরণ করিতে হয়।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, ডি, এস্-সি (কলিকাতা ও প্যারী), এম, বি, ই:—জন্ম ১৮৯১; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের ঘোষ অধ্যাপক। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান

শাখার সভাপতি, ১৯৩৪ ; ইনি ভারতে বেতার সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবান্ গবেষণা করেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ ; বি, এল ; ডি, লিট্, ব্যার-য়্যাট্-ল :—জন্ম ১৯০১ ; স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব অর্থ-সচিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ইনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সভাপতি। ইনি নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় :—জন্ম ১৩০৭ ; ইনি সাঁওতাল ও কয়লাকুঠির মজুরদের কথা লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে পরিচিত হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—অভিশাপ, হোমানল, নারীমেধ ইত্যাদি। বর্তমানে ইনি ছায়াচিত্র পরিচালনার কাজে যোগদান করিয়াছেন।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ ; বি, এল ; পি, এইচ, ডি,—জন্ম ১৮৯৪, প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ও রাজ-সাহী কলেজের কিছুকাল অস্থায়ী অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত :—জন্ম ১৮৮২। ইনি বেঙ্গল কেমিকেল য়্যাণ্ড ফার্মাসিটিক্যাল ওয়ার্কসের সুপারিন্‌টেনডেন্ট ছিলেন। এঁরই চেষ্টায় খাদি-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইনি অন্যতম প্রধান কর্মী ছিলেন এবং তজ্জন্য কারারুদ্ধ হন। গান্ধীজীর আত্মজীবনী, গীতা-ভাষ্য প্রভৃতি অনেক বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এ ছাড়া Village & Home Doctor ও ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দীতে আরও অনেক বই লিখিয়াছেন।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু:—১৯০৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং তথা হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রীডার' এবং ১৯২৭ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। গণিত ও পদার্থ। বিজ্ঞানে ইনি বহুমূল্য গবেষণা করিয়াছেন এবং 'বসু-আইনষ্টাইন তথ্য আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের মূল্যবান্ দান। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও ইঁহার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। ইনি জাতীয়তাবাদী ও দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। সম্পাদক 'বিজ্ঞান-পরিচয়'। মূল-সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ১৯৪৪। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত-অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

সন্তোষকুমার বসু, এম, এ; বি, এল;:—জন্ম ১৮৮৯; নাগপুরে কিছুদিন অধ্যাপনার পর ১৯১৩ সাল হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করিতেছেন। ইনি স্বরাজ্য পার্টির সভ্য ছিলেন। কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলর, ডেপুটি মেয়র (১৯৩০) ও মেয়র (১৯৩৩)। বাংলার ভূতপূর্ব মন্ত্রী।

সুরেশচন্দ্র রায়,এম, এ; বি, এল:—জন্ম ১৯০২; ইনি ইংলণ্ডে বীমা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্সের ভূতপূর্ব সুপারিন্-টেণ্ডেন্ট। ইণ্ডিয়ান্ ইন্স্যুরেন্স ইনষ্টিট্যুটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৩৯-৪১)। ভারত সরকারের 'ইন্স্যুরেন্স য়্যাড্ভাইসরি কমিটির' সদস্য ছিলেন; "ইন্স্যুরেন্স ওয়ার্ল্ড" পত্রিকার সম্পাদক ও আর্যস্থান ইন্স্যুরেন্সের জেনারেল ম্যানেজার।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ; ডি, লিট (লণ্ডন): জন্ম ১৮৯০; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের খয়রা অধ্যাপক। বাংলার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সহ-সভাপতি। ১৯৩৫ ও ১৯৩৮ সালে ইউরোপের বহু সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সমিতির সহ-সভাপতি।

ভাষাতত্ত্ব, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম, এ ; পি, এইচ, ডি (কলিকাতা ও ক্যাণ্টাব), ডি, লিট্ (রোম), সি, আই, ই ; আই, ই, এস (অবসর প্রাপ্ত) :—জন্ম ১৮৮৭ ; চট্টগ্রাম কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ; কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থানে ইনি ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, মনোবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯৩৬ সালে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের ভূতপূর্ব সভাপতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে ইনি অনেকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, এম, এ ; পি, এইচ, ডি ; —জন্ম ১৮৮৭ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ সমূহের পরিদর্শক, ১৯১৬-৩৬ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ, ১৯৩৬-৪০। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি। নিখিল ভারত ভারতীয়-খৃষ্টান সম্মেলনের ভূতপূর্ব সভাপতি এবং বর্তমানে সম্পাদক।

হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৯৮ ; হায়দ্রাবাদে শিক্ষালাভ করেন। কবি ও নাট্যকার হিসাবে ইনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—এঁর অধিকাংশ রচনাই ইংরেজীতে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থানে ইনি অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। ইনি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা ও বোম্বাই প্রবাসী।

হুমায়ুন কবীর, এম, এ, (কলিকাতা) বি, এ, (অক্সন্)—জন্ম ১৯০৬ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ; পদ্মা, সাথী, প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ; সম্পাদক, 'চতুরঙ্গ', বঙ্গীয় কৃষক প্রজা দলের একজন উদ্যোগী সদস্য।

যতীন্দ্রনাথ বাগচী, বি, এ :—জন্ম ১৮৭৮, নদীয়ার যমসেরপুরে

আধুনিক বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে ইনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ইঁহার লেখা অপরাজিতা, নীহারিকা, কাব্য [illegible] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বি, এ; *—জন্ম ১৮৭৬; লণ্ডনের ইনষ্টিট্যুট অব্ জার্ণালিজম-এর সদস্য। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সাংবাদিক প্রতিনিধি রূপে মেসোপোটেমিয়ায় যান। ১৯১৮ সালে ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধি দলে বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি রূপে ইউরোপে যান। বর্তমানে "গ্র্যাড্ভান্স পত্রিকার সম্পাদক। বিপত্নীক, অধঃপতন, প্রেমের জয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

দিলীপকুমার রায়—জন্ম ১৮৯৭; ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এস-সি পাশ করেন। ১৯১৯ সালে কেম্‌ব্রিজে গণিত ও আইন শিক্ষালাভ করিতে যান এবং সঙ্গীতও শিক্ষা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে গণিত ও আইন শিক্ষা হইতে বিরত হইয়া সঙ্গীত শিক্ষাতেই মনোনিবেশ করেন। ১৯২২ অবধি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালাভ করিয়া সঙ্গীতে পারদর্শী হইয়া উঠেন। ভারতীয় সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভের জন্য ১৯২২-২৭ ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ১৯২৭ সালে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করেন এবং সঙ্গীতের ন্যায় যোগ সাধনাও তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিল। সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট যশলাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জী, মনের পরশ, রঙের পরশ, তীর্থঙ্কর, আবার ভ্রাম্যমান, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

[* এই তালিকায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম বাদ পড়িয়াছে—কারণ অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই।—সঃ]

পরিশিষ্ট

পঞ্জিকায় লিখিত সময় কলিকাতার স্থানীয় সময়। ইহাতে ৩৬ মিনিট যোগ করিলে বেঙ্গল টাইম ও ইহা হইতে ২৪ মিনিট বাদ দিলে ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্ পাওয়া যাইবে।

শুভদিনের নির্ঘণ্ট

বিবাহ—বৈশাখ ৩।৪।২৯, জ্যৈষ্ঠ—৭।৮।৯।১১।১২।১৩ ২২।২৯, আষাঢ়—৪।১১।১৭।১৯।২২।২৩।৩০, শ্রাবণ—৪।৮।১৬।১৭।২৭।২৮।৩১, অগ্রহায়ণ—২।৩।৪।৯।১০।১২।১৩ ১৭।১৯।২৩।২৭, মাঘ—১।৫।১৩।১৮।২৩।২৫।২৬।২৭, ফাল্গুন—১১।২৩।২৪. অশুদ্ধ কালের মধ্যে লিখিত বিবাহের দিনগুলি প্রাচীন মতে অরক্ষণীয়া কন্যার জন্য।

অন্নপ্রাশন—বৈশাখ ১।২০।৩০, জ্যৈষ্ঠ—১৯।২৬।২৯, আষাঢ়—১৫। ১৮।২৩।২৬, শ্রাবণ—১৬।১৭।২২, ভাদ্র—১১।১২।২৩, আশ্বিন - ১০।১৩, কার্ত্তিক—১০।১১।১৮।২১, অগ্রহায়ণ—৯।১২।১৩, পৌষ—১০।১৭।২০, মাঘ—১৩।১৭।২০, ফাল্গুন—১১, চৈত্র—১০।১৩।

বিদ্যারম্ভ—জ্যৈষ্ঠ ১৯।২৬, অগ্রহায়ণ—১৯, পৌষ—১০, মাঘ—১৭, ফাল্গুন—১৮, চৈত্র—১৩।২০।

উপনয়ন—জ্যৈষ্ঠ ১৯।২১।২৬, মাঘ—১৩, ফাল্গুন—১১।১৮।

নবান্ন—বৈশাখ ২৩।২৯, জ্যৈষ্ঠ—১১।১৯।২৬, আষাঢ়—১৫।২৩।২৫, আশ্বিন—১৩।১৫।২০।২৩, অগ্রহায়ণ—৯।১২।১৫।১৯, মাঘ—১৩।১৫, ফাল্গুন—১১।১৫।

পর্ব্বদিন

বৈশাখ—১ নববর্ষ; জ্যৈষ্ঠ—২৬ দশহরা, ৩১ স্নানযাত্রা ও চন্দ্রগ্রহণ; আষাঢ়—১৫ রথযাত্রা; শ্রাবণ—২৭ ঝুলনযাত্রা; ভাদ্র—২ জন্মাষ্টমী; আশ্বিন—৭ মহালয়া, ১৫-১৮ দুর্গোৎসব, ২৩ লক্ষ্মীপূজা; কার্ত্তিক—৭ শ্যামাপূজা, ৯ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ১৭ জগদ্ধাত্রীপূজা, ২৩ রাসযাত্রা, ৩০ কার্ত্তিক পূজা; অগ্রহায়ণ—২২ চন্দ্রগ্রহণ; মাঘ—১৩ শ্রীপঞ্চমী; ফাল্গুন—৭ শিবরাত্রি, ২৩ দোলযাত্রা; চৈত্র—৩১ চড়কপূজা। বৈশাখ—৬ গুড্-ফ্রাইডে, ৯ ইষ্টারমণ্ডে; জ্যৈষ্ঠ—৩০ এম্পারার্স বার্থ ডে; পৌষ—৯ খৃষ্টমাস ডে, ১৬ নিউ ইয়ার্স ডে; চৈত্র—২১ গুড্ ফ্রাইডে, ২৪ ইষ্টারমণ্ডে; আষাঢ়—২৯ শবেরাৎ; ভাদ্র—১২ ইদ্‌লফেতর; কার্ত্তিক—১৯ ইতুজ্জোহা; অগ্রহায়ণ—১৯ মহরম; মাঘ—৮ আখেরী চাহার শুম্বা, ২২ ফতেহাদোয়াজদাহন।

বৈশাখ মাস

১ বৈশাখ ইং ১৪ এপ্রেল মুং ১১ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৫।৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৫।৪৯। রবিবার ত্রয়োদশী ঘ ১।৫৩।৫১ উত্তর ফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৭।১৯। নববর্যারম্ভ। হালখাতা ও মহরতাদি।

২ বৈশাখ ইং ১৫ এপ্রেল মুং ১২ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৪।১৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৬।১৪। সোমবার চতুর্দ্দশী ঘ ২।৪১।২৬ হস্তা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৩৫।১১। পূর্ণিমার নিশিপালন।

৩ বৈশাখ ইং ১৬ এপ্রেল মুং ১৩ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৩।১৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৬।৩৯। মঙ্গলবার পূর্ণিমা ঘ ৩।৫৬।১২ চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৩৩ ১৩। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস।

৪ বৈশাখ ইং ১৭ এপ্রেল মুং ১৪ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪২।২৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৭।৫। বুধবার প্রতিপদ অপরাহ্ন ঘ ৫।৩৪।৫৭ স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫২।৩৮।

৫ বৈশাখ ইং ১৮ এপ্রেল মুং ১৫ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪১।৩১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৭।৩১। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৭।৩০।২৮ বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ৭।৩০।২৮।

৬ বৈশাখ ইং ১৯ এপ্রেল মুং ১৬ জমাদিয়লআউল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪০।৩৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৭।৫৭। শুক্রবার তৃতীয়া রাত্রি ৯।৩৪।২২ অনুরাধানক্ষত্র দং ৬০।০।০। গুড্ ফ্রাইডে।

৭ বৈশাখ ইং ২০ এপ্রেল মুং ১৭ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৯।৪৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬ ১৮.২৪। শনিবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ১১।৩৫।২৮ অনুরাধানক্ষত্র ঘ ৭।০।৩৪।

৮ বৈশাখ ইং ২১ এপ্রেল মুং ১৮ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৮।৫১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৮।৫১। রবিবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১।২৩।৪৯ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৯।৩০।৫১।

৯ বৈশাখ ইং ২২ এপ্রেল মুং ১৯ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৭।৫৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৯।১৯। সোমবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ২।৫২।১২ মূলানক্ষত্র ঘ ১১।৪৭।১৩। ইষ্টারমণ্ডে।

১০ বৈশাখ ইং ২৩ এপ্রেল মুং ২০ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৭।১৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৯।৩৮। মঙ্গলবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৩।৫৫।৮ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ১।৪১।৩১।

১১ বৈশাখ ইং ২৪ এপ্রেল মুং ২১ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৬।৩১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৯।৫৯। বুধবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ৪।২৮।১২ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র ঘ ৩।৫।৪।

১২ বৈশাখ ইং ২৫ এপ্রেল মুং ২২ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৫।৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২০।২০। বৃহস্পতিবার নবমী রাত্রি ঘ ৪।৩০।২৬ শ্রবণানক্ষত্র ঘ ৪।২।৮।

১৩ বৈশাখ ইং ২৬ এপ্রেল মুং ২৩ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৫।৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২০।৪২। শুক্রবার দশমী রাত্রি ঘ ৪।২।৪৪ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৪।৩০।৪৪।

১৪ বৈশাখ ইং ২৭ এপ্রেল মুং ২৪ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৪।২৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২১।৩। শনিবার একাদশী রাত্রি ঘ ৩।৫।৪৯ শতভিষানক্ষত্র ঘ ৪।২৮।৫৬। একাদশীর উপবাস।

১৫ বৈশাখ ইং ২৮ এপ্রেল মুং ২৫ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৩।৪২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২১।২৬। রবিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১।৪৩।১১ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৪।১।২৪।

১৬ বৈশাখ ইং ২৯ এপ্রেল মুং ২৬ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৩।১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২১।৪৯। সোমবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১১।৫৮।৩৮ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৩।১০।৪৪।

১৭ বৈশাখ ইং ৩০ এপ্রেল মুং ২৭ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩২।২০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২২।১২। মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৯।৫৭।৫ রেবতীনক্ষত্র ঘ ১।৫৯।৪৮। অমাবস্যার নিশিপালন।

১৮ বৈশাখ ইং ১ মে মুং ২৮ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩১।৪০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২২।৩৬। বুধবার অমাবস্যা রাত্রি ঘ ৭।৪২।৩৭ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ১২।৩৭।২৭। অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

১৯ বৈশাখ ইং ২ মে মুং ২৯ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩১।০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩।০। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ অপরাহ্ন ঘ ৫।১৯।৮ ভরণীনক্ষত্র ঘ ১১।৪।২৯।

২০ বৈশাখ ইং ৩ মে মুং ৩০ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩০।২২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩।২৬। শুক্রবার দ্বিতীয়া ঘ ২।৫২।৪৭ কৃত্তিকা-নক্ষত্র ঘ ৯।২৪।১৭।

২১ বৈশাখ ইং ৪ মে মুং ১ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৯।৪৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩।৫১। শনিবার তৃতীয়া ঘ ১২।২৬।১৩ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ৭।৪৪।৫২। অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত। শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা।

২২ বৈশাখ ইং ৫ মে মুং ২ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৯।৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৪।১৭। রবিবার চতুর্থী ঘ ১০।৬।৪৭ মৃগশিরানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।১০।৩৯ পরে আর্দ্রানক্ষত্র (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪ ৪৮।২৪ পর্য্যন্ত।

২৩ বৈশাখ ইং ৬ মে মুং ৩ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৮।২৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৪।৪৪। সোমবার পঞ্চমী ঘ ৭।৫৭।২২ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৩৬।৩০। ষট্ পঞ্চমী ব্রত।

২৪ বৈশাখ ইং ৭ মে মুং ৪ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৭।৫১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৫।১১। মঙ্গলবার ষষ্ঠী প্রাতঃ ঘ ৬.২।৪২ পরে সপ্তমী (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্র ঘ ৪।২৮।১১ পর্য্যন্ত পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৪৪।২০। জহ্নু সপ্তমী, জাহ্নবী পূজা।

২৫ বৈশাখ ইং ৮ মে মুং ৫ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৭।১৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৫।৩৯। বুধবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ৩।১৬।১৭ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।১৫।৩৪।

২৬ বৈশাখ ইং ৯ মে মুং ৬ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৬।৪০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৬।৮। বৃহস্পতিবার নবমী রাত্রি ঘ ২।৩০।৫৯ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।১২।১০। শ্রীশ্রীসীতানবমী ব্রত।

২৭ বৈশাখ ইং ১০ মে মুং ৭ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৬।৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৬।৩৭। শুক্রবার দশমী রাত্রি ঘ ২।১৪।৫৫ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩৯।১৯।

২৮ বৈশাখ ইং ১১ মে মুং ৮ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৫।৩০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৭।৬। শনিবার একাদশী রাত্রি ঘ ২।২৯।৫৯ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৩৪।৫০।

২৯ বৈশাখ ইং ১২ মে মুং ৯ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৪।৫৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৭।৩৭। ববিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৩।১৪।৩০ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৫৭।৪৫। রুক্মিণী দ্বাদশী ব্রত।

৩০ বৈশাখ ইং ১৩ মে মুং ১০ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৪।২৪ সূর্য্যাস্ত ৬।২৮।৮। সোমবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ৪।২৭।২০ চিত্রানক্ষত্র দং ৬০।০।০।

৩১ বৈশাখ ইং ১৪ মে মুং ১১ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৩।৫১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৮।৩৯। মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী দং ৬০।০।০ চিত্রানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৫০।১। নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি।

জ্যৈষ্ঠ মাস

১ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৫ মে মুং ১২ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৩।১৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৯।১০। বুধবার চতুর্দ্দশী প্রাতঃ ঘ ৬।৩।৭ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ৯।৪।৫৪। পূর্ণিমার ব্রতাঙ্গ উপবাস ও নিশিপালন। শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী পূজা।

২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৬ মে মুং ১৩ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২২।৪৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৯।৪২। বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা ঘ ৭।৫৬।৩৬ বিশাখানক্ষত্র ঘ ১১।৩৪।৪২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ফুলদোলযাত্রা।

৩ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৭ মে মুং ১৪ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২২।১৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩০।১৫। শুক্রবার প্রতিপদ ঘ ৯।৫৮।২৩ অনুরাধানক্ষত্র ঘ ২।১১।৫৫।

৪ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৮ মে মুং ১৫ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২১।৭৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩০।৪৯। শনিবার দ্বিতীয়া ঘ ১১।৫৮।১০ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৪।৪৪।৪৩।

৫ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৯ মে মুং ১৬ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২১।১৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩১।২৩। রবিবার তৃতীয়া ঘ ১।৪৫।৩৮ মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৫।১৪।

৬ জ্যৈষ্ঠ ইং ২০ মে মুং ১৭ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২০।৪৬ সূর্য্যাস্ত ৬।৩১।৫৮। সোমবার চতুর্থী ঘ ৩।১২।৪৮ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৪।৪২।

৭ জ্যৈষ্ঠ ইং ২১ মে মুং ১৮ জমাদিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২০।১৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩২।৩৩। মঙ্গলবার পঞ্চমী ঘ ৪।১৫।১৫ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৩৪।৪০।

৮ জ্যৈষ্ঠ ইং ২২ মে মুং ১৯ জমাদিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯।৪৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৩.৯। বুধবার ষষ্ঠী ঘ ৪।৪৭।৪৯ শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৩৯।৭।

৯ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৩ মে মুং ২০ জমাদিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯.২১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৩।৪৫। বৃহস্পতিবার সপ্তমী ঘ ৪।৪৯।৩১ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১৩।৪৩।

১০ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৪ মে মুং ২১ জমাদিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯।১২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।৩। শুক্রবার অষ্টমী ঘ ৪।২১।৩১ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১৯।১৬। ত্রিলোচনাষ্টমী। কাম্য ত্রিলোচন পূজা।

১১ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৫ মে মুং ২২ জমাদিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯।৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।২১। শনিবার নবমী ঘ ৩।২৪।১৩ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৫৭।৪।

১২ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৬ মে মুং ২৩ জমাদিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৫৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।৪১। রবিবার দশমী ঘ ২।২।১৯ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।১১।৫৭।

১৩ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৭ মে মুং ২৪ জমাদিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৪৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৫।০। সোমবার একাদশী ঘ ১২।১৮।২৯ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৫।২৭। একাদশীর উপবাস।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৮ মে মুং ২৫ জমাদিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৪৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৫।২০। মঙ্গলবার দ্বাদশী ঘ ১০।১৬।৩৭ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৪৬।৪০।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৯ মে মুং ২৬ জমাদিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৩৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৫।৪২। বুধবার ত্রয়োদশী ঘ ৮।১।১৮ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।১৬।১১। সাবিত্রীচতুর্দ্দশীব্রত।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ইং ৩০ মে মুং ২৭ জমাদিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৩২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।৩। বৃহস্পতিবার চতুর্দ্দশী প্রাতঃ ঘ ৫।৩৭।২৯ পরে অমাবস্যা (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি ৩ ৯।৪৬ পর্য্যন্ত কৃত্তিকানক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৫।৩৭।৪২। অমাবস্যার উপবাস ও নিশিপালন। অমাবস্যার ব্রত। শ্রীশ্রীফলহারিণী কালিকা পূজা।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ইং ৩১ মে মুং ২৮ জমাদিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।২৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।২৪। শুক্রবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১২।৪১।৫৮ রোহিণী নক্ষত্র ঘ ৩।৫৮।৪৭।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ইং ১ জুন মুং ২৯ জমাদিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।২২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।৪৬। শনিবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১০।২০।৩৭ মৃগশিরা নক্ষত্র ঘ ২।২৩।২৮।

১৯ জ্যৈষ্ঠ ইং ২ জুন মুং ১ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।১৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৭।৮। রবিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৮।৯।৩৩ আর্দ্রানক্ষত্র ঘ ১২।৫৬।২৮। রম্ভাতৃতীয়া ব্রত।

২০ জ্যৈষ্ঠ ইং ৩ জুন মুং ২ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।১৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৭।৩০। সোমবার চতুর্থী অপরাহ্ন ঘ ৬।১৩।১৫ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র ঘ ১১।৪৩।০। উমাচতুর্থীব্রত।

২১ জ্যৈষ্ঠ ইং ৪ জুন মুং ৩ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।১০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৭।৫৪। মঙ্গলবার পঞ্চমী ঘ ৪।৩৫।৩৮ পুষ্যানক্ষত্র ঘ ১০।৪৬।০। ষট্‌পঞ্চমী ব্রত।

২২ জ্যৈষ্ঠ ইং ৫ জুন মুং ৪ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৮।১৭। বুধবার ষষ্ঠী ঘ ৩।২১।৫ অশ্লেষানক্ষত্র ঘ ১০।১২।১। অরণ্যষষ্ঠী।

২৩ জ্যৈষ্ঠ ইং ৬ জুন মুং ৫ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৮।৪০। বৃহস্পতিবার সপ্তমী ঘ ২।৩২।৫১ মঘানক্ষত্র ঘ ১০।১।২৫।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ইং ৭ জুন মুং ৬ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৯।৫। শুক্রবার অষ্টমী ঘ ২।১৩।৪৩ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১০।২১।৪৭।

২৫ জ্যৈষ্ঠ ইং ৮ জুন মুং ৭ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৯।২৯। শনিবার নবমী ঘ ২।২৫।১৭ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১১।১০।১৭।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ইং ৯ জুন মুং ৮ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৯।৫৪। রবিবার দশমী ঘ ৩।৭।৫২ হস্তানক্ষত্র ঘ ১২।২৮।৫৮। দশহরা। শ্রীশ্রীগঙ্গা পূজা ও মনসা পূজা।

২৭ জ্যৈষ্ঠ ইং ১০ জুন মুং ৯ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪০।১৯। সোমবার একাদশী ঘ ৪।১৮।৪৫ চিত্রানক্ষত্র ঘ ২।১৬।২১। একাদশীর উপবাস।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ইং ১১ জুন মুং ১০ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪০।৪৪। মঙ্গলবার দ্বাদশী অপরাহ্ন ঘ ৫।৫৩।৪ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ৪।২৬।৫৭।

২৯ জ্যৈষ্ঠ ইং ১২ জুন মুং ১১ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪১।১০। বুধবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ৭।৪৪।২৯ বিশাখানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৪।৪৮।

৩০ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৩ জুন মুং ১২ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪১।৩৬। বৃহস্পতিবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৯।৪৫।৬ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৪৫।৬। চম্পক চতুর্দ্দশী ব্রত।

৩১ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৪ জুন মুং ১৩ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৫০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪২।১। শুক্রবার পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ১১।৪৪।৪২ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৬।২৮। পূর্ণিমার ব্রত ও ব্রতাঙ্গ উপবাস, পূর্ণিমার উপবাস ও নিশিপালন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। ষড়শীতিসংক্রান্তি।

৩১ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ।

কলিকাতায় স্থানীয় সময় রাত্রি ঘ ১০।৩৭ মিঃ গতে পূর্ব্বে স্পর্শ
,, ,, ,, ,, ঘ ১২।৩২ মিঃ গ্রহণ মধ্য
,, ,, ,, ,, ঘ ২।২৭ মিঃ গতে পশ্চিমে মোক্ষ।

[ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম রাত্রি ঘ ১০।১৩ মিঃ গতে স্পর্শ ও রাত্রি ঘ ২।৩ মিঃ গতে মোক্ষ]

গ্রহণ স্থিতিকাল ঘ ৩।৫০ মিঃ

৩২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৫ জুন মুং ১৪ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬ ৪২।২৬। শনিবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১।৩১।৫৩ মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩০।২০। ষড়শীতিসংক্রান্তি।

আষাঢ় মাস

১ আষাঢ় ইং ১৬ জুন মুং ১৫ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪২।৫৩। রবিবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ২।৫৯।৩৮ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৩৫।২৯।

২ আষাঢ় ইং ১৭ জুন মুং ১৬ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৩।১৯। সোমবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৪।৩।৪ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দং ৬০।০।০।

৩ আষাঢ় ইং ১৮ জুন মুং ১৭ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭ ৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৩।৪৬। মঙ্গলবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ৪।৩৬।৪০ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।১৩।১৪।

৪ আষাঢ় ইং ১৯ জুন মুং ১৮ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।১২। বুধবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৪।৩৯।২৪ শ্রবণানক্ষত্র ঘ ৭।২৩।৫৬।

৫ আষাঢ় ইং ২০ জুন মুং ১৯ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭ ৪৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।৩৮। বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৪।১২।১১ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৮।৫।৪।

৬ আষাঢ় ইং ২১ জুন মুং ২০ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫। শুক্রবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৩।১৫।২১ শতভিষানক্ষত্র ঘ ৮।১৭।২২। রাত্রিশেষ ঘ ৪।৪৩।৪৭ গতে অম্বুবাচী আরম্ভ।

৭ আষাঢ় ইং ২২ জুন মুং ২১ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৩১। শনিবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ১।৫৩।৫১ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৮।০।২৯।

৮ আষাঢ় ইং ২৩ জুন মুং ২২ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭।৪৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৮। রবিবার নবমী রাত্রি ঘ ১২।১০।৭ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৭।২০।২০।

৯ আষাঢ় ইং ২৪ জুন মুং ২৩ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।১৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৮। সোমবার দশমী রাত্রি ঘ ১০।৯।৩৬ রেবতীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।১৮।৩ পরে অশ্বিনীনক্ষত্র (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।২।১২ পর্য্যন্ত।

১০ আষাঢ় ইং ২৫ জুন মুং ২৪ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮।৩৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৭। মঙ্গলবার একাদশী রাত্রি ঘ ৭।৫৫।১৬ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৩৩।৪। একাদশীর উপবাস। অপরাহ্ন ঘ ৫।৬।৩৮ গতে অম্বুবাচীর উপবাস শেষ।

১১ আষাঢ় ইং ২৬ জুন মুং ২৫ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯।৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৭। বুধবার দ্বাদশী অপরাহ্ন ঘ ৫।৩১।২৯ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫৬।৩৩।

১২ আষাঢ় ইং ২৭ জুন মুং ২৬ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯।২৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৭। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী ঘ ৩।৩।১৭ রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১৭।৩৮।

১৩ আষাঢ় ইং ২৮ জুন মুং ২৭ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৭। শুক্রবার চতুর্দ্দশী ঘ ১২।৩৫।৬ মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪১।৮। অমাবস্যার নিশিপালন।

১৪ আষাঢ় ইং ২৯ জুন মুং ২৮ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২০।২১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৭। শনিবার অমাবস্যা ঘ ১০।১২।৫২ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।১২।১৬। অমাবস্যার উপবাস। অমাবস্যার ব্রত।

১৫ আষাঢ় ইং ৩০ জুন মুং ২৯ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২০।৪৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৫। রবিবার প্রতিপদ ঘ ৮।০।১১ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৫৭।৮। মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

১৬ আষাঢ় ইং ১ জুলাই মুং ১ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২১।১১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৫। সোমবার দ্বিতীয়া প্রাতঃ ঘ ৬।২।২০ পরে তৃতীয়া (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৪।২২।১২ পর্য্যন্ত পুষ্যানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৫।১২।

১৭ আষাঢ় ইং ২ জুলাই মুং ২ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২১।৩৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৪। মঙ্গলবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ২।৫।৩৯ অশ্লেষানক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৬।১৬।৮। বিপত্তারিণীব্রত।

১৮ আষাঢ় ইং ৩ জুলাই মুং ৩ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২২।০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫২। বুধবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ২।১৪।৪৮ মঘানক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৬।০।২। ষট্‌পঞ্চমীব্রত। হোরাপঞ্চমী। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী বিজয়।

১৯ আষাঢ় ইং ৪ জুলাই মুং ৪ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২২।২৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫০। বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ১৫৩।২৬ পূর্ব্বফল্গুনী-নক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৪।১৩।৪১।

২০ আষাঢ় ইং ৫ জুলাই মুং ৫ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২২।৪৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৪৭। শুক্রবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ২।২।১১ উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৬।১৬ বিবস্বৎসপ্তমীব্রত। শ্রীশ্রীসূর্য্যপূজা।

২১ আষাঢ় ইং ৬ জুলাই মুং ৬ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৩।১০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৪৫। শনিবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ২।৪১।৪১ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৮।১৫। বিপত্তারিণীব্রত।

২২ আষাঢ় ইং ৭ জুলাই মুং ৭ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৩।৩৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৪২। রবিবার নবমী রাত্রি ঘ ৩।৫০।১৫ চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৪৭।৬।

২৩ আষাঢ় ইং ৮ জুলাই মুং ৮ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৩।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৩৮। সোমবার দশমী রাত্রিশেষ ঘ ৫।২২।৪০ স্বাতী-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৫৩।১৬। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা।

২৪ আষাঢ় ইং ৯ জুলাই মুং ৯ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৪।১৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৩৬। মঙ্গলবার একাদশী দং ৬০।০।০ বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।১৭।৫৭।

২৫ আষাঢ় ইং ১০ জুলাই মুং ১০ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৪।৪০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৩২। বুধবার একাদশী ঘ ৭।১৩।১৮ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৪।৫৩।২২। শয়ন-একাদশীর উপবাস।

২৬ আষাঢ় ইং ১১ জুলাই মুং ১১ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৫।১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।২৭। বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঘ ৯।১৪।০ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দং ৬০।০।০।

২৭ আষাঢ় ইং ১২ জুলাই মুং ১২ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৫।২২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।২২। শুক্রবার ত্রয়োদশী ঘ ১১।১৩।৩৫ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৭।৩০।১৫।

২৮ আষাঢ় ইং ১৩ জুলাই মুং ১৩ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৫।৪৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।১৭। শনিবার চতুর্দ্দশী ঘ ১।১।৫৬ মূলানক্ষত্র ঘ ৯।৫৭।৫১। পূর্ণিমার নিশিপালন।

২৯ আষাঢ় ইং ১৪ জুলাই মুং ১৪ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৬।৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।১১। রবিবার পূর্ণিমা ঘ ২।৩১।৪১ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ১২।৮।৫। পূর্ণিমার উপবাস ও পূর্ণিমার ব্রতাঙ্গ উপবাস। শবেরাং।

৩০ আষাঢ় ইং ১৫ জুলাই মুং ১৫ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৬।২৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫। সোমবার প্রতিপদ ঘ ৩।৩৬।২২ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ১।৫৩।৪৮।

৩১ আষাঢ় ইং ১৬ জুলাই মুং ১৬ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৬।৪৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।৫৯। মঙ্গলবার দ্বিতীয়া ঘ ৪।১২।২২ শ্রবণানক্ষত্র ঘ ৩।১১।৩৬। অশূন্যশয়নাদ্বিতীয়াব্রত। দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি।

শ্রাবণ মাস

১ শ্রাবণ ইং ১৭ জুলাই মুং ১৭ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৭।০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।৫১। বুধবার তৃতীয়া ঘ ৪।১৭।১৪ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৩।৫৯।৫।

২ শ্রাবণ ইং ১৮ জুলাই মুং ১৮ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৭।১৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।৪৩। বৃহস্পতিবার চতুর্থী ঘ ৩।৫১।৫৫ শতভিষানক্ষত্র ঘ ৪।১৮।১।

৩ শ্রাবণ ইং ১৯ জুলাই মুং ১৯ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৭।৩৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।৩৪। শুক্রবার পঞ্চমী ঘ ২।৫৬।৫৯ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৪।৬।২২। নাগপঞ্চমী। মনসাদেবী ও অষ্টনাগপূজা।

৪ শ্রাবণ ইং ২০ জুলাই মুং ২০ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৭।৫২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।২৫। শনিবার ষষ্ঠী ঘ ১।৩৭।২ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৩।৩১।২১।

৫ শ্রাবণ ইং ২১ জুলাই মুং ২১ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৮।৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।১৬। রবিবার সপ্তমী ঘ ১১।৫৪।৪০ রেবতীনক্ষত্র ঘ ২।৩২।৩৭।

৬ শ্রাবণ ইং ২২ জুলাই মুং ২২ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৮।২৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৪।৮। সোমবার অষ্টমী ঘ ৯।৫৪।১৯ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ১।১৯।১৫।

৭ শ্রাবণ ইং ২৩ জুলাই মুং ২৩ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৮।৪২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৩।৫৮। মঙ্গলবার নবমী ঘ ৭।৪০।২০ পরে দশমী (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।১৬।৩৪ পর্য্যন্ত, ভরণীনক্ষত্র ঘ ১১।৫১।৫৩।

৮ শ্রাবণ ইং ২৪ জুলাই মুং ২৪ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৮।৫৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৩।৪৬। বুধবার একাদশী রাত্রি ঘ ২।৪৮।১৪ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ১০।১৬।৪। একাদশীর উপবাস।

৯ শ্রাবণ ইং ২৫ জুলাই মুং ২৫ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৯।১০ সূর্য্যাস্ত ৬।৪৩।৩৪। বৃহস্পতিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১২।২০।৪ রোহিণী-নক্ষত্র ঘ ৮।৩৬।৩৯।

১০ শ্রাবণ ইং ২৬ জুলাই মুং ২৬ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৯।৪৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪৩।৩। শুক্রবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ৯।৫৭।২৫ মৃগশিরানক্ষত্র

প্রাতঃ ঘ ৬।৫৮।৪৩ পরে আর্দ্রানক্ষত্র (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।২৭।১১ পর্য্যন্ত।

১১ শ্রাবণ ইং ২৭ জুলাই মুং ২৭ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩০।১৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪২।৩২। শনিবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৭।৪৪।৩১ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৮।৪৬। অমাবস্যার নিশিপালন।

১২ শ্রাবণ ইং ২৮ জুলাই মুং ২৮ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩০।৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪২।০। রবিবার অমাবস্যা অপরাহ্ন ঘ ৫।৪৫।৪৮ পুষ্যা নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।২।৫৭। অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

১৩ শ্রাবণ ইং ২৯ জুলাই মুং ২৯ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩১।১৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪১।২৭। সোমবার প্রতিপদ ঘ ৪।৪।৪৩ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।১৮।২৯। ঝুলনযাত্রা।

১৪ শ্রাবণ ইং ৩০ জুলাই মুং ১ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩১।৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪০।৫২। মঙ্গলবার দ্বিতীয়া ঘ ২।৪৬।৩৯ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫৬।৫৬।

১৫ শ্রাবণ ইং ৩১ জুলাই মুং ২ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩২।১৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪০।১৮। বুধবার তৃতীয়া ঘ ১।৫৪।২ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩।২৬।

১৬ শ্রাবণ ইং ১ আগষ্ট মুং ৩ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩২।৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৯।৪৪। বৃহস্পতিবার চতুর্থী ঘ ১।৩০।৫৬ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩৮।৫৫।

১৭ শ্রাবণ ইং ২ আগষ্ট মুং ৪ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৩।১৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৯।৮। শুক্রবার পঞ্চমী ঘ ১।৩৭।৪২ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৪৪।৩২। ষটপঞ্চমীব্রত।

১৮ শ্রাবণ ইং ৩ আগষ্ট মুং ৫ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৩।৪৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৮।৩২। শনিবার ষষ্ঠী ঘ ২।১৫।৫৬ চিত্রানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।১৫।৩০ লুণ্ঠনষষ্ঠী।

১৯ শ্রাবণ ইং ৪ আগষ্ট মুং ৬ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৪।১১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৭।৫৫ রবিবার সপ্তমী ঘ ৩।২২।৫৮ স্বাতীনক্ষত্র দং ৬০।০।০।

২০ শ্রাবণ ইং ৫ আগষ্ট মুং ৭ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৪।৩৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৭।১৮। সোমবার অষ্টমী ঘ ৪।৫৪।২৯ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ৭।১৬।২৯।

২১ শ্রাবণ ইং ৬ আগষ্ট মুং ৮ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৫।৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।৪০। মঙ্গলবার নবমী সন্ধ্যা ঘ ৬।৪৩।৫৮ বিশাখানক্ষত্র ঘ ৯।৩৭।৫১।

২২ শ্রাবণ ইং ৭ আগষ্ট মুং ৯ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৫।২৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।১। বুধবার দশমী রাত্রি ঘ ৮।৪৪।৩৬ অনুরাধানক্ষত্র দং ১২।১০।৫৯।

২৩ শ্রাবণ ইং ৮ আগষ্ট মুং ১০ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৫।৫৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৫।২২। বৃহস্পতিবার একাদশী রাত্রি ঘ ১০।৪৫।১৩ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ২।৪৮।৩৭। একাদশীর উপবাস।

২৪ শ্রাবণ ইং ৯ আগষ্ট মুং ১১ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৬।১৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।৪৩। শুক্রবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১২।৩৫।৩৭ মূলানক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৫।১৮।১২।

২৫ শ্রাবণ ইং ১০ আগষ্ট মু ১২ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৬।৪৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।৩। শনিবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ২।৭।৫৩ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৩২।৫৯।

২৬ শ্রাবণ ইং ১১ আগষ্ট মুং ১৩ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৭।৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩৩।২২। রবিবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৩।১৫।৪৮ উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।২৫।১০।

২৭ শ্রাবণ ইং ১২ আগষ্ট মুং ১৪ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৭।২৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩২।৪১। সোমবার পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ৩।৫৪।৫০ শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪৭।২২। পূর্ণিমার ব্রত ও ব্রতাঙ্গ উপবাস। পূর্ণিমার উপবাস ও নিশিপালন। রাখিবন্ধন ও ঋষিতর্পণ।

২৮ শ্রাবণ ইং ১৩ আগষ্ট মুং ১৫ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৭।৫১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩১।৫৯। মঙ্গলবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৪।২।১৯ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৪২।১৭।

২৯ শ্রাবণ ইং ১৪ আগষ্ট মুং ১৬ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৮।১২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩১।১৬। বুধবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৩।৩৯।৫৩ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৮।২২।

৩০ শ্রাবণ ইং ১৫ আগষ্ট মুং ১৭ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৮।৩২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩০।৩২। বৃহস্পতিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ২।৪৭।৫৬ পূর্ব্বভাদ্র-পদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৩।৪১।

৩১ শ্রাবণ ইং ১৬ আগষ্ট মুং ১৮ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৮।৫২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৯।৪৮। শুক্রবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ১।৩০।২৬ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৩৩।৫৬।

৩২ শ্রাবণ ইং ১৭ আগষ্ট মুং ১৯ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৯।১২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৯।৪। শনিবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১১।৪৯।৫৬ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪০।৫০। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি।

ভাদ্র মাস

১ ভাদ্র ইং ১৮ আগষ্ট মুং ২০ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৯।৩২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৮।২০। রবিবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৯।৫১।৪৪ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ৯।২৮।৪৯।

২ ভাদ্র ইং ১৯ আগষ্ট মুং ২১ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৯।৫১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৭।৩৫। সোমবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৭।৩৯।১৭ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৪।৩৮। শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত।

৩ ভাদ্র ইং ২০ আগষ্ট মুং ২২ রমজান। সূর্যোদয় ঘ ৫।৪০।৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৬।৪৯। মঙ্গলবার অষ্টমী অপরাহ্ন ঘ ৫।১৭।৫ কৃত্তিকানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।২৯।৪১। নন্দোৎসব।

৪ ভাদ্র ইং ২১ আগষ্ট মুং ২৩ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪০।২৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৬।৩। বুধবার নবমী ঘ ২।৪৯।৪১ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ৪।৫০।৩।

৫ ভাদ্র ইং ২২ আগষ্ট মুং ২৪ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪০।৪৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৫।১৭। বৃহস্পতিবার দশমী ঘ ১২।২২।১৭ মৃগরাশিনক্ষত্র ঘ ৩।১০।১

৬ ভাদ্র ইং ২৩ আগষ্ট মুং ২৫ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪১।২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৪।৩০। শুক্রবার একাদশী ঘ ৯।৫৯।৪২ আর্দ্রানক্ষত্র ঘ ১।৩৭।১১। একাদশীর উপবাস।

৭ ভাদ্র ইং ২৪ আগষ্ট মুং ২৬ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪১।১৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩।৪২। শনিবার দ্বাদশী ঘ ৭।৫৭।১০ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র ঘ ১২।১৫।১।

৮ ভাদ্র ইং ২৫ আগষ্ট মুং ২৭ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪১।৩৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২২।৫৪। রবিবার ত্রয়োদশী প্রাতঃ ঘ ৫।৪৮।১৫ পরে চতুর্দ্দশী (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।৭।২১ পর্য্যন্ত, পুষ্যানক্ষত্র ঘ ১১।৪।২৪। অঘোরচতুর্দ্দশী ব্রত। রাত্রে শ্রীশিবপূজা।

৯ ভাদ্র ইং ২৬ আগষ্ট মুং ২৮ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪১।৫৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২১।৫৮। সোমবার অমাবস্যা রাত্রি ঘ ২।৪৯।১৩ অশ্লেষা নক্ষত্র ঘ ১০।১৪।৩০। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। কৌশী অমাবস্যা। আলোকামাবস্যাব্রত।

১০ ভাদ্র ইং ২৭ আগষ্ট মুং ২৯ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪২।২১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২১।১। মঙ্গলবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১।৫৫।৫৬ মঘা নক্ষত্র ঘ ৯।৪৭।২০

১১ ভাদ্র ইং ২৮ আগষ্ট মুং ৩০ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪২।৪৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২০।৪। বুধবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১।৩২।৪৫ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র ঘ ৯।৪৬।২০।

১২ ভাদ্র ইং ২৯ আগষ্ট মুং ১ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৩।৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৯।৭। বৃহস্পতিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১।৩৯।৩৮ উত্তর-ফাল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১০।১৫।৩৫। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা। হরিতালিকা ব্রত। ইদলফেতর। রাত্রি ঘ ২।১৭।৩৮ মধ্যে নষ্টচন্দ্র দর্শন নিষেধ।

১৩ ভাদ্র ইং ৩০ আগষ্ট মুং ২ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৩।২৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৮।৯। শুক্রবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ২।১৭।৩৮ হস্তানক্ষত্র ঘ ১১।১৩।৩৫। সৌভাগ্যচতুর্থীব্রত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণকলঙ্কিনীব্রত।

১৪ ভাদ্র ইং ৩১ আগষ্ট মুং ৩ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৩।৫১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৭।১১। শনিবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৩।২৪।৩৩। চিত্রানক্ষত্র ঘ ১২।৩৮।৬। ষটৃপঞ্চমীব্রত। রক্ষাপঞ্চমী। ঋষিপঞ্চমী।

১৫ ভাদ্র ইং ১ সেপ্টেম্বর মুং ৪ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৪।১৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৬।১৩। রবিবার ষষ্ঠী রাত্রিশেষ ঘ ৪।৫৬ ২৫ স্বাতী নক্ষত্র ঘ ২।৩২।৪৮। মন্থানষষ্ঠী বা চর্পটাষষ্ঠী।

১৬ ভাদ্র ইং ২ সেপ্টেম্বর মুং ৫ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৪ ৩৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৫।১৬। সোমবার সপ্তমী দং ৬০।০।০ বিশাখানক্ষত্র ঘ ৪।৪৯।৪০। ললিতাসপ্তমী। কুক্কুটীব্রত।

১৭ ভাদ্র ইং ৩ সেপ্টেম্বর মুং ৬ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৪।৫৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৪।১৪। মঙ্গলবার সপ্তমী প্রাতঃ ঘ ৬।৪৬।৪৯ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২০।১৯। দূর্ব্বাষ্টমীব্রত।

১৮ ভাদ্র ইং ৪ সেপ্টেম্বর মুং ৭ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৫।১৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৩।১৪। বুধবার অষ্টমী ঘ ৮।৪৮।৩৩ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৯।৫৭।৩৬। শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রত। তালনবমীব্রত।

১৯ ভাদ্র ইং ৫ সেপ্টেম্বর মুং ৮ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৫।৩৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১২।১৪। বৃহস্পতিবার নবমী ঘ ১০।৫০।৫৬ মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।২৯।১২।

২০ ভাদ্র ইং ৬ সেপ্টেম্বর মুং ৯ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৫।৫৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১১।১৪। শুক্রবার দশমী ঘ ১২।৪২।৩৫ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৪৮।০।

২১ ভাদ্র ইং ৭ সেপ্টেম্বর মুং ১০ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৬।১৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১০।১৫। শনিবার একাদশী ঘ ২।১৬।১৫ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪৫।২৪। পার্শ্ব-একাদশীর ও শ্রবণাদ্বাদশীর উপবাস।

২২ ভাদ্র ইং ৮ সেপ্টেম্বর মুং ১১ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৬।৩৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৯।১৫। রবিবার দ্বাদশী ঘ ৩।২৬।৫৭ শ্রবণানক্ষত্র দং ৬০।০।০।

২৩ ভাদ্র ইং ৯ সেপ্টেম্বর মুং ১২ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৬।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৮।১৫। সোমবার ত্রয়োদশী ঘ ৪।৮।২৮ শ্রবণানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।১২।৫৭।

২৪ ভাদ্র ইং ১০ সেপ্টেম্বর মুং ১৩ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৭।১৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৭।১৪। মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী ঘ ৪।১৮।৪৮ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৭।১৪।৪৮। অনন্ত চতুর্দ্দশীব্রত। পূর্ণিমার নিশিপালন।

২৫ ভাদ্র ইং ১১ সেপ্টেম্বর মুং ১৪ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৭।৩৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৬।১৩। বুধবার পূর্ণিমা ঘ ৩।৫৯।৯ শতভিষানক্ষত্র ঘ ৭।৪৬।৩৭। পূর্ণিমার ব্রত ও ব্রতাঙ্গ উপবাস। পূর্ণিমার উপবাস।

২৬ ভাদ্র ইং ১২ সেপ্টেম্বর মুং ১৫ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৭।৫২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৫।১২। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ ঘ ৩।৯।৩২ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৭।৪৮।৫৫। অপরপক্ষীয় শ্রাদ্ধ ও তিলতর্পণারম্ভ।

২৭ ভাদ্র ইং ১৩ সেপ্টেম্বর মুং ১৬ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৮।১১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪।১১। শুক্রবার দ্বিতীয়া ঘ ১।৫৪।২১ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৭।২৪।৯।

২৮ ভাদ্র ইং ১৪ সেপ্টেম্বর মুং ১৭ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৮।৩০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩।১০। শনিবার তৃতীয়া ঘ ১২।১৬।৫ রেবতীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৩৬।২৮ পরে অশ্বিনীনক্ষত্র (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।২৭।৩২ পর্য্যন্ত। ঘ ১২।১৬।৫ গতে নষ্টচন্দ্রদর্শন নিষেধ।

২৯ ভাদ্র ইং ১৫ সেপ্টেম্বর মুং ১৮ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৮।৪৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২।৯। রবিবার চতুর্থী ঘ ১০।২০।৩ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৬।৪৪। ঘ ১০।২০।৩ মধ্যে নষ্টচন্দ্রদর্শন নিষেধ।

৩০ ভাদ্র ইং ১৬ সেপ্টেম্বর মুং ১৯ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৯।৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১।৮। সোমবার পঞ্চমী ঘ ৮।৯।১৪ পরে ষষ্ঠী (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি শেষ ঘ ৫।৪৮।১৩ পর্য্যন্ত, কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩৪।২৮।

৩১ ভাদ্র ইং ১৭ সেপ্টেম্বর মুং ২০ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৯।২৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।০।৭। মঙ্গলবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৩।২২।১৩ রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৫৪।৪৩। ষড়শীতিসংক্রান্তি। অরন্ধন ও বিশ্বকর্ম্মাপূজা।

আশ্বিন মাস

১ আশ্বিন ইং ১৮ সেপ্টেম্বর মুং ২১ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৯।৪৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৯।৫। বুধবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ১২।৫৬।১১ মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।১৪।৫৯। জিতাষ্টমী, প্রদোষে জীমূতবাহন পূজা।

২ আশ্বিন ইং ১৯ সেপ্টেম্বর মুং ২২ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫০।৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৮।৪। বৃহস্পতিবার নবমী রাত্রি ঘ ১০।৩৪।৫৮ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৩৯।২৭। পূর্ব্বাহ্ন ঘ ৯।৫২।৪৪ মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর নবম্যাদি কল্পারম্ভ ও বোধন।

৩ আশ্বিন ইং ২০ সেপ্টেম্বর মুং ২৩ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫০।২২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৭।২। শুক্রবার দশমী রাত্রি ঘ ৮।২২।৪৪ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।১২।১৮।

৪ আশ্বিন ইং ২১ সেপ্টেম্বর মুং ২৪ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫০।৪১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৬।১। শনিবার একাদশী রাত্রি ঘ ৬।২৪।৪৩ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৫৮।৫৪। একাদশীর উপবাস।

৫ আশ্বিন ইং ২২ সেপ্টেম্বর মুং ২৫ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫১০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৫।০। রবিবার দ্বাদশী ঘ ৪।৪৫।৩ অশ্লেষানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।৩।১৫।

৬ আশ্বিন ইং ২৩ সেপ্টেম্বর মুং ২৬ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫১।১৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫৫৩।৫৮। সোমবার ত্রয়োদশী ঘ ৩।২৮।১০ মঘানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।৩০।১৬।

৭ আশ্বিন ইং ২৪ সেপ্টেম্বর মুং ২৭ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫১।৩৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫২।৫৭। মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী ঘ ২।৩৬।৩২ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ৫।২১।৩৭। অমাবস্থার নিশিপালন। ঘ ২।৩৬।৩২ গতে মহালয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধ।

৮ আশ্বিন ইং ২৫ সেপ্টেম্বর মুং ২৮ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫১।৫৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫১।৫৬। বুধবার অমাবস্যা ঘ ২।১৪।৩০ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৪।২৯। অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

৯ আশ্বিন ইং ২৬ সেপ্টেম্বর মুং ২৯ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫২।১৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫০।৫৬। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ ঘ ২।২২।৪২ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৩৫।২৬। পূর্ব্বাহ্ণ ঘ ৯।৫১।৪৯ মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ ও নবরাত্রিক ব্রতারম্ভ।

১০ আশ্বিন ইং ২৭ সেপ্টেম্বর মুং ১ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫২।৩৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৯।৫৫। শুক্রবার দ্বিতীয়া ঘ ৩।২।১৭ চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৫৫।২৩।

১১ আশ্বিন ইং ২৮ সেপ্টেম্বর মুং ২ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫২।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৮।৫৫। শনিবার তৃতীয়া ঘ ৪।১০।৪৩ স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৪৪।১৮।

১২ আশ্বিন ইং ২৯ সেপ্টেম্বর মুং ৩ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৩।১৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৭।৫৫। রবিবার চতুর্থী সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৪।২০ বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৫৫।৪৬। মানচতুর্থী।

১৩ আশ্বিন ইং ৩০ সেপ্টেম্বর মুং ৪ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৩।৩৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৬।৫৪। সোমবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৭।৩৬।৩১ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।২৩।৫৭।

১৪ আশ্বিন ইং ১ অক্টোবর মুং ৫ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৩।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৫।৫৫। মঙ্গলবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৯।৪০।১০ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।০।১৬। পূর্ব্বাহ্ন ঘ ৯।৫১।১৫ মধ্যে ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ, সন্ধ্যাকালে দেবীর বোধন এবং আমন্ত্রণ এবং অধিবাস।

১৫ আশ্বিন ইং ২ অক্টোবর মুং ৬ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৪।১৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৪।৫৫। বুধবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ১১।৪৪।৪৬ মূলানক্ষত্র দং ৬০।০।০। অদ্য দিবা ঘ ৯।৫১।৮ সেঃ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ন শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর পত্রিকাপ্রবেশ স্থাপন ও সপ্তমীবিহিত পূজা প্রশস্তা। পূর্ব্বাহ্ন ঘ ৮।৫১.৫৫ মধ্যে সপ্তম্যাদিকল্পারম্ভ। দেবীর নৌকায় আগমন। ফল-পৃথ্বী জলপ্লুতা।

১৬ আশ্বিন ইং ৩ অক্টোবর মুং ৭ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৪।৩৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৩।৫৬। বৃহস্পতিবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ১।৩৮।৪৪ মূলানক্ষত্র ঘ ৭।৩৪।১৮। অদ্য দিবা ঘ ৯।৫১।৩ পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে মহাষ্টম্যাদিকল্পারম্ভ ও মহাষ্টমীবিহিত পূজা। মহাষ্টমীর উপবাস। মহাষ্টমীর ব্রত, বীরাষ্টমীর ব্রত। রাত্রি ঘ ১১।২৫।১৬ গতে রাত্রি ঘ ১২।১৩।১৬ মধ্যে অর্দ্ধরাত্রিবিহিত পূজা। রাত্রি ঘ ১।১৪।৪৪ গতে রাত্রি ঘ ২।২।৪৪ মধ্যে সন্ধিপূজা। রাত্রি ঘ ১।৩৮।৪৪ গতে রাত্রি ঘ ২।২।৪৪ মধ্যে বলিদান।

১৭ আশ্বিন ইং ৪ অক্টোবর মুং ৮ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৪।৫৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪২।৫৮। শুক্রবার নবমী রাত্রি ঘ ৩।১৪।৪৩ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৯।৫৬।৩৯। অদ্য দিবা ঘ ৯।৫০।৫৮ পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে কেবলমহানবমী-কল্পারম্ভ ও মহানবমী বিহিত পূজা।

১৮ আশ্বিন ইং ৫ অক্টোবর মুং ৯ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৫।২০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪২।০ শনিবার দশমী রাত্রি ঘ ৪।২৬।৪১ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ১১।৫৯।২৪। অদ্য দিবা ঘ ৯।৫০।৫৩ মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর দশমী-বিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জ্জন। বিজয়াদশমীকৃত্য। দেবীর ঘোটক গমন। ফল—ছত্রভঙ্গ।

১৯ আশ্বিন ইং ৬ অক্টোবর মুং ১০ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৫।৪৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪১।৪৩। রবিবার একাদশী রাত্রিশেষ ঘ ৫।৯।২৭ শ্রবণানক্ষত্র ঘ ১।৩২।৫৬। একাদশীর উপবাস।

২০ আশ্বিন ইং ৭ অক্টোবর মুং ১১ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৬।৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪০।৫। সোমবার দ্বাদশী রাত্রিশেষ ঘ ৫।২২।৩ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ২।৪১।৬।

২১ আশ্বিন ইং ৮ অক্টোবর মুং ১২ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৬।২৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৯।৭। মঙ্গলবার ত্রয়োদশী রাত্রিশেষ ঘ ৫।৪।৩৭। শতভিষানক্ষত্র ঘ ৩।১৯।১৯।

২২ আশ্বিন ইং ৯ অক্টোবর মুং ১৩ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৬।৫০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৮।১০। বুধবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৪।১৭।৮ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৩।২৮।৩০।

২৩ আশ্বিন ইং ১০ অক্টোবর মুং ১৪ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৭।১৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৭।১৪। বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ৩।৪।৩ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র ঘ ৩।৯।৯। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও ব্রতাঙ্গ উপবাস। পূর্ণিমার নিশিপালন। শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা।

২৪ আশ্বিন ইং ১১ অক্টোবর মুং ১৫ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৭।৩৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৬।১৮। শুক্রবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১।২৭।৪৪ রেবতীনক্ষত্র ঘ ২।২৬।২৬।

২৫ আশ্বিন ইং ১২ অক্টোবর মুং ১৬ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৮।৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৫।২৩। শনিবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১১।৩৩।৪৫ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ১।২২।২৩।

২৬ আশ্বিন ইং ১৩ অক্টোবর মুং ১৭ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৮।২৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৪।২৮। রবিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৯ ২৪।৫৭ ভরণীনক্ষত্র ঘ ১২।৪।৩৩।

২৭ আশ্বিন ইং ১৪ অক্টোবর মুং ১৮ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৮.৫৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৩।৩৩। সোমবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ৭।৬।৮ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ১০।৩৩।৩৯।

২৮ আশ্বিন ইং ১৫ অক্টোবর মুং ১৯ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৯।১৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩২।৩৯। মঙ্গলবার পঞ্চমী ঘ ৪।৪২।৯ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ৮।৫৫।৫৭।

২৯ আশ্বিন ইং ১৬ অক্টোবর মুং ২০ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৯।৪৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩১।৪৬। বুধবার ষষ্ঠী ঘ ২।১৮।১০ মৃগশিরানক্ষত্র ঘ ৭।১৬।১৬ পরে আর্দ্রনক্ষত্র (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৫।৩৯।১৩ পর্য্যন্ত।

৩০ আশ্বিন ইং ১৭ অক্টোবর মুং ২১ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।০।১৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩০।৫৩। বৃহস্পতিবার সপ্তমী ঘ ১১।৫৮।৫৯ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।১০।২৬। জলবিষুবসংক্রান্তি।

কার্ত্তিক মাস

১ কার্ত্তিক ইং ১৮ অক্টোবর মুং ২২ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।০। ৪১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩০।১। শুক্রবার অষ্টমী ঘ ৯।৪৯।৯ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫৫।১৩।

২ কার্ত্তিক ইং ১৯ অক্টোবর মুং ২৩ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১।৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৯।৯। শনিবার নবমী ঘ ৭।৫৩।১৩ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫৪।৩৩।

৩ কার্ত্তিক ইং ২০ অক্টোবর মুং ২৪ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১।৩৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৮।১৯। রবিবার দশমী প্রাতঃ ঘ ৬।১৫।১৪ পরে একাদশী (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।৫৯।২৮ পর্য্যন্ত, মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১৬।২৮।

৪ কার্ত্তিক ইং ২১ অক্টোবর মুং ২৫ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২।৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৭।২৯। সোমবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৪।১০।৯ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১।৪৫। একাদশীর উপবাস।

৫ কার্ত্তিক ইং ২২ অক্টোবর মুং ২৬ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ৬।২।৩৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৬।৩৯। মঙ্গলবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ৩।৫০।৫৬ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১৭।১১।

৬ কার্ত্তিক ইং ২৩ অক্টোবর মুং ২৭ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩।১০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২২।৫০। বুধবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৪।২।০ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।১।১১। চতুর্দ্দশীর উপবাস। ভূতচতুর্দ্দশী। দীপদান।

৭ কার্ত্তিক ইং ২৪ অক্টোবর মুং ২৮ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩।৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৫।৮। বৃহস্পতিবার অমাবস্যা রাত্রি ঘ ৪।৪৪।২৭ চিত্রা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।১৫।২৮। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা। দীপান্বিতা।

৮ কার্ত্তিক ইং ২৫ অক্টোবর মুং ২৯ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪।১৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৪।১৩। শুক্রবার প্রতিপদ রাত্রিশেষ ঘ ৫।৫৫।৫৬ স্বাতী-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৫৬।২৯।

৯ কার্ত্তিক ইং ২৬ অক্টোবর মুং ৩০ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪।৪৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৩।২৬। শনিবার দ্বিতীয়া দং ৬০।০।০ বিশাখানক্ষত্র দং ৬০।০।০। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

১০ কার্ত্তিক ইং ২৭ অক্টোবর মুং ১ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৫।১৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২২।৪৬। রবিবার দ্বিতীয়া ঘ ৭।৩২।৫৬ বিশাখানক্ষত্র ঘ ৭।৪।৮।

১১ কার্ত্তিক ইং ২৮ অক্টোবর মুং ২ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৫।৪২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২২।৫। সোমবার তৃতীয়া ঘ ৯।২৭।২৭ অনুরাধানক্ষত্র ঘ ৯।২৯।১৪।

১২ কার্ত্তিক ইং ২৯ অক্টোবর মুং ৩ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৬।১১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২১।২৬। মঙ্গলবার চতুর্থী ঘ ১১।৩৩।৫৭ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ১২।৪।২৩।

১৩ কার্ত্তিক ইং ৩০ অক্টোবর মুং ৪ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৬।৪২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২০।৪৮। বুধবার পঞ্চমী ঘ ১।৪০।৩০ মূলানক্ষত্র ঘ ২।৩৯।৫৫। ষট্‌পঞ্চমীব্রত।

১৪ কার্ত্তিক ইং ৩১ অক্টোরর মুং ৫ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৭।১৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২০।১১। বৃহস্পতিরার ষষ্ঠী ঘ ৩।৩৬।৩০ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।৫।৫৩।

১৫ কার্ত্তিক ইং ১ নভেম্বর মুং ৬ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৭।৪৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৯।৩৫। শুক্রবার সপ্তমী সন্ধ্যা ঘ ৫।১৪।৩ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।১৩।২৪।

১৬ কার্ত্তিক ইং ২ নভেম্বর মুং ৭ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৮।১৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৮।৫৮। শনিবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ৬।২৭।৩১ শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ [illegible]।

১৭ কাৰ্ত্তিক ইং ৩ নভেম্বর মুং ৮ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৮।৫০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৮।২৩। রবিবার নবমী রাত্রি ঘ ৭।১১।৩৫ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।১০।৩৪। দুর্গানবমীব্রত, গৌরীব্রত ও অক্ষয়নবমীব্রত। শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা।

১৮ কাৰ্ত্তিক ইং ৪ নভেম্বর মুং ৯ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৯।২৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৭।৪৯। সোমবার দশমী রাত্রি ঘ ৭।২৪।১৮ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৫৫।২৯।

১৯ কাৰ্ত্তিক ইং ৫ নভেম্বর মুং ১০ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১০।০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৭।১৬। মঙ্গলবার একাদশী রাত্রি ঘ ৭।৬।৪৮ পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।১২।৪। উত্থান একাদশীর উপবাস। ইন্দুজ্জোহা।

২০ কাৰ্ত্তিক ইং ৬ নভেম্বর মুং ১১ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১০।৩৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৬।৪৪। বুধবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৬।২০।৪১ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০ ৫৮।১১।

২১ কাৰ্ত্তিক ইং ৭ নভেম্বর মুং ১২ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১১।১২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৬।১১। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী সন্ধ্যা ঘ ৫।৮।৪৮ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।২০।৫৮। বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশীব্রত।

২২ কাৰ্ত্তিক ইং ৮ নভেম্বর মুং ১৩ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১১।৫০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৫।৪১। শুক্রবার চতুর্দ্দশী ঘ ৩।৩৩।৪৪ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।২০।৪৯। পূর্ণিমার নিশিপালন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।

২৩ কাৰ্ত্তিক ইং ৯ নভেম্বর মুং ১৪ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১২।২৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৫।১১। শনিবার পূর্ণিমা ঘ ১।৪০।৫৬ ভরনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৬।২৪। পূর্ণিমার উপবাস ও ব্রতাঙ্গ উপবাস। পূর্ণিমার ব্রত।

২৪ কাৰ্ত্তিক ইং ১০ নভেম্বর মুং ১৫ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৩।৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৪।৪২। রবিবার প্রতিপদ ঘ ১১।৩৩।৩৯ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৩৮।০।

২৫ কাৰ্ত্তিক ইং ১১ নভেম্বর মুং ১৬ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৩।৪৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৪।১২। সোমবার দ্বিতীয়া ঘ ৯।১৬।৫৩ রোহিণীনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।১।৩৫।

২৬ কাৰ্ত্তিক ইং ১২ নভেম্বর মুং ১৭ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৪।২৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৩।৪৫। মঙ্গলবার তৃতীয়া ঘ ৬।৫৪।৫৮ পরে চতুর্থী (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।৩২।২২ পর্য্যন্ত, মৃগশিরানক্ষত্র ঘ ৩।২২।৬।

২৭ কার্ত্তিক ইং ১৩ নভেম্বর মুং ১৮ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৫।১১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৩।১৯। বুধবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ২।১৫।৪১ আর্দ্রানক্ষত্র ঘ ১।৪৪।৪৯।

২৮ কার্ত্তিক ইং ১৪ নভেম্বর মুং ১৯ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৫।৫৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১২।৫৩। বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ১২।৮।১৩ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র ঘ ১২।১৪।২৪।

২৯ কার্ত্তিক ইং ১৫ নভেম্বর মুং ২০ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৬।৩৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১২।২৯। শুক্রবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ১০।১৫।১৮ পুষ্যানক্ষত্র ঘ ১০।৫৬।১৩।

৩০ কার্ত্তিক ইং ১৬ নভেম্বর মুং ২১ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৭।২১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১২।৪। শনিবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ৮।৪০।২০ অশ্লেষানক্ষত্র ঘ ৯।৫২।৬। বিষ্ণুপদীসংক্রান্তি। সর্ব্বজয়াব্রত। মিত্রপূজা বা ইতুপূজা। শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয় ব্রত।

অগ্রহায়ণ মাস

১ অগ্রহায়ণ ইং ১৭ নভেম্বর মুং ১২ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৮।৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১১।৪০। রবিবার নবমী রাত্রি ঘ ৭।২৮।২২ মঘানক্ষত্র ঘ ৯।৯।১৬।

২ অগ্রহায়ণ ইং ১৮ নভেম্বর মুং ২৩ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৮।৫১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১১।১৭। সোমবার দশমী রাত্রি ঘ ৬।৪২।০ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ৮।৪৯।৪০।

৩ অগ্রহায়ণ ইং ১৯ নভেম্বর মুং ২৪ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৯।৩৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১০।৫৬। মঙ্গলবার একাদশী রাত্রি ঘ ৬।২৫ ৩২ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ৮।৫৮।৩০। একাদশীর উপবাস।

৪ অগ্রহায়ণ ইং ২০ নভেম্বর মুং ২৫ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২০।২৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১০।৩৫। বুধবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৬।৪০।১২ হস্তানক্ষত্র ঘ ৯।৩৬।৩৩।

৫ অগ্রহায়ণ ইং ২১ নভেম্বর মুং ২৬ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২১।১৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১০।১৫। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ৭।২৬।৩৭ চিত্রানক্ষত্র ঘ ১০।৪৪।১৬।

৬ অগ্রহায়ণ ইং ২২ নভেম্বর মুং ২৭ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬.২২।৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৯।৫৬। শুক্রবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৮।৪২।২২ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ১২।১৭।১৫।

৭ অগ্রহায়ণ ইং ২৩ নভেম্বর মুং ২৮ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬.২২।৫৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৯.৩৮। শনিবার অমাবস্যা রাত্রি ঘ ১০।২২।১৭ বিশাখানক্ষত্র ঘ ২।২০।০ অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন।

৮ অগ্রহায়ণ ইং ২৪ নভেম্বর মুং ২৯ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৩।৪৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৯।২১। রবিবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১২।২০।৪৩ অনুরাধানক্ষত্র ঘ ৪।৪২।৩০। কাঁচাঘটপূজা বা হরিষষ্ঠী।

৯ অগ্রহায়ণ ইং ২৫ নভেম্বর মুং ৩০ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৪।১৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৯।২৪। সোমবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ২।২৯।২৮ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।১৬।২৯।

১০ অগ্রহায়ণ ইং ২৬ নভেম্বর মুং ১ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৪।৪৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৯।২৮। মঙ্গলবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৪ ৩৮।১৩ মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯ ৫৩।৩।

১১ অগ্রহায়ণ ইং ২৭ নভেম্বর মুং ২ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৫।১৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৯।৩২। বুধবার চতুর্থী দং ৬০।০।০ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।২১।৫৯।

১২ অগ্রহায়ণ ইং ২৮ নভেম্বর মুং ৩ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৫।৫৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৯।৩৯। বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ঘ ৬।৩৫।৩২ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩৪।৩৪। ষট্‌পঞ্চমীব্রত।

১৩ অগ্রহায়ণ ইং ২৯ নভেম্বর মুং ৪ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬.২৬।২৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৯।৪৫। শুক্রবার পঞ্চমী ঘ ৮।১৪।১৫ শ্রবণানক্ষত্র ঘ ৪।২৪।৩৬।

১৪ অগ্রহায়ণ ইং ৩০ নভেম্বর মুং ৫ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৭।১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৯।৫২। শনিবার ষষ্ঠী ঘ ৯।২৭।৫২ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।৪৫।১৭। গুহষষ্ঠী।

১৫ অগ্রহায়ণ ইং ১ ডিসেম্বর মু ৬ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৭।৩৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১০।০। রবিবার সপ্তমী ঘ ১০।১২।১৭ শতভিষানক্ষত্র দং ৬০।০।০। মিত্রসপ্তমী, শ্রীসূর্য্যপূজা।

১৬ অগ্রহায়ণ ইং ২ ডিসেম্বর মুং ৭ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৮।১৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১০।১০। সোমবার অষ্টমী ঘ ১০।২৫।২৪ শতভিষানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৩৮।২।

১৭ অগ্রহায়ণ ইং ৩ ডিসেম্বর মুং ৮ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৮।৫১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১০।১৯। মঙ্গলবার নবমী ঘ ১০।৮।১ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৭।২।২০।

১৮ অগ্রহায়ণ ইং ৪ ডিসেম্বর মুং ৯ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৯।২৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১০।২৯। বুধবার দশমী ঘ ৯।২০।৪৯ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৫৫।৩১ পরে রেবতীনক্ষত্র (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৬।২৩।২১ পর্য্যন্ত।

১৯ অগ্রহায়ণ ইং ৫ ডিসেম্বর মুং ১০ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩০।৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১০।৩৯। বৃহস্পতিবার একাদশী ঘ ৮।৮।১৭ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।২৮।৩২। একাদশীর উপবাস। অখণ্ডদানদ্বাদশী ব্রত। মহরম।

২০ অগ্রহায়ণ ইং ৬ ডিসেম্বর মুং ১১ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩০।৪৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১০।৪৯। শুক্রবার দ্বাদশী প্রাতঃ ঘ ৬।৩৩।১৬ পরে ত্রয়োদশী (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।৪০।৫ পর্য্যন্ত, ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।১৫।৫৬।

২১ অগ্রহায়ণ ইং ৭ ডিসেম্বর মুং ১২ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩১।২৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১১।১। শনিবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ২।৩৩।১৬ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৪৯।৫৯। পাষাণ চতুর্দ্দশীব্রত।

২২ অগ্রহায়ণ ইং ৮ ডিসেম্বর মুং ১৩ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩২।৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১১।১৩। রবিবার পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ১২।১৭।২৯ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ১।১৫।১। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস, ব্রতাঙ্গ উপবাস ও নিশিপালন।

চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ণগ্রাস।

কলিকাতার স্থানীয় সময় রাত্রি ঘ ১০।২ মিঃ গতে চন্দ্রবিম্বের পূর্ব্বে-স্পর্শ, রাত্রি ঘ ১১।১২ মিঃ গতে নিমীলন, রাত্রি ঘ ১১।৪১ মিঃ গতে গ্রহণ মধ্য, রাত্রি ঘ ১২।৯ মিঃ গতে উন্মীলন, রাত্রি ঘ ১।১৯ মিঃ গতে চন্দ্রবিম্বের নৈর্ঋতে মোক্ষ। গ্রহণস্থিতি ৩ ঘণ্টা ১৭ মিনিট।

[ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় রাত্রি ঘ ৯।৩৮ মিঃ গতে স্পর্শ ও রাত্রি ঘ ১২।৫৫ মিঃ গতে মোক্ষ]

২৩ অগ্রহায়ণ ইং ৯ ডিসেম্বর মুং ১৪ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩২।৪৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১১।২৬। সোমবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৯।৫৬।৫৪ মৃগশিরা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৩৫।৩৪।

২৪ অগ্রহায়ণ ইং ১০ ডিসেম্বর মুং ১৫ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৩।২৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১১।৩৯। মঙ্গলবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৭।৩৬।২০ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯.৫৬।৮।

২৫ অগ্রহায়ণ ইং ১১ ডিসেম্বর মুং ১৬ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৪।৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১১।৫৩। বুধবার তৃতীয়া সন্ধ্যা ঘ ৫।২১।২৩ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।২৪।১৮।

২৬ অগ্রহায়ণ ইং ১২ ডিসেম্বর মুং ১৭ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৪।৪৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১২।৭। বৃহস্পতিবার চতুর্থী ঘ ৩।১৬।১৭ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৩।১৭।

২৭ অগ্রহায়ণ ইং ১৩ ডিসেম্বর মুং ১৮ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৫।২৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১২।২১। শুক্রবার পঞ্চমী ঘ ১।২৬।৯ অশ্লেষা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৫।৫৫।১৪।

২৮ অগ্রহায়ণ ইং ১৪ ডিসেম্বর মুং ১৯ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৬।১০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১২।৩৫। শনিবার ষষ্ঠী ঘ ১১।৫৪।৮ মঘানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।৭।৪২।

২৯ অগ্রহায়ণ ইং ১৫ ডিসেম্বর মুং ২০ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৬।৫২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১২।৪৯। রবিবার সপ্তমী ঘ ১০।৪৫।৩০ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ৪।৪৩।৮। ষড়শীতিসংক্রান্তি।

পৌষ মাস

১ পৌষ ইং ১৭ ডিসেম্বর মুং ২২ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৮।১৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৩।২০। মঙ্গলবার নবমী ঘ ৯।৫০।৪ হস্তানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।১৬।৫২।

২ পৌষ ইং ১৮ ডিসেম্বর মুং ২৩ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৯।২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৩।৩৬। বুধবার দশমী ঘ ১০।৮।৮ চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।১৮।১৮।

৩ পৌষ ইং ১৯ ডিসেম্বর মুং ২৪ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৯।৪৫। বৃহস্পতিবার একাদশী ঘ ১০।৫৬।৫৩ স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৪৫।২৫। একাদশীর উপবাস।

৪ পৌষ ইং ২০ ডিসেম্বর মুং ২৫ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪০।২৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৪।৮। শুক্রবার দ্বাদশী ঘ ১২।১৫।৩৮ বিশাখানক্ষত্র রা'ত্র ঘ ৯।৪২।৩৬।

৫ পৌষ ইং ২১ ডিসেম্বর মুং ২৬ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪১।১২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৪।২৪। শনিবার ত্রয়োদশী ঘ ১।৫৮।৩৪ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১।৪২।

৬ পৌষ ইং ২২ ডিসেম্বর মুং ২৭ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪১।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৪।৩৯। রবিবার চতুর্দ্দশী ঘ ৩।৫৯।১ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩৩।৩৮। অমাবস্যার নিশিপালন।

৭ পৌষ ইং ২৩ ডিসেম্বর মুং ২৮ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪২।৩৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৪।৫৫। সোমবার অমাবস্যা রাত্রি ঘ ৬।৯।২৯ মূলানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।১১।৩০। অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

৮ পৌষ ইং ২৪ ডিসেম্বর মুং ২৯ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬.৫৩.২২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৫।১১। মঙ্গলবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৮।১৮।৪৫ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র দং ৬০।০।০।

৯ পৌষ ইং ২৫ ডিয়সম্বর মুং ৩০ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৩।৩৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৫।৫৫। বুধবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১০।১৫।৩০ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৭।৪৩।১৪। খৃষ্টমাস্ ডে বা বড়দিন।

১০ পৌষ ইং ২৬ ডিসেম্বর মুং ১ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৩।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৬।৪১ বৃহস্পতিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১১।৫২।৩৩ উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্র ঘ ১০।১।৫। ঘ ১০।১।৫ মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা।

১১ পৌষ ইং ২৭ ডিসেম্বর মুং ২ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৪।৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৭।২৪। শুক্রবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ১।৪।৫৯ শ্রবণানক্ষত্র ঘ ১১।৫৬।৪৭।

১২ পৌষ ইং ২৮ ডিসেম্বর মুং ৩ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৪.২৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৮।৮। শনিবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১।৪৭।১৭ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ১।২২।২১। ষট্‌পঞ্চমীব্রত।

১৩ পৌষ ইং ২৯ ডিসেম্বর মুং ৪ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৪।৪০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৮।৫২। রবিবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ১।৫৮।১৬ শতভিষানক্ষত্র ঘ ২।২১।৩০।

১৪ পৌষ ইং ৩০ ডিসেম্বর মুং ৫ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৪।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৯।৩৫। সোমবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ১।৩৯।২২ পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্র ঘ ২।৫২।৫।

১৫ পৌষ ইং ৩১ ডিসেম্বর মুং ৬ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৯।৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২০।১৮। মঙ্গলবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ১২।৫০।১৮ উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্র ঘ ২।৫২।৭।

১৬ই পৌষ ইং ১ জানুয়ারী ৭ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৫৪।২৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২১।১। বুধবার নবমী রাত্রি ঘ ১১।৩৬।১৮ রেবতীনক্ষত্র ঘ ২।২৬।০। নিউ ইয়ার্স ডে। পূর্ব্বরাত্রি ১২ টার পর হইতে ইং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ আরম্ভ।

১৭ পৌষ ইং ২ জানুয়ারী মুং ৮ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৫।৩৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২১।৪৫। বৃহস্পতিবার দশমী রাত্রি ঘ ৯।৫৯।৪৫ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ১।৩৬।৫৭। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা।

১৮ পৌষ ইং ৩ জানুয়ারী মুং ৯ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৫।৫৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২২।২৭। শুক্রবার একাদশী রাত্রি ঘ ৮।৫।৪৯ ভরণীনক্ষত্র ঘ ১২।২৭।৪৪। একাদশীর উপবাস।

১৯ পৌষ ইং ৪ জানুয়ারী মুং ১০ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৬।৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৩।৯। শনিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৫।৫৮।৪৩ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ১১।৬।১৪।

২০ পৌষ ইং ৫ জানুয়ারী মুং ১১ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৬।১৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৩।৫০। রবিবার ত্রয়োদশী ঘ ৩।৪২।২৫ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ৯।৩৩।৪৭।

২১ পৌষ ইং ৬ জানুয়ারী মুং ১২ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৬।৩২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৪।৩২। সোমবার চতুর্দ্দশী ঘ ১।২২।৭ মৃগশিরানক্ষত্র ঘ ৭।৫৪।১ পরে আর্দ্রানক্ষত্র (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৬।১৪।২৬ পর্য্যন্ত। পূর্ণিমার নিশিপালন।

২২ পৌষ ইং ৭ জানুয়ারী মুং ১৩ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৬।৪৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৫।১৩। মঙ্গলবার পূর্ণিমা ঘ ১১।১।৪৯ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৩৯।৪০। পূর্ণিমার উপবাস ও ব্রতাঙ্গ উপবাস। পূর্ণিমার ব্রত।

২৩ পৌষ ইং ৮ জানুয়ারী মুং ১৪ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৬।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৫।৫২। বুধবার প্রতিপদ ঘ ৮।৪৭।৫২ পরে দ্বিতীয়া (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৬।৪৪।৯ পর্য্যন্ত, পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।১৪।৭।

২৪ পৌষ ইং ৯ জানুয়ারী মুং ১৫ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৬।৩৩। বৃহস্পতিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৪।৫৫।৩১ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।২।২৯।

২৫ পৌষ ইং ১০ জানুয়ারী মুং ১৬ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।১৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৭।১২। শুক্রবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ৩।২৫।৪৮ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৮।৪২।

২৬ পৌষ ইং ১১ জানুয়ারী মুং ১৭ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।২৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৭।৫০। শনিবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ২।১৯।২৬ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৩৮।১১।

২৭ পৌষ ইং ১২ জানুয়ারী মুং ২৮ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৩৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৮।১৮। রবিবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ১।৩৯।৩৫ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৩৩।৩।

২৮ পৌষ ইং ১৩ জানুয়ারী মুং ১৮ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৪৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৯।৬। সোমবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ১।২৯।২৮ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৫৮।৪১।

২৯ পৌষ ইং ১৪ জানুয়ারী মুং ২০ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৯।৪৩। মঙ্গলবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ১।৫০।২৮ চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫২।৩১। মাংসাষ্টকাশ্রাদ্ধ। উত্তরায়ণসংক্রান্তি। দধিসংক্রান্তি ব্রত। পৌষপার্ব্বণ।

মাঘ মাস

১ মাঘ ইং ১৫ জানুয়ারী মুং ২১ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩০।১৯। বুধবার নবমী রাত্রি ঘ ২।৪২।২৫ স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।১৪।৩১।

২ মাঘ ইং ১৬ জানুয়ারী মুং ২২ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।১০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩০।৫৫। বৃহস্পতিবার দশমী রাত্রি ঘ ৪।২।৫৫ বিশাখানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।৫।৪৮।

৩ মাঘ ইং ১৭ জানুয়ারী মুং ২৩ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।১৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩১।৩১। শুক্রবার একাদশী রাত্রিশেষ ঘ ৫।৪৭।১০ অনুরাধানক্ষত্র দং ৬০।০।০। একাদশীর উপবাস।

৪ মাঘ ইং ১৮ জানুয়ারী মুং ২৪ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।২৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩২।৫। শনিবার দ্বাদশী দং ৬০।০।০ অনুরাধানক্ষত্র ম ৭।২০।২।

৫ মাঘ ইং ১৯ জানুয়ারী মুং ২৫ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।২৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩২.৩৮। রবিবার দ্বাদশী ঘ ৭।৪৮।৪১ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৯।৪৯।২০।

৬ মাঘ ইং ২০ জানুয়ারী মুং ২৬ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৩।১১। সোমবার ত্রয়োদশী ঘ ৯।৫৮।৩০ মূলানক্ষত্র ঘ ১২।২৬।৫৩। রাত্রে শ্রীশ্রীরটন্তীকালিকাপূজা।

৭ মাঘ ইং ২১ জানুয়ারী মুং ২৭ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫ ৩৩।৪৪। মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী ঘ ১২।৬।১৬ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৩।০।৪০। অমাবস্যার নিশিপালন।

৮ মাঘ ইং ২২ জানুয়ারী মুং ২৮ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৪।১৪। বুধবার অমাবস্যা ঘ ২।১।২৮ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।২২।৪০। অমাবস্যার উপবাস। ঘ ২।১।২৮ মধ্যে অমাবস্যার ব্রত আখেরিচাহারশুম্বা।

৯ মাঘ ইং ২৩ জানুয়ারী মুং ২৯ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।২২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৫।৪। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ ঘ ৩।৬।৪ শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২৩।৪৯।

১০ মাঘ ইং ২৪ জানুয়ারী মুং ৩০ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৫।৫৩। শুক্রবার দ্বিতীয়া ঘ ৪।৪৫।১৪ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫৫।১১।

১১ মাঘ ইং ২৫ জানুয়ারী মুং ১ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৪৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৬।৪১। শনিবার তৃতীয়া সন্ধ্যা ঘ ৫।২৪।২৯ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।২।০।

১২ মাঘ ইং ২৬ জানুয়ারী মুং ২ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।২৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৭।২৮। রবিবার চতুর্থী সন্ধ্যা ঘ ৫।৩২।১৯

পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৩৮।১৪। বরদাচতুর্থী। বিনায়কব্রত। শ্রীশ্রীগণেশপূজা।

১৩ মাঘ ইং ২৭ জানুয়ারী মুং ৩ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৮।১৪। সোমবার পঞ্চমী অপরাহ্ন ঘ ৫।৯।৫৮ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪৫।৩০। শ্রীশ্রীপঞ্চমী (শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা)।

১৪ মাঘ ইং ২৮ জানুয়ারী মুং ৪ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৮।৫৯। মঙ্গলবার ষষ্ঠী ঘ ৪।১৮।১৬ রেবতী-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।২৪।৩৬। শীতলাষষ্ঠী।

১৫ মাঘ ইং ২৯ জানুয়ারী মুং ৫ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ৬।৪৬।২৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৯।৪৩। বুধবার সপ্তমী ঘ ৩।১।৩৬ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯ ৪০।৪৪। বিধানসপ্তমীব্রত ও আরোগ্যসপ্তমীব্রত।

১৬ মাঘ ইং ৩০ জানুয়ারী মুং ৬ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৬।২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪০।২৭। বৃহস্পতিবার অষ্টমী ঘ ১।২২।৪৮ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৩৫।৬।

১৭ মাঘ ইং ৩১ জানুয়ারী মুং ৭ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৫।৩৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪১।৯। শুক্রবার নবমী ঘ ১১।২৭।২ কৃত্তিকা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।১৬।৩৮। মহানন্দানবমী।

১৮ মাঘ ইং ১ ফেব্রুয়ারী মুং ৮ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৫।১৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪১।৫১। শনিবার দশমী ঘ ৯।১৭।৫৯ রোহিণী-নক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৫।২১।

১৯ মাঘ ইং ২ ফেব্রুয়ারী মুং ৮ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৪।৪৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪২।৩৩। রবিবার একাদশী প্রাতঃ ঘ ৭।০।৭ পরে দ্বাদশী (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।৩৯।১৬ পর্য্যন্ত। ভৈমী একাদশীর উপবাস। ঘ ৭।০।৭ গতে বরাহদ্বাদশী।

২০ মাঘ ইং ৩ ফেব্রুয়ারী মুং ৯ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৪।২৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৩।১৪। সোমবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ২।১৮।০ আর্দ্রানক্ষত্র ঘ ২।২৭।৫৮।

২১ মাঘ ইং ৪ ফেব্রুয়ারী মুং ১০ রবিয়লআউল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৩।৫৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৩।৫৫। মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ১২।৩।৪৪ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র ঘ ১২।৫১।৫০।

২২ মাঘ ইং ৫ ফেব্রুয়ারী মুং ১১ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৩।৩২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৪।৩৪। বুধবার পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ১০।০।১৩ পুষ্যানক্ষত্র ঘ ১১।২৩।৪৪। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস, ব্রতাঙ্গ উপবাস ও নিশিপালন। ফতেহাদোয়াজদাহান।

২৩ মাঘ ইং ৬ ফেব্রুয়ারী মুং ১২ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪৩।৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৫।১২। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৮।১১।১২ অশ্লেষানক্ষত্র ঘ ১০।৯।৪৬।

২৪ মাঘ ৭ ফেব্রুয়ারী মুং ১৪ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪২।৩৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৫।৫০। শুক্রবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৬,৪২।১৩ মঘানক্ষত্র ঘ ৯,৯।৫৪।

২৫ মাঘ ইং ৮ ফেব্রুয়ারী মুং ১৫ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪২।৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৬।২৬। শনিবার তৃতীয়া সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৬।৪৩ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ৮।৩৩।৩৩।

২৬ মাঘ ইং ৯ ফেব্রুয়ারী মুং ১৬ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪১।৩৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৭।২। রবিবার চতুর্থী ঘ ৪।৫৮।২ উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্র ঘ ৮,২০।৩২।

২৭ মাঘ ইং ১০ ফেব্রুয়ারী মুং ১৭ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪১।৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৭।৩৬। সোমবার পঞ্চমী ঘ ৪।৪৯।২ হস্তানক্ষত্র ঘ ৮।৫৮।২।

২৮ মাঘ ইং ১১ ফেব্রুয়ারী মুং ১৮ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪০।৩১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৮।১০। মঙ্গলবার ষষ্ঠী অপরাহ্ন ঘ ৫।১০।৫৬ চিত্রানক্ষত্র ঘ ৯।২৪।৩।

২৯ মাঘ ইং ১২ ফেব্রুয়ারী মুং ১৯ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৯।৫৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৮।৪৩। বুধবার সপ্তমী সন্ধ্যা ঘ ৬,৪।৩৪ স্বাতীনক্ষত্র ঘ ১০।৪০।১০। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি।

ফাল্গুন মাস

১ ফাল্গুন ইং ১৩ ফেব্রুয়ারী মুং ২০ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৯।২৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৯।১৬। বৃহস্পতিবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ৭।২৫।৭ বিশাখানক্ষত্র ঘ ১২।২৪।৭।

২ ফাল্গুন ইং ১৪ ফেব্রুয়ারী মুং ২১ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৮।৫০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৯।৪৭। শুক্রবার নবমী রাত্রি ঘ ৯।৯।২৯ অনুরাধানক্ষত্র ঘ ২।৩২।৪৫।

৩ ফাল্গুন ইং ১৫ ফেব্রুয়ারী মুং ২২ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৮।১৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫০।১৮। শনিবার দশমী রাত্রি ঘ ১১।১০।৫৫ জ্যৈষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৪।৫৯।১৫।

৪ ফাল্গুন ইং ১৬ ফেব্রুয়ারী মুং ২৩ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৭।৩৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫০।৪৮। রবিবার একাদশী রাত্রি ঘ ১।১৯।৫৬ মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৩৫।৬। একাদশীর উপবাস।

৫ ফাল্গুন ইং ১৭ ফেব্রুয়ারী মুং ২৪ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৭।৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫১।১৯। সোমবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৩।২৫।২৩ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।১০।১৫।

৬ ফাল্গুন ইং ১৮ ফেব্রুয়ারী মুং ২৫ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৬।২৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫১।৪৮। মঙ্গলবার ত্রয়োদশী রাত্রিশেষ ঘ ৫।১৭।:৬ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৩৫।৭।

৭ ফাল্গুন ইং ১৯ ফেব্রুয়ারী মুং ২৬ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৫।৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫২।১৬। বুধবার চতুর্দ্দশী দং ৬০।০।০। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৪১।২৪। শ্রীশ্রীশিবরাত্রিব্রত।

৮ ফাল্গুন ইং ২০ ফেব্রুয়ারী মুং ২৭ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৫।৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫২।৪৩। বৃহস্পতিবার চতুর্দ্দশী প্রাতঃ ঘ ৬।৪৭।৩৫। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।২১।৬। অমাবস্যার নিশিপালন।

৯ ফাল্গুন ইং ২১ ফেব্রুয়ারী মুং ২৮ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৪।৩০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৩।১০। শুক্রবার অমাবস্যা ঘ ৭।৫৩।৩৯। শতভিষানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।৩৪।১৫। অমাবস্যার উপবাস। অমাবস্যার ব্রত।

১০ ফাল্গুন ইং ২২ ফেব্রুয়ারী মুং ২৯ রবিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩৩।৪১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৩।৪৪। শনিবার প্রতিপদ ঘ ৮।২৮।৩৪। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৬।১৬।৫১।

১১ ফাল্গুন ইং ২৩ ফেব্রুয়ারী মুং ১ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩২।৫৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৪।১৮। রবিবার দ্বিতীয়া ঘ ৮।৩২।৩৯। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৬।৩১।১৬।

১২ ফাল্গুন ইং ২৪ ফেব্রুয়ারী মুং ২ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩২।৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৪।৫২। সোমবার তৃতীয়া ঘ ৮।৬।৩৬। রেবতীনক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৬।১৫।৩০।

১৩ ফাল্গুন ইং ২৫ ফেব্রুয়ারী মুং ৩ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩১।১৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৫।২৪। মঙ্গলবার চতুর্থী ঘ ৭।১১।২৮ পরে পঞ্চমী (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৫।৫২।৩১ পর্য্যন্ত, অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।৩৬।৩৭। ষট্‌পঞ্চমীব্রত।

১৪ ফাল্গুন ইং ২৬ ফেব্রুয়ারী মুং ৪ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩০।২৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৫।৫৬। বুধবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৪।১০।৪২। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৩৪।৪১।

১৫ ফাল্গুন ইং ২৭ ফেব্রুয়ারী মুং ৫ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৯।৩২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৬।২৮। বৃহস্পতিবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ২।১২।৩১। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।১৯।১৪।

১৬ ফাল্গুন ইং ২৮ ফেব্রুয়ারী মুং ৬ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৮।৪০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৬।৫৯। শুক্রবার অষ্টমী রাত্রি ঘ ১২।১।১৯। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫০।৯।

১৭ ফাল্গুন ইং ১ মার্চ্চ মুং ৭ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৭।৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৭।২৯। শনিবার নবমী রাত্রি ঘ ৯।৪১।৩৩। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১৩।৫।

১৮ ফাল্গুন ইং ২ মার্চ্চ মুং ৮ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৬।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৭।৫৯। রবিবার দশমী রাত্রি ঘ ৭।১৯।০। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৩৩।৩৪।

১৯ ফাল্গুন ইং ৩ মার্চ্চ মুং ৯ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৬।১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৮।২৮। সোমবার একাদশী ঘ ৪।৫৬।৪৯। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫৫।৪৭। একাদশীর উপবাস।

২০ ফাল্গুন ইং ৪ মার্চ্চ মুং ১০ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৫।৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৮।৫৭। মঙ্গলবার দ্বাদশী ঘ ২।৪১।১৫। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২৫।২৫। গোবিন্দ-দ্বাদশী।

২১ ফাল্গুন ইং ৫ মার্চ্চ মুং ১১ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৪।১৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৯।২৬। বুধবার ত্রয়োদশী ঘ ১২।৩৬।১৮। অশ্লেষানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।৮।১৮। ফতিহা-ইয়াজ-দাহান।

২২ ফাল্গুন ইং ৬ মার্চ্চ মুং ১২ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৩।১৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৯।৫৪। বৃহস্পতিবার চতুর্দ্দশী ঘ ১০।৪৬ ৩৩। মঘানক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৫।৪।২০। পূর্ণিমার নিশিপালন। সন্ধ্যায় বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

২৩ ফাল্গুন ইং ৭ মার্চ্চ মুং ১৩ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬ ২২।২৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।০।২১। শুক্রবার পূর্ণিমা ঘ ৬।১৬।৫৭। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ৪।২২।৩১। পূর্ণিমার উপবাস ও ব্রতাঙ্গ উপবাস। পূর্ণিমার ব্রত, ফাল্গুনীপূর্ণিমা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা।

২৪ ফাল্গুন ইং ৮ মার্চ্চ মুং ১৪ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২১।২৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬ ০।৪৮। শনিবার প্রতিপদ ঘ ৮।১০।৫০। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ৪।৪।২।

২৫ ফাল্গুন ইং ৯ মার্চ্চ মুং ১৫ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২০।৩২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১।১৫। রবিবার দ্বিতীয়া ঘ ৭।৩১।৪৯। হস্তানক্ষত্র ঘ ৪।১৪।৬।

২৬ ফাল্গুন ইং ১০ মার্চ্চ মুং ১৬ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৯।৩৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১।৪১। সোমবার তৃতীয়া ঘ ৭ ২২।৩২। চিত্রানক্ষত্র ঘ ৪।৫৩ ৩২।

২৭ ফাল্গুন ইং ১১ মার্চ্চ মুং ১৭ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৮।৩৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২।৭। মঙ্গলবার চতুর্থী ঘ ৭।৪৪।৬। স্বাতীনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।২।১৮।

২৮ ফাল্গুন ইং ১২ মার্চ্চ মুং ১৮ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৭।৪১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২।৩২। বুধবার পঞ্চমী ঘ ৮।৩৬।৫৭। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৩৭।৩৭। স্কন্দ ষষ্ঠী।

২৯ ফাল্গুন ইং ১৩ মার্চ্চ মুং ১৯ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৬।৪৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২।৫৭। বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী ঘ ৯।৫৭।০। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৪০।৫৮।

৩০ ফাল্গুন ইং ১৪ মার্চ্চ মুং ২০ রবিয়স্‌সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৫।৪৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩।২৪। শুক্রবার সপ্তমী ঘ ১১।৪০।২৮। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৪।৩। ষড়শীতি সংক্রান্তি। ঘণ্টাকর্ণ পূজা।

চৈত্র মাস

১ চৈত্র ইং ১৫ মার্চ্চ মুং ২১ রবিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৪।৪৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩।৪৮। শনিবার অষ্টমী ঘ ১।৪০।৯ মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩৭।৫৫। শীতলাষ্টমী।

২ চৈত্র ইং ১৬ মার্চ্চ মুং ২২ রবিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৩।৫০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪।১১। রবিবার নবমী ঘ ৩।৪৭।২৬ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৫।১৪।৭।

৩ চৈত্র ইং ১৭ মার্চ্চ মুং ২৩ রবিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১২।২১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬ ৪।৫। সোমবার দশমী সন্ধ্যা ঘ ৫।৫০।১২ উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্র দং ৬০।০।০।

৪ চৈত্র ইং ১৮ মার্চ্চ মুং ২৪ রবিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১১।৫৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৫।০। মঙ্গলবার একাদশী রাত্রি ঘ ৭।৪০।৫৯ উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্র ঘ ৭ ৪০।৫৯। একাদশীর উপবাস।

৫ চৈত্র ইং ১৯ মার্চ্চ মুং ২৫ রবিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১০।৫৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৫।২৩। বুধবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৯।৮।৩২ শ্রবণানক্ষত্র ঘ ৯।৫১।৫৬।

৬ চৈত্র ইং ২০ মার্চ্চ মুং ২৬ রবিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৯।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৫।৪৭। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১০।১০।৫১ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ১১।৩৯।৫৪। মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী। বারুণী।

৭ চৈত্র ইং ২১ মার্চ্চ মুং ২৭ রবিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৮।৫৫ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৬।১০। শুক্রবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ১০।৪১।৫৬ শতভিষা-নক্ষত্র ঘ ১২।৫৮।৫৮।

৮ চৈত্র ইং ২২ মার্চ্চ মুং ২৮ রবিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৭।৫৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৬।৩৪। শনিবার অমাবস্যা রাত্রি ঘ ১০।৪৩।৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্র ঘ ১।৪৮।৪৭। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন।

৯ চৈত্র ইং ২৩ মার্চ্চ মুং ২৯ রবিয়স্সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৬।৫৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৬।৫৭। রবিবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১০।১৩।৪৩ উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্র ঘ ২।১০।১২।

১০ চৈত্র ইং ২৪ মার্চ্চ মুং ৩০ রবিয়সসানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৫।৫৬ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৭।১৯। সোমবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৯।১৫।৫২ রেবতীনক্ষত্র ঘ ২০।০।৪।

১১ চৈত্র ইং ২৫ মার্চ্চ মুং ১ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪।৫৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৭।৪৩। মঙ্গলবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৭।৫৩।১৪ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ১১।২৬।১৪।

১২ চৈত্র ইং ২৬ মার্চ্চ মুং ২ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৩।৫৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৮।৭। বুধবার চতুর্থী সন্ধ্যা ঘ ৬।৮।৫৭ ভরণী-নক্ষত্র ঘ ১২।২৯।৫০।

১৩ চৈত্র ইং ২৭ মার্চ্চ মুং ৩ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২।৫৮ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৮।২৯। বৃহস্পতিবার পঞ্চমী ঘ ৪।৮।১০ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ১১।১৫।৫৫। ষট্‌পঞ্চমীব্রত। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা।

১৪ চৈত্র ইং ২৮ মার্চ্চ মুং ৪ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১।৫৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৮।৫২। শুক্রবার ষষ্ঠী ঘ ১।৫৫।২ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ৯।৪৮।৫১। অশোকষষ্ঠী। পূর্ব্বাহ্ন ঘ ১০।৪।১৭ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তী-দুর্গাদেবীর ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ। সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

১৫ চৈত্র ইং ২৯ মার্চ্চ মুং ৫ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১।১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৯।১৭। শনিবার সপ্তমী ঘ ১১।৩৩।৫ মৃগশিরানক্ষত্র ঘ ৮।১৩।২০। অদ্য দিবা ঘ ১০।৩।৪৬ সেঃ পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তী-দুর্গাদেবীর সপ্তম্যাদিকল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিতপূজা প্রশস্তা। ঘ ৮।৪০।৫১ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাদেবীর পত্রিকাপ্রবেশ স্থাপন ও সপ্তমীবিহিত-পূজা আরম্ভ। দেবীর ঘোটকে আগমন। ফল—ছত্রভঙ্গ। রাত্রি ঘ ১১।৪১।৯ গতে রাত্রি ঘ ১২।২৯।৯ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাদেবীর অর্দ্ধরাত্রিবিহিতপূজা।

১৬ চৈত্র ইং ৩০ মার্চ্চ মুং ৬ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।০।০ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৯।৩৯। রবিবার অষ্টমী ঘ ৯।৮।৪১ আর্দ্রানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৩৩।৩৩ পরে পুনর্ব্বসুনক্ষত্র (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।৫৫।০ পর্য্যন্ত। অদ্য দিবা ঘ ৯।৮।৪১ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাদেবীর অষ্টমী-বিহিতপূজা সমাপ্য। ঘ ৯।৮।৪১ গতে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাদেবীর নবমী-বিহিতপূজা আরম্ভ। ঘ ৮।৪৪।৪১ গতে ঘ ৯।৩২।৪১ সেঃ মধ্যে

সন্ধিপূজা। ঘ ৯।৮।৪১ গতে ঘ ৯।৩২।৪১ সেঃ মধ্যে বলিদান। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা। শ্রীশ্রীরামনবমী।

১৭ চৈত্র ইং ৩১ মার্চ্চ মুং ৭ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৯।১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১০।২। সোমবার নবমী প্রাতঃ ঘ ৬।৪৪।৪৩ পরে দশমী (সূর্য্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।২৯।২০ পর্য্যন্ত। অদ্য দিবা ৯।৫০।৫২ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাদেবীর দশমীবিহিতপূজা সমাপনান্তে বিসর্জ্জন ও বিজয়াদশমীকৃত্য। দেবীর গজে গমন, ফল শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।

১৮ চৈত্র ইং ১ এপ্রেল মুং ৮ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৮।২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১০।২৬। মঙ্গলবার একাদশী রাত্রি ঘ ২।২৩।৪৯ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।২।৫২। একাদশীর উপবাস।

১৯ চৈত্র ইং ২ এপ্রেল মুং ৯ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৭।২ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১০।৪৯। বুধবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১২।৩২।৪৪ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৫৪।৫০।

২০ চৈত্র ইং ৩ এপ্রেল মুং ১০ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৫।৪৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১০।৫২। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১১।১।১৯ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৭।৫০। মদনত্রয়োদশী; কন্দর্পপূজা।

২১ চৈত্র ইং ৪ এপ্রেল মুং ১১ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৫।৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১১।৩৬। শুক্রবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৯।৫৪।৩১ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৪৪।৩। মদনভঞ্জী। পূর্ণিমার নিশিপালন। গুড্‌ফ্রাইডে।

২২ চৈত্র ইং ৫ এপ্রেল মুং ১২ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ৫।৫৪।৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১১।৫৯। শনিবার পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ৯।১৪।১৭ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৪৭।৩৪। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও ব্রতাঙ্গ উপবাস।

২৩ চৈত্র ইং ৬ এপ্রেল মুং ১৩ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৩।৬ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১২।২৩। রবিবার প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৯।৩।৩৭ চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।২০।১৮।

২৪ চৈত্র ইং ৭ এপ্রেল মুং ১৪ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫২।৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১২।৪৮। সোমবার দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৯।২৩।৪৬ স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।২৩।৪। ইষ্টারমণ্ডে।

২৫ চৈত্র ইং ৮ এপ্রেল মুং ১৫ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫ ৫১।৯ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৩।১২। মঙ্গলবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১০।১৫।৩২ বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫১।৬।

২৬ চৈত্র ইং ৯ এপ্রেল। মুং ১৬ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫০।১১ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৩।৩৬। বুধবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ১১।৩৩।৪১ অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪৯।১৬।

২৭ চৈত্র ইং ১০ এপ্রেল মুং ১৭ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৯।১৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৪।১। বৃহস্পতিবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১।১৫।৪৯ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দং ৬০।০।০।

২৮ চৈত্র ইং ১১ এপ্রেল মুং ১৮ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৮।১৪ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৪।২৫। শুক্রবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৩।১৩।২৯ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৭।৭।৪৪।

২৯ চৈত্র ইং ১২ এপ্রেল মুং ১৯ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৭।১৭ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৪।৫০। শনিবার সপ্তমী রাত্রিশেষ ঘ ৫।১৮।৪৮ মূলানক্ষত্র ঘ ৩।৩৯।৩৩।

৩০ চৈত্র ইং ১৩ এপ্রেল মুং ২০ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৬।২১ সূর্য্যাস্ত ঘ. ৬।১৫।১৭। রবিবার অষ্টমী দং ৬০।০।০। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ১২।১৬।৩১। নীলের পূজা ও উপবাস। মহাবিষুব সংক্রান্তি।

৩১ চৈত্র ইং ১৪ এপ্রেল মুং ২১ জমাদিয়লআউয়ল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৫।২৩ সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৫ ৪২। সোমবার অষ্টমী ঘ ৭।১৮।৬। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ২।৪৬।৪১। মহাবিষুব সংক্রান্তি। চড়ক পূজা। ধর্ম্মঘটব্রত। জলসংক্রান্তি ব্রত।

যুদ্ধের আগে ভ্রমণের যে সুবিধা ছিল তা ফিরিয়ে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে, তবে আগের দিনের সে স্বাচ্ছন্দ্য পেতে আরও কিছু সময় লাগবে।

আশাকরি আপনার পরবর্তী ভ্রমণের আয়োজন করার সময় এই কথা কয়টি মনে রাখবেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

ও

বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে